পল্লী-মোড়ল

(উপন্যাস)

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

মূল্য—১॥০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
AT THE SIDDHESWAR PRESS,
17, Jadunath Sen's Lane, Calcutta.

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

দেশমান্য

ভারত-রত্ন

রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,

এম-এ, বি-এল, সি. এস. আই,

দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণে

এই লেখকের লেখা,—

১।	ডালি	১।০
২।	অর্ঘ্য	॥০
৩।	অনাদৃতা	১।০
৪।	পরাধীনা	১॥০
৫।	বিসর্জ্জন	১॥০
৬।	মায়ের প্রাণ ...	১।০
৭।	গৃহলক্ষ্মী	১৷৵০

গ্রন্থকারের নূতন বই

মুগ্ধা

(যন্ত্রস্থ)

অপূর্ব্ব প্রকাশিত, অভিনব উপন্যাস।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

পল্লী-মোড়ল

[১]

"অনুপ, আমার কথায় আর অমত ক'রিস্‌নি বাবা!"

"আর দুটো বছর মা!..."

"উঃ! সে যে এক যুগ বাবা, আমার বয়েস হ'য়েছে, এই দু'বছরের মধ্যে হয়ত মরেও যেতে পারি ....."

তীব্র বেদনা-ভরা-কণ্ঠে অনুপ বলিল,—"মা!"

ঈষৎ বেদনার হাসি হাসিয়া জননী বলিলেন—"জানি অনুপ, তুই আমার এখনও সেই কচি-ছেলেটাই আছিস্‌, কিন্তু তবু কথাটা ত মিথ্যে নয় বাবা! জগতে সব চেয়ে সত্য এই মৃত্যু! একজন যে বাঁচবেই এমন কথা কেউ জোর-গলায় ব'ল্‌তে পারে না, কিন্তু সে যে মরবেই তা সবাই তাঁবা তুলসী গঙ্গাজল হাতে ক'রে ব'ল্‌তে পারে, এমনি নিছক সত্যি এই কথাটা!..."

জননী যেন পুত্রের অভিমত শুনিবার জন্যই দুই মুহূর্ত্ত নীরবে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এখন যেমন মায়েপোয়ে আছি আমরা এই অবস্থায় যদি আমার ডাক পড়ে, তা হ'লে তোর কষ্টের সীমা থাকবে না, তাই ব'ল্‌ছি দিন থাকতে থাকতে তোকে এমন একজনের

হাতে সঁপে দিয়ে যাই, যার কাছে থাক্‌লে মায়ের শোকও তোকে হয়ত একদিন কাতর ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

"মা, আবার?"

"আচ্ছা বাবা, যদি তোর কষ্ট হয় ত' না হয় আর ও মরার কথা আমি ব'ল্‌ব না। কিন্তু সাধ আহ্লাদ কর্‌বারও ত' ইচ্ছে হয় আমার! দশটা নয় পাঁচটা নয় তুই আমার একমাত্র সন্তান—আমার শিবরাত্রের সল্‌তে, তোর বিয়ে না দিয়ে যে আমি কোন মতেই নিশ্চিন্দি হ'তে পার্‌ছি না বাবা!"

অনুপ চুপ করিয়া রহিল।

মাতা ঈষৎ উৎসাহ পাইয়া বলিলেন,—"তা হ'লে কি বলিস্ অনুপ?"

অনুপ নীরবে কি চিন্তা করিতেছিল। মাতার কথায় সচেতন হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কি ব'ল্‌ব মা?"

"বিয়ে ক'র্‌তে রাজী ত'?"

"রাজী অগত্যা বই কি! কিন্তু মা, তুমি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তাকে যদি আমার পছন্দ না হয়—যদি সে কাল কুচ্ছিৎ হয়?"

এইবার জননীর মুখে সত্যকার হাসি ফুটিল। সহাস্যমুখে বলিলেন,—"আঃ বাবা, তুই রাজরাজেশ্বর হ', আমার আজ যে কত বড় ভাবনার হাত থেকে তুই উদ্ধার ক'র্‌লি, তা আর কি ব'লব!...তা হ্যাঁ রে, আমি তো তোর সৎমা নই, মা, আমি কি তোকে এমনি একটা যার তার সঙ্গেই তোর ‑বে দেব?...এই কথা তোর মনে হল?...বল্লি কি করে এ কথা বাবা?..."

লজ্জায় বেদনায় অনুপের মাথাটা যেন ধূলার সহিত মিশাইতে চাহিল। ছিঃ ছিঃ, এ কি কথা সে মাকে আজ অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল?

জননী কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—"তোর যদি তাই মনের ধারণা হয়, ত' তাতেই বা বাধা কি ? আমার একমাত্র সন্তান তুই বিয়ের আগে মেয়ে তোর পছন্দ হ'ল না হ'ল তা কি আমি না জেনেই তোর বিয়ে দেব রে ?"

জননীর কথাগুলা যে রুদ্ধ অভিমানের বাষ্পে ভরা ছিল, অনুপ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এবং সেই জন্যই সে তখনই মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বিনয়-নম্র-কণ্ঠে বলিল,—"মা আমায় ক্ষমা কর !"

জননীর পুত্র-গর্ব্বে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস পড়িতে লাগিল। সস্নেহে তিনি পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"পাগল ছেলে, ওঠ ! তোর কথায় আমি একটুও রাগ করিনি, তুই আর ধূলোর ওপর অমন থাবড়ি খেয়ে বসে থাকিস্‌নি বাবা !"

উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি নতমস্তকে অনুপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা মা, যে বিয়ের সম্ভবনাতেই তোমার মনে ব্যথা দিয়ে ফেল্‌লুম, সে বিয়ে কি না ক'র্‌লেই না ?"

হারে অবোধ পুত্র ! জননী হইয়া তিনি কোন্ প্রাণে পুত্রের বিবাহ দিতে অমত করিবেন ? তাহার মুখে এতটুকু হাসি ফুটাইতে তাহার বুকে এতটুকু সুখের বাতাস বহাইতে অন্তরে তাঁহার কত না কামনা—বাহিরে তাঁহার কত না চেষ্টা ! বিবাহ হইলে অনেকের পুত্র জননীর পর হইয়া যায়—অনেক সন্তান জননীর উপর তীব্র উৎপীড়নও করিয়া থাকে ; কিন্তু এ সব কথা জানিয়া শুনিয়াও কোন জননী কি পুত্রকে চিরকুমার রাখিতে পারেন ? সে কথা মনে করিতেও যে অন্তর বেদনাতুর হইয়া উঠে !

হাসিয়া জননী বলিলেন,—"না বাবা, বিয়ে না কর্‌লে কি ঘর মানায় ?

না ঘরে লক্ষ্মীশ্রী আসে ?—বিয়ে তোকে ক'র্‌তেই হবে অনুপ, তাতে যদি ভবিষ্যতে তুই আমার পরও হ'য়ে যাস্ তাও স্বীকার, তবু আমার স্বার্থ-পরতার জন্যে যে আমার ছেলে পর হ'য়ে যাবে, এ আমি কোন মতে প্রাণ ধরে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

"বেশ মা, আমি সম্মতি দিচ্ছি, তুমি চেষ্টা কর।"

বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে পুলকিত-তনু নীরদার দুই চক্ষু ছাপিয়া জল আসিল। পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া তিনি গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন,—"আ মায় যেমনি আজ আনন্দ দিলি বাবা, সারা-জীবন তুই এমনি আনন্দে থাক্, এই তোর মায়ের আশীর্ব্বাদ !"

পুত্র নত হইয়া জননীর উভয়চরণ স্পর্শ করিয়া হাতখানা আপনার মাথায় ঠেকাইল।

নীরদার মনে তখন আর একটা কথা জাগিতেছিল। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।...কথাটা মনে হইতেই সহসা-মুক্ত জলরাশির মত অজস্র অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনুপ তাহা দেখিল, কিন্তু কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। সেই জন্যই ব্যাকুল-কণ্ঠে সে ডাকিল,—"মা !"

পুত্রের আহ্বানে জননীর শোক-সিন্ধু আরও বেশী করিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। কোনমতে এই দুর্নিবার্য্য অশ্রু-বেগটা সম্বরণ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"আজ যদি তোর বাপ বেঁচে থাকৃত অনুপ !..."

এতক্ষণে অনুপ জননীর শোকের কারণ বুঝিতে পারিল, সঙ্গে সঙ্গে বক্ষের অধঃস্তন প্রদেশ হইতে একটা নিশ্বাস তাহার সমস্ত বুকখানা আলোড়িত করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহারও মনটা বলিয়া উঠিল,—"যদি তিনি থাকৃতেন !—"

পরক্ষণেই সে কথার গতি ফিরাইবার উদ্দেশে বলিল—"কিন্তু মা, আর দুটো বছর সবুর ক'র্‌লেই ভাল হ'ত। এম্‌-এ টা পাশ ক'রে তারপর বিয়ে-টিয়ের ভাবনা ভাবলেই......"

মুহূর্ত্তে সন্ত্রস্ত হইয়া জননী বলিয়া উঠিলেন,—"আবার খাপ্‌চি কাটিস কেন বাবা ? এই ত' মত দিলি তুই নিজেই—"

"হ্যাঁ, তাত' দিলুমই ! যে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধরে পড়েছ তুমি, মত না দিয়ে আর করি কি বল ! কিন্তু তবু, লেখা পড়াটা—"

"হ্যা দেখ্‌ অনুপ ! বার বার তুই অমন ক'রে খুঁত কাটিস্‌ নি ব'লছি। দুনিয়ায় আর কেউ যেন বিয়ে ক'রে লেখাপড়া করেনি বা ক'র্‌ছে না ! একবার যখন তোর মত পেয়েছি, তখন আর আমি কিছুতেই কোন কথা শুন্‌ব না, বিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ !

হাসিয়া অনুপ বলিল,—"বেশ ত' মা, তাতেই যদি তুমি সুখী হও ত' তাই কর না !"

"তা ত' ক'র্‌বই ! তবে তুই মিছে খুঁত কাটছিস্‌ কেন ?"

"না মা, সকাল থেকে তোমার সঙ্গে কোঁদল ক'রে আমার মেজাজটা কেমন খিটখিটে হ'য়ে উঠ্‌ল, যাই আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

"না, তা হবে না। আগে কিছু মুখে দিয়ে জল খা, তার পর যেথায় খুসি বেড়াতে যা। একবার বেরুলে ত' আর বেলা বারোটার আগে ফেরা হবে না !"

"বেশ বাপু, কি দেবে দাও, খেয়েই বেরুই !"

জননী তখনই পুত্রের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনুপ জলযোগ সারিয়া পাড়ায় বাহির হইল। পথে বাহির হইয়া দুই পদ যাইতে না যাইতেই পল্লী-মোড়ল হরিশ চক্রবর্ত্তীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ

হইল। গ্রামের সকলে হরিশকে চক্রবর্ত্তী খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিত। সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভয়ও করিত। তাহার কারণ, হরিনাভিগ্রামে চক্রবর্ত্তী খুড়ার একছত্র প্রতিপত্তি। গ্রামের জমিদার শিবনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র প্রাণীটী অবধি সকলেই তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। হরিশ-খুড়াকে চটান আর কুম্ভীরের সহিত কোন্দল করিয়া জলে বাস করিবার দুরাশা এ উভয়ই সমান কথা। চক্রবর্ত্তী-খুড়ার মত রাশভারী ডান্‌পিটে লোককে সেই জন্যই বড় একটা কেহ ঘাঁটাইতে সাহস করিত না।

অনুপ পথের মাঝেই চক্রবর্ত্তী-খুড়াকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া প্রশ্ন করিল,—"চক্রবর্ত্তী-খুড়ো ভাল আছেন ত' ?"

"কে, নলিনের ছেলে অনুপ না ?"

"হ্যাঁ খুড়ো, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না ?"

"তা আর পার্‌ছি না ? তবে কিনা বয়েস হ'য়েছে, তাই আজ কাল চোখে একটু কম দেখ্‌ছি। তা তুমি কবে এলে বাবা ?"

"আমি কাল এসেছি খুড়ো ! আপনার শারীরিক সব কুশল ত ?"

"তা হ্যাঁ এক রকম ক'রে কেটে যাচ্ছে বই কি ! তা পথে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা ? এস এস, বাড়ীর ভেতর এস !"—বলিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়ো পথ দেখাইয়া অনুপকে আনিয়া আপনার চণ্ডীমণ্ডপে বসাইলেন। তাহার পর এক কলিকা তামাক সাজিয়া হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া একটা টান মারিতেই একটা দীর্ঘকালব্যাপী কাশীতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাশীর ঝোঁকটা কোনমতে সাম্‌লাইয়া লইয়া অবশেষে তিনি অনুপকে প্রশ্ন করিলেন,—"তা এখন কি, পড়া হ'চ্ছে বাবা ?"

"বি-এটা এবার পাশ করেছি। মনে ক'র্‌ছি, এম-এ আর ল' দুটো একসঙ্গে প'ড়্‌ব।"

হুঁকায় আর একটা দীর্ঘ টান দিয়া এক ঝলক ধূম উদ্গীরণ করিয়া হরিশ বলিলেন,—"তা প'ড়্‌বে বই কি বাবা! নলিনের ছেলে তুমি—তুমি না লেখা পড়া শিখ্‌লে কি আর রেমো শেমো লেখা পড়া শিখ্‌বে? নলিন কত বড় বিদ্বান্ ছিল! একটা জেলার জজিয়তি ক'রে গেছে—তারই ত' ছেলে তুমি!"

এই সময় একজন ইতর-শ্রেণীর লোক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া বিনীত অপরাধীর মত বলিল,—"খুড়ো মশায়, আমায় ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ ডেকেছিলুম বই কি! তা হ্যাঁরে শ্যাম, তোর নামে এ সব কি কথা শোনা যাচ্ছে?"

যুক্তহস্তে তেমনি বিনীতভাবে শ্যাম বলিল,—"কি সব কথা খুড়ো মশায়?"

"তুই নাকি বিনিকে ঘরে এনেছিস্?"

"ঘরে আন্‌ব না ত' কোথায় ফেলে দেব খুড়ো মশায়? পেটের সন্তান! বিশেষ সে এখন মরণাপন্ন।"

"পাপের ফল চিরদিনই অম্ল হয়। তা ব'লে যে বিধবা মেয়ে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাকে আবার তুই ঘরে ঠাঁই দিলি? তোর কি প্রাণে একটু ভয় ডর নেই রে শ্যাম! ওরে আমরা যে এখনও মরিনি রে!"

"খুড়ো মশায়, আপনি বিচার কর! সে দুধের মেয়ে, চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে, তার কি এখন এ সব কথা বোঝ্‌বার বয়েস, না সে বুঝতে পারে?"

"তা দেখ্‌তে গেলে সমাজ চলে কই ?"

"আচ্ছা খুড়ো মশায়, যে ছোঁড়া নোব দেখিয়ে তার এই সর্ব্বনাশটা ক'র্‌লে, তার কি দণ্ড দিলে আপনারা ?"

"তার দণ্ড পরে হবে।"

"তা কেমন ক'রে হয় ? সে বিনির চেয়ে বয়সে বড়। বিনি ত' দুধের মেয়ে। আঁতুড় থেকে বেরুবার পরই ভিন্ গাঁয়ে একটা পাঁচ বছরের ছেলের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছোঁড়াটা আট বছরে মরে গেল। বিনি আমার সাড়ে তিন বছরে বিধবা হ'ল। মা-মরা মেয়ে, খুড়ো মশায়, তাকে ফুস্‌লে ফাসলে নফরা যে কুলের বার করে নে গেল। তারপর তিন মাসের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ এক অজানা অচেনা জায়গায় ফেলে রেখে পালিয়ে এল। এখন সে গেরামের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, তার শাস্তিটা আগে দাও দেখি !"

"সে ত দেবই রে। তুই পরামর্শ দিবি, তবে হরিশ চক্রবর্ত্তী কাজ ক'র্‌বে ? এমন ধাতই আমার নয়। কিন্তু তুই কি ব'লে সেই বেরিয়ে-যাওয়া মেয়েটাকে ঘরে এনে তুল্‌লি ; তোর এখনও দুটো আইবড় মেয়ে রয়েছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে না ?"

"তা আবার হবে না ? সব জানি খুড়ো মশায়, কিন্তু কি ক'র্‌ব বলুন ? যখন শুন্‌লুম সেই অজানা জায়গায় মেয়েটা রোগে পড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে আর "বাবা" "বাবা" বলে চেঁচাচ্ছে, তখন আর আমি কোনমতে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না। আপনিই বল না খুড়ো মশায়, আপনার ঘরেও ত' বিধবা মেয়ে রয়েছে।"

"মর্ ব্যাটা! কিসে আর কিসে! থাক্ সে কথা, এখন তুই ক'র্‌তে চাস্ কি, তাই বল ?"

"কি ক'র্‌ব খুড়ো মশায় আপনিই বলে দাও। গিয়ে দেখ্‌লুম জ্বরে মেয়েটার গা-গতর পুড়ে যেতে লেগেছে, আর পোড়া মেয়ে কেবলই বাবা বাবা বলে চেঁচাচ্ছে! মুখে জলটুকু দেয় এমন একজন লোক অবধি নেই! কাজেই তাকে ঘরে না এনে কি ক'র্‌ব তা আপনিই বল খুড়ো মশায়!"

এই সময় গ্রামের আরও তিন চারি জন মাতব্বর আসিয়া চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইলেন। নিঃশেষপ্রায় কলিকাটী হরিশ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বিভিন্ন জাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুই তিনটা থেলো হুঁকা তাহাদের দিকে আগাইয়া দিলেন। পীতাম্বরই প্রথম কলিকাটা হস্তগত করিয়াছিলেন। দুই একটা টান দিয়াই তিনি কলিকাটার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই পুনরায় নূতন করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন।

অনুপ একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া বিচার-রহস্য দেখিতেছিল। ব্যাপারটা তাহার নিকট এমনি হৃদয়হীন বোধ হইতেছিল যে, সে শুধু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিল। কোন কথা বলিবার তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

হরিশ পুনরায় আরব্ধকার্য্যে মন দিলেন। শ্যামের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"তা সে যাই হোক্ শ্যাম, বিনিকে তোমার ঘরে রাখা কোন মতেই চল্‌বে না, তা তোমায় গোড়া থেকেই বলে রাখ্‌ছি। এ পাপের প্রশ্রয়, অন্ততঃ আমি যতদিন বেঁচে আছি, তত দিন কিছুতেই হ'তে দেব না।"

শশী পোদ্দার বলিল,—"কি, সেই বেরিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা বুঝি?"

শ্যাম এবার কাঁদিয়া ফেলিল,—"খুড়ো মশায় আমায় রক্ষে কর। বাপ হ'য়ে পেটের সন্তানকে আমি কেমন করে তাড়িয়ে দেব?"

শশী বলিল,—"মিছি মিছি কেঁদে ফল কি শ্যাম? এ যে একেবারেই অসম্ভব।"

শ্যাম বলিল,—"খুড়ো মশায় একটু দয়া ক'র্‌লেই সব সম্ভব হয়। খুড়ো মশায়, আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন, জ্বর-বিকারে সে মর মর, এ সময় তাকে আমি কোথায় তাড়িয়ে দেব?"

হরিশ বলিলেন,—"তা আমি কি জানি? সমাজ শাসন ক'র্‌তে হ'লে অত দয়া দাক্ষিণ্য দেখালে চলে না; তা হ'লে শাসন করা যায় না!"

শ্যাম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে আসিয়া হরিশের দুই পা জড়াইয়া ধরিল,—"খুড়ো মশায়, আমি ছাপোষা মানুষ, তুমি না রক্ষে ক'র্‌লে মারা যাই!"

অনুপের পক্ষে আর চুপ করিয়া থাকা কোনমতেই সম্ভবপর হইল না। লোকগুলাকে তাহার হৃদয়হীন কশাই মনে হইতে লাগিল। সে অনুনয়ের স্বরে হরিশকে বলিল,—"চক্রবর্ত্তী খুড়ো, আহা বেচারার ওপর একটু দয়া করুন।"

হরিশ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"বাবাজী ত' পাড়াগাঁয়ে থাক না, এ সবের কিছু জানও না। যখন কিছু জান না, তখন তোমার মধ্যস্থতা ক'র্‌তে আসাই অন্যায়!"

শ্যাম তখনও হরিশের পা ছাড়ে নাই। ব্যাকুলভাবে সে তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিতেছিল।

অনুপের অন্তরের মধ্যে হাহাকার করিতেছিল। সে পুনরায় বলিল,—"খুড়ো মশায়, অন্ততঃপক্ষে মেয়েটা যে কদিন সেরে না উঠে, সে কদিনের মত রাখ্‌বার অনুমতিটুকু দিন, তা না হ'লে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিশ একটা পা ছুড়িয়া শ্যামকে

আঘাত করিয়া বলিলেন,—"বাবু তোর হ'য়ে অনেক কথা ব'ল্‌ছেন, তা তুই না হয় মেয়েটা না সারা অবধি ঘরে রাখ্‌, তার পর কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

"য্যাজ্ঞে খুড়ো মশায়, এইটুকু অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

হরিশ বলিলেন,—"হ্যাঁ আমি না হয় অনুগ্রহ কর্‌লুম, কিন্তু তুমি সমাজের কাছে যে অপরাধ করেছ, তার দণ্ড তোমায় দিয়ে যেতে হবে। এর জন্যে দশ টাকা তোমার জরিমানা হ'ল।"

শ্যাম পুনরায় কাঁদিয়া পড়িল,—"এত টাকা আমি কোথা পাব খুড়ো মশায়? ক'বরেজ মশায় ওষুধের দাম বারো আনা ব'লেছিলেন, পয়সার অভাবে আমি সে ওষুধ আন্‌তে পারিনি—বিনি চিকিচ্ছেয় মেয়েটা মর্‌তে ব'সেছে, এখন আমি দশ টাকা জরিমানা কোথা থেকে দেব?"

মুখ ফিরাইয়া হরিশ বলিলেন,—"কি ক'র্‌ব, উপায় নেই। টাকা দিতে পার, মেয়ে ঘরে রাখ, না পার, এখুনি বিদেয় ক'রে দাও।"

হরিশের মুখ দেখিয়া শ্যাম স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, সেখানে আর কণামাত্রও দয়া পাইবার আশা নাই। তাহার অক্ষম পিতৃ-হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই! দরিদ্র যে, তাহার আবার অন্তরের কোমল বৃত্তি কি? হতাশ হইয়া শ্যাম চলিয়া গেল।

অনুপও উঠিয়া দাঁড়াইল,—"চক্রবর্ত্তী খুড়ো, আমি তা হ'লে এখন আসি!"

"আচ্ছা বাবা! এখন দিনকতক গ্রামে থাকৃছ ত'?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস তিনেকের ছুটি আছে।"—বলিয়া সে দ্বিতীয় বাক্যের অবসর মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

শ্যাম তখনও অধিক দূর যায় নাই।..সে দ্রুতপদে শ্যামের নিকটস্থ হইয়া ডাকিল,—"শ্যাম!"

শ্যাম ফিরিয়া দাঁড়াইল। অনুপ বলিল,—"আমায় তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না শ্যাম? আমি অনুপ!"

এইবার শ্যাম তাহাকে চিনিল,—"দুঃখে কষ্টে আমার মাথার ঠিক নেই দাদাবাবু, তাই আপনাকে চিন্‌তে পারিনি।"

"তোমারই বা দোষ কি, আমি কোল্‌কেতাতেই দিন কাটাই। গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এক রকম উঠেই গেছে। যাক্ সে কথা। তোমার মেয়ের কোন চিকিৎসা করাচ্ছ না?"

"পয়সা কোথায় দাদাবাবু?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত' আমি নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। নিজের চিকিৎসার জন্যে হোমিওপ্যাথিক শিখেছিলুম, আমার কাছে ওষুধও আছে। কি বল?"

"সে ত' আমার সৌভাগ্য দাদাবাবু!"

অনুপ শ্যামের সহিত তাহার বাটীতে চলিল।

[২]

এই স্থানে অনুপের একটু পরিচয় না দিলে গল্পটার অঙ্গহানি হয়। অনুপের পিতা নলিন সাব-জজ্ ছিলেন। সারা জীবনটা ক্রমাগত বদলি হইতে হইতে বিদেশেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। অবশেষে রিটায়ার করিয়া তিনি যখন গ্রামে আসিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং ব্যাঙ্কে তাঁহার নামে অনেকগুলি টাকা জমিয়া উঠিয়াছিল।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, পৈত্রিক ভদ্রাসনখানি জীর্ণ-অবস্থায় তখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত! কাজেই বাধ্য হইয়া নলিনবাবুকে অনেকগুলি টাকা খরচ করিয়া ভদ্রাসনখানি বাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইল। পুত্র অনুপ তখন প্রবেশীকা-ক্লাসে পড়ে। গ্রামে আনিলে তাহার লেখাপড়ার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনায় তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় মেসে রাখিয়া সস্ত্রীক গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন।

গ্রামে আসিয়া তাঁহার এক বিপদ হইল এই যে, মিশিবার মত একটী লোককেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। লোকগুলির স্বভাব দেখিলেন, তাহারা সাপের গালেও চুমো খায়, ব্যাঙের গালেও চুমো খায়। যখন যাহার নিকট থাকে, তখন তাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া অপরকে কীটাণু-কীটেরও অধম করিয়া দিত, আবার পরক্ষণেই সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই মাত্র যাহার কুৎসা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই গুণ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিত।

দেখিয়া শুনিয়া নলিনের সমস্ত চিত্ত লোকগুলার উপর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। হরিশও সে সময় একবার নলিনবাবুর সাহচর্য্যলাভের আশায় আসিয়া ঘৃণার সহিত বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সেই হইতে হরিশের প্রাণপণ চেষ্টা হইল, কেমন করিয়া এই বিদেশী লোকটাকে নাকের জলে চোখের জলে হাবুডুবু খাওয়াইবেন। তাঁহার সে চেষ্টা কিন্তু ঐকান্তিক যত্নসত্ত্বেও সফল হয় নাই, তাহার কারণ নলিন এতদিন জজিয়তি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর কলিকাতার ব্যাঙ্কে তাঁহার নামে মবলক টাকা মজুত ছিল।

নলিন সারা গ্রামের মধ্যে একটী মাত্র লোককে মিশিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। সে অতি দরিদ্র সদয় মুখোপাধ্যায়। নলিনের নিকট উৎসাহ পাইয়া সদয় মুখুয্যে প্রায়ই নলিনবাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসিতেন। নলিন তাঁহার সহিত দাবা খেলিতেন, তাহার পর বৈকালীন জলযোগ নলিনবাবুর বাড়ী সমাধা করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি গল্প করিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় সদয় বাড়ী ফিরিতেন।

সদয়ের সন্তানের মধ্যে একটী মাত্র কন্যা ছিল—তাহার নাম রমা। সদয় নলিন বাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসিবার সময় আট বৎসরের কন্যা রমাকে প্রায়ই সঙ্গে করিয়া আনিতেন। ইহার দুইটা কারণ ছিল;— প্রথম কারণ কন্যাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এক দণ্ডও কাছ ছাড়া করিতে পারিতেন না; এবং দ্বিতীয় কারণ, কন্যাকে সঙ্গে আনিলে ধনী নলিনের বাড়ীতে বেচারা দুইটা ভাল মন্দ জিনিষ খাইতে পাইবে। সে সব খাদ্যদ্রব্য এক ত' প্রায়ই পল্লীগ্রামে পাওয়া যাইত না, আর যদি বা যাইত, তাহা হইলেও পয়সা খরচ করিয়া সে সব দ্রব্য কিনিয়া খাওয়াইবার সামর্থ্য সদয় মুখুয্যের ছিল না।

রমা দুই দিনেই নলিনবাবুর স্নেহ আকর্ষণ করিল। দিব্য ফুটফুটে মেয়েটী। তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুইটী দেখিলে যে কেহ বুঝিতে পারিত, সময়ে মেয়েটী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী হইবে।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে নলিনবাবু সদয়কে বলিয়াছিলেন,—"তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব সদয়।"

সদয় করুণ-হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তেমন সৌভাগ্য কি রমার হবে দাদা, যে আপনার চরণে আশ্রয় পাবে আমার মেয়ে ?"

"না সত্যি, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, রমার সঙ্গেই আমি অনুপের বে দেব। তবে তাড়াতাড়ি ক'র না, তোমার মেয়েও ডাগর হোক্, এদিকে অনুপও লেখাপড়া শেষ করুক্। পড়া শুনোর সময় ছেলেদের বে দিলে প্রায়ই তাদের পড়ার ক্ষেতি হয়।"

নলিনের কথায় আন্তরিকতাই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কাজেই দরিদ্র সদয়ের বুক আশায় ভরিয়া উঠিল। রমার বিবাহসম্বন্ধে সদয় একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

ইহার পর একদিন না-বলা না-কওয়া করিয়া নলিনবাবু যখন হঠাৎ ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন, তখন তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী নীরদা-দেবী একাই একশ হইয়া সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালক অনুপ পিতার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য গ্রামে ফিরিয়া আসিল। দীনবেশে সে সকল লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পিতৃদায় জানাইয়া আসিল। শ্রাদ্ধের দুইদিন পূর্ব্বে গ্রামের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ করা হইল। উদ্‌যোগ আয়োজনের অন্ত নাই। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার সময় নীরদা-দেবী সংবাদ পাইলেন, হরিশ নলিনবাবুর জীবদ্দশায় যে অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুতে

তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রের উপর সেই প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিয়াছেন। আগামী কল্য শ্রাদ্ধে গ্রামের একজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিতে আসিবেন না। কথাটা শুনিয়া নীরদা-দেবী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বালক-পুত্র সভয়ে মাতার দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"মা!"

দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নীরদা বলিলেন,—"কিছু ভয় ক'র না বাবা। তুমি আমি কি ক'র্ত্তে পারি? যাঁর কাজ তিনিই সমস্ত করিয়ে দেবেন।"

পরদিন সকালে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল, যে ব্রাহ্মণ নলিনবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ যাইবেন, তিনি পাতে এবং হাতে ত' যথেষ্ট পরিমাণ পাইবেনই, উপরন্তু পাঁচ টাকা করিয়া নগদ দক্ষিণাও মিলিবে।

কথাটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই চারিজন মাতব্বর লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুরুব্বিআনা করিতে আসিল; এবং দ্বিপ্রহরে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ বাটীর সচল এবং অচল সন্তানগুলির হাত ধরিয়া এবং কোলে করিয়া মন্ত্রপূতঃ সর্পের মতই নির্ব্বিবাদে আসিয়া ভোজন করিয়া গেল। নীরদা কিন্তু চতুর রমণী। ব্রাহ্মণরা হাতে এবং পাতে যথেষ্ট পাইল বটে, কিন্তু নগদে একটী পয়সাও দক্ষিণা পাইল না। দক্ষিণার কথা উঠিলে অন্তঃপুর হইতে সম্মুখে শিখণ্ডির মত পুত্রকে রাখিয়া এমনি জোর গলায় বলিয়া দিলেন যে, সকল ব্রাহ্মণই তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তিনি বলিলেন,—"অনুপ ওঁদের বল, আমরাও ব্রাহ্মণ, ছোট জাত নই যে দক্ষিণে দিয়ে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব। যাঁর ইচ্ছে না হবে, তিনি বাড়ী ফিরে যেতে পারেন।"—অনুপকে আর সে কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইল না, সকলেই সে কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন; কিন্তু তখন আর উপায় নাই, সকলেরই ভোজনকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। সে মহার্ঘ্য আহার্য্য যে বমন করিয়া বাহির করিয়া দিয়া যাইবে, সে ইচ্ছাও কাহারও বড় একটা

ছিল না। কাজেই তখন সকলে উদ্গার তুলিতে তুলিতে ছোট বড় পুঁটুলীগুলা কোনমতে সাম্‌লাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

মাতব্বরেরা ফিরিবার সময় খাটো-গলায় বলাবলি করিয়াছিলেন,—"নলিনবাবুর স্ত্রী মেয়ে-মানুষ বটে, আমাদের চক্রবর্ত্তী-খুড়োকেও টেক্কা দিয়েছে!"

এই ভোজন-ব্যাপারে গ্রামের মধ্যে একা হরিশ চক্রবর্ত্তীই আসেন নাই। বৈকালে কিন্তু কি ভাবিয়া তিনিও একবার পায়ের ধূলা দিলেন। বাহিরে তখন কাঙ্গালী-বিদায়ের ধূম চলিয়াছে! দুইজন গ্রামের মাতব্বর চিঁড়া-মুড়কী বিতরণ করিতেছিলেন, আর মুণ্ডিতমস্তক দীনবেশধারী অনুপ স্বহস্তে প্রত্যেককে একখানি করিয়া নব-বস্ত্র বিতরণ করিতেছিল। এমন সময়ে হরিশ-চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত! উপস্থিত লোকগুলার মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। চক্রবর্ত্তী-খুড়ো এসেছেন! সকলে সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। একজন ভৃত্য একটা থেলো হুকায় সদ্য-অগ্নি-সংযোজিত একটা কলিকা বসাইয়া চক্রবর্ত্তীর হাতে দিয়া গেল।

অনুপ যখন বস্ত্র বিতরণ শেষ করিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়ার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘন ঘন ধূম উদ্গার করিতেছেন এবং ঠিক সেই পরিমাণেই কাশিতেছেন। কাশির বেগটা একটু কমিলে, তিনি বলিলেন,—"শরীরটা অসুস্থ হওয়ায় সকালবেলা আর আস্‌তে পারিনি, তাই বলি এ বেলা যখন একটু ভাল আছি, একবার বেড়িয়ে আসি! তা বাবাজী এই শ্রাদ্ধে তোমরা খুব নাম কিনেছ। সারাগ্রামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। আর না হবেই বা কেন, নলিন-দা' আমাদের কত বড় পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন! তবে তোমরা এতটা অপব্যয় না ক'র্‌লেও

পার্তে। ধর না এখন ত' আর তোমাদের আয় কিছু নেই, ঐ ব্যাঙ্কের টাকাকটির ওপরই নির্ভর। কলসীর জল ঢেলে নিতে আরম্ভ ক'র্লে সে আর কতক্ষণ?"

মাথা নীচু করিয়া অনুপ বলিল,—"ব্যবস্থা সমস্তই মার, এতে আমার কোন হাত ছিল না।"

"সে ত' বটেই, আমি সেই তাঁর কথাই বল্‌ছিলুম।"

বাড়ীর ভিতরে নীরদা হরিশের আগমন-সংবাদ শুনিয়া বিজয়-হাস্ত দমন করিতে পারেন নাই। তিনি তখনই একটা মাটীর রেকাবে কিছু মিষ্টান্ন সাজাইয়া ভৃত্যের হাতে হরিশের জলযোগের জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য রেকাবখানি চক্রবর্ত্তী-খুড়ার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"মা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।"

সর্পাহত ব্যক্তির মত লাফাইয়া উঠিয়া হরিশ বলিলেন,—"বাপরে এ সব কি আমার ছোঁবার যো আছে। আমার যে অম্লপিত্তের ব্যায়রাম!"

এটা যে চক্রবর্ত্তী খুড়ার জলস্পর্শ না করিবার একটা অছিলা মাত্র, বালক অনুপও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। গতকল্য চক্রবর্ত্তীর ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহার মনটা তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কিন্তু তাঁহার উপস্থিতিতে অনুপ অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। এখন আবার তাঁহার এই প্রত্যাখ্যানে মনটা তাহার গত কল্যকার মতই তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে সে কঠিন হইয়া উঠিল। ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ফিরিয়ে নিয়ে যা ওসব, ওঁর শরীর অসুস্থ।"

ভৃত্য ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া অনুপ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"মর্ বেটা, কথা কানে গেল না নাকি? যা নিয়ে যা!"

ভৃত্য আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া মিষ্টান্নের থালা লইয়া চলিয়া গেল। আরও দুই কলিকা তামাক পুড়াইয়া অবশেষে হরিশ গাত্রোত্থান করিলেন।

অনুপ অন্তঃপুরে আসিতেই নীরদা প্রশ্ন করিলেন,—"হরিশ চক্রবর্ত্তী খেলে না কেন রে ?"

বিরক্তচিত্তে অনুপ বলিল,—"কি ক'রে জান্‌ব মা, কি ওর মৎলব ?"

পুত্রের বিরক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নীরদা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"তবু মুখে একটা কিছু বল্লে ত' ?"

"তা বল্লে বই কি !"

"সেইটাই না কি, তাই বল না ?"

"বল্লে তার অম্লপিত্তের ব্যায়রাম, ওসব মুখে দেবার যো নেই। যত সব মিথ্যে কথা। ঘুরিয়ে বলা হ'ল যে, তোমাদের বাড়ী জলস্পর্শও ক'র্‌ব না।"

হাসিয়া নীরদা বলিলেন,—"তাই বুঝি তুই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিস্ ?"

"উঠ্‌ব না ? ওঠ্‌বার কথাই যে মা ! মনে ক'রে দেখদেখি, লোকটা কত বড় পাজী ! কবে বাবার সঙ্গে কি হ'য়েছিল, তাই স্মরণ ক'রে আমাদের এই বিপদের দিনে কি রকম বাগড়াটা দিতে এসেছিল। তুমি না হয় বুদ্ধির জোরে কাজ হাসিল করেছ, কিন্তু তবু ত' ও শত্রুতা সাধ্‌তে কসুর করেনি।"

"পাগল ছেলে ! এ সব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাথা গরম ক'র্‌লে তুই গ্রামে কোন দিন টিক্‌তে পার্‌বি না, তা' তোকে আমি আগে থেকেই বলে রেখে দিচ্ছি।"

"একে তুমি তুচ্ছ ঘটনা বল মা ?"

"তুচ্ছ ঘটনা বই কি! গ্রামে বাস ক'র্‌লে দেখ্‌বি এর চেয়ে কত বড় বড় শত্রুতা লোকে সাধবে. কিন্তু তাকেও দমন ক'রে মাথা উঁচু ক'রে আমাদের দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।"

"এ যে কি পল্লীগ্রাম মা তা' আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। বইয়েতে পড়েছিলুম, বাঙ্‌লা দেশের পল্লীগুলি অনাবিল শান্তিতে পরিপূর্ণ। একটুতে সেখানে সারাগ্রাম বুক দিয়ে এসে সাহায্য করে, কিন্তু এ যা পল্লীগ্রাম দেখ্‌চি এ একেবারে ঠিক উল্টো জিনিষ। এর চেয়ে কোল্‌কেতার সহর যেখানে নীচের তোলার লোক ওপর তোলার লোকের কোন খবর রাখে না, সেও অনেক ভাল। তার কারণ, সেখানে সহানুভূতি পাবার আশা না থাক্‌ এ রকম শত্রুতারও কোন ভয় নেই, এই একটা মস্ত সুবিধে।"

হাসিয়া নীরদা বলিলেন,—"লোকের শত্রুতার ভয়ে ত' স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ফেলে পালাতে পারি না বাবা! তা' হ'লে লোকে আরও বিদ্রূপ ক'র্‌বে—আরও হাততালি দেবে যে!"

"আমি হ'লে সে হাততালি, সে বিদ্রূপ সহ্য করেও আধা কড়িতে ঘর-বাড়ী বেচে ফেলে এখান থেকে সরে পড়্‌তুম। এর বিষাক্ত নিঃশ্বেসে যে দম বন্ধ হ'য়ে যায় মা!"

নীরদা গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন,—"তিনি যখন এইখানেই মাটী নিয়েছেন, তখন আমারও শেষ কটা দিন কোনমতে মাথা গুঁজে এই খানেই কাটাতে হবে, তারপর তোর যেমন ইচ্ছে হয় তাই করিস্‌।"

ইহার পর আর অনুপ একটা কথাও কহিতে পারিল না। অশৌচান্ত হইবার দুই তিন দিন পরেই সে কলিকাতার মেসে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্বের মতই অধ্যয়নে মন দিল। গ্রীষ্মের ছুটী ও পূজার ছুটীতে বৎসরে মাত্র দুইবার করিয়া সে বাড়ী আসিত। বাড়ী আসিয়া বাহিরের কাহারও

সহিত তাহার মিশিবার অবকাশ হইত না। কাজেই দিন গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হরিশের ব্যবহারের কথা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছিল।

এবারে তাহার অবকাশটাও কিছু দীর্ঘতর—তাহার উপর গ্রামে বাহির হইয়াই সর্ব্বপ্রথম হরিশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার পর যে ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে আজ আবার নূতন করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় হরিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

শ্যামের সহিত তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্যামের কন্যার যে অবস্থা দেখিল, তাহাতে তাহারও সমস্ত প্রাণটা হায়! হায়! করিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা এমনি সাংঘাতিক, পীড়া এমনি বক্র পথ ধরিয়াছিল যে, তাহার জীবনের কোন আশাই সে করিতে পারিল না।

রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সে তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিল, তাহার পর শ্যামকে প্রশ্ন করিল,—"কতদিন তোমার মেয়ে এমন ক'রে জ্বরে ভুগ্ছে?"

"তা আজ অবধি প্রায় দশদিন হবে দাদাবাবু! জ্বরের বিরেম নেই একদণ্ডও! যখনই গায়ে হাত দিয়েছি, তখনই দেখেছি, মায়ের আমার গা-গতর যেন পুড়ে যাচ্ছে! তারপর পিপেসা আর মাথার যাতনা!"

"জ্বর বাড়ে কখন্?"

"জ্বর কি একদণ্ডও কমে দাদাবাবু যে বাড়বেক?"

"কমে নিশ্চয়ই। তুমি সেটা ঠাওর ক'র্তে পারনি। তবে হয়ত' একেবারে ছাড়ে না, সামান্য জ্বরের ওপরই আবার জ্বর আসে।"

"তা'হবে, আমি কিন্তু সে সব কিছু বুঝ্তে পারি না।"

রোগিণীকে আর একবার পরীক্ষা করিয়া অনুপ উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামকে বলিল,—"দুটো শিশি ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আমার

সঙ্গে চল, ওষুধ দেব। তারপর স্নান-আহার সেরেই আবার আমি আস্‌ব এখন, জ্বর কতটা কমে কখন বাড়ে সে গুলো জানা দরকার।"

শ্যামের আরও দুইটী কন্যা ছিল। তাহাদের একজনের বয়স দশ বৎসর, অপরের বয়স ছয় বৎসর! কনিষ্ঠ কন্যা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে।"

শ্যাম মধ্যম-কন্যাকে বলিল,—"ভাত রাঁধিস্‌নি সুশী?"

সুশী বলিল,—"তা আমি কি ক'র্‌ব? বাড়ীতে চাল যে বাড়ন্ত; কাল রাত্তিরেই ত' তোমায় বলেছিলুম।"

শ্যাম দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল,—"তবে উপোস্ ক'রে মর্। মুদী আর ধার দেবে না বলেছে। চাল আর আমি কোথা পাব রোজ রোজ? কাজ-কর্ম্ম নেই, বেকার ব'সে তিনটে পেট চ'লে কো'থেকে? তার ওপর ও মেয়েটাও ত' মরে না যে নিশ্চিন্দি হ'য়ে আমি কাজের চেষ্টায় বেরুতে পারি!"

কত ব্যথায় ব্যথিত হইয়া যে শ্যাম পিতা হইয়াও আপনার সন্তানের মৃত্যু-কামনা করিল, তাহা অনুপের বুঝিতে বাকী রহিল না। পকেটে খুঁজিয়া দেখিতে, সে দেখিতে পাইল, মাত্র আট আনা পয়সা পকেটে পড়িয়া আছে। সেই আট আনা শ্যামের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—"এতেই কোন মতে আজকের দিনটা চালিয়ে নাও, তারপর আমি চেষ্টা ক'রে দেখি, কি ক'র্‌তে পারি।"

শ্যাম সজল-নয়নে তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"দাদাবাবু, তুমি মানুষ নও গো দেবতা! দয়া ক'রে আমার রুগ্ন মেয়ের চিকিৎসে ক'র্‌তে এসে আজ আমাদের সপরিবারকে অনাহারের মুখ থেকে বাঁচালে!"

কোন মতে শ্যামের কবল হইতে পা দুইটা মুক্ত করিয়া সে নীচে নামিয়া পড়িল। তাহার পর গমনোদ্যত হইয়া বলিল,—"আমি এগুচ্ছি, তুমি চাল কিনে দিয়ে শিশি নিয়ে এস!"

চোখ মুছিয়া শ্যাম বলিল,—"হ্যাঁ, আমি এই গেলুম বলে দাদাবাবু!"—বলিয়া সেও প্রায় অনুপের পিছনে পিছনেই চাল কিনিতে বাহির হইয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া অনুপ দুই ধারে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর তাহাদের এই গ্রামে বাস, কিন্তু আজ অবধি গ্রামখানাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর অনুপের একবারও হয় নাই। তাই আজ পথ চলিতে চলিতে সে দুই ধারে দেখিতে দেখিতে চলিল; দেখিল, দুই পার্শ্বে বড় বড় আগাছা জঙ্গল করিয়া আছে। মাঝে মাঝে আম কাঁটালের গাছগুলা আপনাদের পত্রবহুল দেহ সগর্ব্বে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারই মাঝে মাঝে দূরে দূরে দুই একখানা শীর্ণ কঙ্কাল-সার চালা-ঘর মাথা উঁচু করিয়া আছে। ডোবা ও মজা পঙ্কিল পুকুরের অভাব নাই। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই হয় পানা আর না হয় ত শুষণী কল্মির লতায় পরিপূর্ণ। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়াতে একটা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। শীর্ণ চালা-ঘরগুলির অধিবাসীগুলি ততোধিক শীর্ণ, স্ফীত-উদর ও অস্থি কয়খানার উপর মাত্র একটা চর্ম্মের আবরণ কোনমতে সবগুলাকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে অনুপের বক্ষের নিম্নতম স্তর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। এই শ্যামলা-স্নিগ্ধা পল্লী-লক্ষ্মীর বর্ত্তমান আকৃতি! হারে বঙ্গপল্লী!

অনুপ যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। জননী এতক্ষণ অবধি পুত্রের পথ চাহিয়াই বসিয়াছিলেন। অনুপ বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই জননী অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখদেখি বাবা, বেলা কি আর আছে?"

মৃদু হাসিয়া অনুপ বলিল,—"কি করি মা, একটু কাজে পড়েই বেলা হ'য়ে গেল।"

"তোর সে কাজ এর পর শুন্‌ব এখন, এখন টপ্‌করে নেয়ে নিয়ে ভাত খাবি আয়। এত বেলা ক'রে খেলে দুদিনেই যে ব্যায়রামে পড়্‌বি বাবা!"

অনুপ বলিল,—"বেলা যা' হবার তা'ত হ'য়েইছে মা, আর একটু দেরী কর, ওষুধটা দিয়ে তবে নাওয়া খাওয়া ক'র্‌ব।"

"ওষুধ দিবি? সে আবার কিরে অনুপ? তুই আবার ডাক্তারী শিখ্‌লি কবে?"

"ডাক্তারী শিখিনি মা, হেতুড়ে হ'য়েছি!"—বলিয়া অনুপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল,—"কোল্‌কেতায় থাক্‌তে নিজের চিকিচ্ছের জন্যে এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর একখানা 'গৃহ-চিকিৎসা' বই কিনেছিলুম। তা'তেই যা একটু শিখেছি।"

"তা ওষুধটা এখন দেওয়া হ'বে কা'কে?"

"শ্যাম ঘোষের মেয়েকে!"—বলিতে বলিতে এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। জননীর দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"গ্রামের কি শোচনীয় অবস্থা মা!"

পুত্রের এই সহসা পরিবর্ত্তনে জননী বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়া পুত্রের বক্তব্য শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনুপ শ্যাম ঘোষের ব্যাপারটা সংক্ষেপে জননীর নিকট অদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিল,—"যে প্রকৃত অপরাধী, সে বুক ফুলিয়ে সমাজের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে একটা কথা বল্‌বার সামর্থ্য কারো নেই। আর শ্যাম অত্যাচারিত হ'য়েও শুধু গরীব ব'লেই আজ যত কিছু অপরাধ তার! ছিঃ ছিঃ, এই সব আমাদের গাঁয়ের মোড়ল— সমাজের মাথা!"

পুত্রের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া নীরদা বলিলেন,— "সমাজ যাকে সাজা দিয়েছে, তুই তার কি ক'র্‌বি অনুপ?"

"কি ক'র্‌ব জিগেস্ ক'র্‌ছ মা? যতটুকু সামর্থ্য, তাকে সাহায্য ক'র্‌ব। এই অত্যাচারের হাত থেকে তা'কে রক্ষে ক'র্‌ব।"

নীরদার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তাই উচিত বটে, কিন্তু তুই ছেলে-মানুষ, পেরে উঠ্‌বি কেন বাবা? আজ যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে একাজে তোকে আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তুম।"

"এখনও তুমি আমায় তাই কর না মা! তোমার কাছে ছেলে-মানুষ হ'লেও এসব বোঝ্‌বার—কর্‌বার কর্ম্মাবার মতন বয়েস্ আমার যথেষ্ট হ'য়েছে। তা'ছাড়া এত ভয়ই বা কা'কে? গ্রামে মানুষ কই? দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার ক'রে যারা বাহাদুরী কেনে,তাদের আমি মানুষ ব'লেই গণ্য করি না—তারা মানুষ-নামের অযোগ্য!"

"ভয় আর কাউকে নয় অনুপ, একমাত্র ভয় হরিশ চক্রবর্ত্তীকে। এই কু'বছর গ্রামে থেকে সবই ত' দেখ্‌ছি! ঐ একটা লোক আছে যার অসাধ্য কাজ নেই।"

"হরিশ চক্রবর্ত্তী ত' সেই বাবার আমল থেকেই পেছু লেগে আছে,

কিন্তু আজ অবধি কিছু ক'র্‌তে পেরেছে কি? তা' যখন পারেনি, তখন তাকেই বা অত ভয় কেন?"

স্নিগ্ধ-হাস্য করিয়া নীরদা বলিলেন,—"ভয় এই জন্যে যে, তোদের মত ছেলে-ছোক্‌রাদের রক্ত গরম—একটা কথাতেই তোরা চটে উঠিস্। হরিশের সঙ্গে যদি কোন দিন তোর কিছু হয় ত' সে অমনি ছাড়্‌বে না, তা'ছাড়া সারা গ্রামখানা তার নামে তটস্থ। একটা কিছু হ'লে, গ্রামের কোন লোক আমাদের সাহায্যের জন্যে একটা আঙুল অবধি ত' তুল্‌বেই না—উপরন্তু কেউ একবার তাকিয়েও দেখ্‌বে না।"

"কিন্তু মা, এই যে দুর্ব্বলের ওপর সবলের পীড়ন, এ দেখেও আমি পারগ—আমি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি হাত গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকি, তাহ'লে ভগবানের কাছে কি এর জন্যে একদিন জবাবদিহি ক'র্‌তে হবে না?"

"তা' যে একেবারেই হবে না, তা' কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? কিন্তু এই যে শ্যামকে সমাজ থেকে শাস্তি দিয়েছে, যে দশ টাকা জরিমানা না দিলে সে তার রুগ্ন মেয়েকে ঘরে রাখ্‌তে পার্‌বে না, এর তুই কি ক'রে কি প্রতিকার ক'র্‌বি বল্‌ত?"

"আপাতক ত' মেয়েটাকে ওষুধ দি। তারপর শ্যামকে বল্‌ব, সে যেন জরিমানা দিতে পার্‌লে না ব'লে তার মেয়েকে এক পাও কোথাও না নড়ায়, দেখাই যাক্ না কি ক'র্‌তে পারে হরিশ চক্রবর্ত্তী! তারপর যদি দেখি যে, অত্যাচারটা বড় বেশী রকম হ'চ্ছে, আর তার গতিরোধ কর্‌বার সামর্থ্য আমাদের নেই তখন না হয় আমরা শ্যামের জরিমানার টাকাটা দিয়ে দেব।"

"যে কাজে হাত দিয়েছিস্ অনুপ, সেটা খুবই ভাল কাজ। দুর্ব্বলকে

রক্ষে কর্‌বার জন্যেই সবলের সৃষ্টি—ভগবানের তাই যখন অভিপ্রায়, আমি তোর মা হ'য়ে তোর সে সৎকাজে বাধা দেব না। কিন্তু প্রত্যেকটী কাজ কর্‌বার আগে সব দিক্ ভেবে তবে হাত দিবি। আমাকেও জিগেস্ ক'রে নিতে ভুলিস্‌নি। এখানের কাণ্ডকারখানা তোর চেয়ে আমি অনেক বেশী দেখ্‌ছি, কাজেই অনেক বিষয়েই তোকে সদুপদেশ দিতে পার্‌ব।"

অনুপ মাতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া বলিল,—"আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন আমার চেষ্টা সফল হয়।"

"আমি ত' আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছিই, তা' ছাড়া ভাল কাজ ক'র্‌লেই ভগবান তার সহায় হন্।"

এই সময় শ্যাম শিশি লইয়া উপস্থিত হওয়ায় মাতা-পুত্রের আলাপে বাধা পড়িল। অনুপ ঔষধ দিবার জন্য ঔষধ আনিতে গেল এবং নীরদা অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

অনুপ অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইটা শিশিতে ঔষধ দিয়া শ্যামের হাতে দিল। তাহার পর কোন্‌টায় কতবারের ঔষধ আছে এবং কোন্ শিশির ঔষধ আগে খাওয়াইতে হইবে, তাহার কতক্ষণ পরে অপর শিশির ঔষধ খাওয়াইতে হইবে ইত্যাদি বিবরণ পুনঃপুনঃ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিল,—"আপাতক তুমি আরম্ভ করগে, তারপর আমি ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরই আবার যাচ্ছি।"

শ্যাম চলিয়া গেলে অনুপ স্নানাহার সারিয়া বিশ্রামের জন্য শয্যায় গা ঢালিয়া দিল।

নীরদার কিন্তু বিশ্রাম করিবার অবকাশ ছিল না। আহার শেষ করিয়াই তিনি পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া সদয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমা তখন রৌদ্রে বসিয়া চুল শুখাইতেছিল। দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যৌবনের বাতাস লাগিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সারা অঙ্গ দিয়া রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। নলিনবাবুর মৃত্যুর পর আর রমার বিবাহের কথা সদয় কিছুদিন অবধি পাড়িতে পারেন নাই। ক্রমে যখন কন্যা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে আসন্ন যৌবনের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, তখন আর সদয় চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিন নীরদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৌদি ব'ল্‌তে ভয় করে, কিন্তু নলিনদা' 'আমায় কথা দিয়েছিলেন যে, অনুপের সঙ্গে আমার রমার বিয়ে দেবেন।"

নীরদা বলিয়াছিলেন,—"এতে আর ভয় কি ঠাকুরপো, কর্ত্তার যে বরাবরই সেই ইচ্ছে ছিল, তা আমিও জানি। আমি যখন বেঁচে আছি, তখন কর্ত্তার ইচ্ছে মতই কাজ ক'র্‌ব, তা তুমি নিশ্চয় জেনো। তবে কিনা ছেলে এখনও লেখাপড়া ক'র্‌ছে। লেখাপড়ার সময় বিয়ে দিয়ে ছেলের পড়াশুনোর ক্ষেতি করাটা কর্ত্তাও একেবারে পছন্দ ক'র্‌তেন না, আর অনুপও এসময় বিয়ে ক'র্‌তে একেবারেই রাজী নয়।"

"তা ত' বুঝ্‌লুম বৌদি', কিন্তু তা বলেত' মেয়ের বয়েস আট্‌কাবে না। এগারো পেরিয়ে রমা বারোয় পড়েছে, কিন্তু দেখ্‌লে তাকে একটা মাগী বলেই মনে হয়। আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত বড় মেয়ে অনূঢ় থাকা যে কত বড় অপরাধের কথা, তা ত' তুমি জান না বৌদি'! আমার চৌদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি যে, সমাজপতিরা এখনও আমায় এই অপরাধে একঘরে করেন নি। কিন্তু বেশী দিন যে এভাবে চ'লবে, তা ত' মনে হয় না বৌদি'!"

"তুমি অত ভাব্‌ছ কেন ঠাকুর-পো! কর্ত্তা নিজে যখন বাক্‌দান

ক'রে গেছেন, তখন তোমার রমার বিয়ে হ'য়েই গেছে মনে ক'র না। শুধু লোকাচারটা বাকী—তা সে ত' যেদিন হোক্ ক'র্‌লেই হ'ল।"

একথার পর আর সদয় বেশী কিছু বলিবার সাহস পান নাই। আশান্বিত অন্তরে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন।

আজ নীরদা যখন সদয়ের বাটী আসিলেন, তখন রমার মা দাওয়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিল এবং ঘরের ভিতর সদয়ের নাসিকা গর্জ্জন দেড় ক্রোশ দূর হইতেও স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। রমাই একমাত্র প্রাণী, বাটীর মধ্যে জাগিয়াছিল। দুইজন অপরিচিত রমণীকে তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমে সে বিস্মিত হইয়াছিল। তিন চার বৎসর নীরদার সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হওয়ায় প্রথমটা সে তাঁহাকে চিনিয়াই উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যই একটু থতমত খাইয়া সে প্রশ্ন করিল,— "আপনারা—"

পরক্ষণেই সে নীরদাকে চিনিতে পারিয়া আপনার ব্যবহারের লজ্জায় আপনি লাল হইয়া উঠিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল,—"ও জ্যাঠাই মা যে!"

পরক্ষণেই সে নিদ্রিতা জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিয়া দুইবার ঝাঁকুনী দিয়া চাপা গলায় বলিল,—"ওমা—মা, শীগিগ্‌র ওঠ, জ্যাঠাই মা এসেছেন।"

তন্দ্রাজড়িত চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিয়া আগন্তুকদিগের দিকে চাহিয়া রমার-মা বলিলেন,—"কে?"

পরক্ষণেই নীরদাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—"কি সৌভাগ্য, দিদি যে! ওলো রমা, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? একটা মাদুর-টাদুর কিছু পেতে দে তোর জ্যাঠাই-মাকে!"

মাদুর আনিতে রমা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নীরদা বলিল,—"অত ব্যস্ত হবার দরকার কি বৌ! তোমরা দুপুর-বেলা ঘুমোও জান্‌লে বিকেলেই আস্‌তুম, এখন এসে মিছি মিছি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত কর্‌লুম।"

এই সময় রমা একখানা মাদুর আনিয়া দাওয়ার উপর বিছাইয়া দিল। নীরদা মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন, পরিচারিকা তাঁহার নিকটেই মাটীতে বসিল।

নীরদার কথার উত্তরে রমার-মা বলিল,—"বিলক্ষণ দিদি, তুমি আস্‌বে তার আবার সময় অসময় কি? এ ত আমাদের সৌভাগ্য!"

নীরদা সে কথাটাকে চাপা দিবার উদ্দেশে বলিলেন,—"রমা বুঝি দুপুর-বেলা ঘুমোয় না?"

রমার-মা বলিলেন,—"ঘুমোয় বই কি! আজ নেয়েছে কিনা, তাই চুল শুকুতে বসে ছিল, আজ আর ঘুমুতে পায় নি। তা ভগবান্ যা করেন ভালর জন্যেই। ও না জেগে থাকৃলে আমরা ঘুমুচ্ছি দেখে তুমি হয়ত ফিরেই যেতে।"

হাসিয়া নীরদা বলিলেন,—"সে কথা বড় মিছে নয়।"

"তবেই দেখনা দিদি, ভাগ্যিস্ রমা জেগে ছিল, তাই ত' তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এদিকে ত' পায়ের ধুলো দাও না কখনও!"

"শুধু এদিকে বলে নয়, আমি বাড়ী থেকেই বড় একটা বেরুই না। আজ কাজ পড়েছে ব'লেই বেরিয়েছি।"

"এমন কি কাজ পড়েছে দিদি যে তোমায় নিজেকে ছুটে আস্‌তে হ'ল? ঝিয়ের মুখে একটা খবর পাঠালে আমিই গিয়ে দেখা ক'রে আস্‌তুম।"

"তাতে আর কি হ'য়েছে বউ? যাক্ আমি যে কথা ব'ল্‌তে এসেছি তাই বলি।"

রমার-মা উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নীরদা বলিতে লাগিলেন,—"এতদিন পরে অনুপকে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী ক'রেছি, এখন তোমরা তাড়াতাড়ি বিয়ের উদ্‌যুগ-পত্র ক'রে দুহাত এক ক'রে দাও, আমিও নিশ্চিন্দি হই, তোমরাও নিশ্চিন্দি হও বউ!"

"সে ত' আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা দিদি। আমরা তোমার কাছে বাক্‌দত্ত হ'য়ে রয়েছি, এখন ভাল ভালয়, তোমার জিনিষ তোমার পায়ে ফেলে দিতে পার্‌লেই বাঁচি।"

বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রমার সুন্দর গণ্ড দুইটা সিঁদুরে আমের মতই টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। সেস্থানে বসিয়া থাকা আর কোন মতেই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। অস্ফুট-স্বরে—"জ্যাঠাই-মার জন্যে পান সেজে আনি!"—বলিয়া সে সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল।

তাহার উঠিয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণটা নীরদার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মুখ টিপিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ব'ল্‌ছিলুম কি, কাজটা যত শীগ্‌গির হ'য়ে যায়, ততই ভাল। তোমাদেরও মেয়ে ডাগর হ'য়েছে, আমারও ছেলের আজ মত হ'য়েছে, আবার দেরী হ'লে হয় ত' মত বদ্‌লেও যেতে পারে। ছেলে-বয়েস কিনা, সব কাজই তারা খেয়ালের বশে করে। আর আমিও কিছু উপযুক্ত ছেলের বে তার নিজের অমতে জবরদস্তি ক'রে দিতে পার্‌ব না।"

"তা আর কি ক'রে দেবে? তোমারও ত' আর দশটা নয় পাঁচটা নয় ঐ একটী মাত্র সন্তান—শিবরাত্রের সল্‌তে—তার অমতে কি আর কিছু করা যায়!"

"চৈত্রমাসের আর পাঁচটা দিন বাকী আছে মাত্র। আমার ইচ্ছে বোশেখ মাসের পাঁচুই ছঁউইএর মধ্যে বিয়েটা শেষ ক'রে ফেলা।"

"এত শীগ্‌গির সব ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ব কি ?"

"কোর্‌তে আর এমন বিশেষ কি হবে বউ ? কর্ত্তার হুকুম ছিল, একটী হত্যাদি দক্ষিণে নিয়ে তিনি রমাকে পুত্রবধূ ক'র্‌বেন, সুতরাং অনুপ আমার একমাত্র সন্তান হ'লেও আমি তাঁর অমতে কোন কাজ ক'র্‌তে পার্‌ব না !"

কৃতজ্ঞতায় রমার মাতার উভয়চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—"এ তোমাদেরই উপযুক্ত কথা দিদি। আমাদেরও এমন সামর্থ্য নেই যে, তার চেয়ে বেশী কিছু দিই ! তা না হ'লে সাতটা নয় পাঁচটা নয় রমাও ত' আমার একমাত্র সন্তান ! আমাদেরই কি অসাধ যে তাকে কিছু না দিই !"

"তার জন্যে তোমাদের কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হবার ত' দরকার নেই বউ। নেই, দেবে না—থাকৃত দিতে, ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। আমিও ত' আর তোমাদের কাছে হত্যাকিটীর বেশী আর কিছু চাচ্ছি না !"

"সেইটেই ত' আমাদের মস্ত ভরসার কথা দিদি ! তা' না হ'লে বামন হ'য়ে আমরা চাঁদে হাত দেবার আশা ক'র্‌ব কোন্ সাহসে ? বট্‌ঠাকুর নাকি কথা দিয়েছিলেন, সেই জন্যেই না আমরা সাহস ক'রে তোমার কাছে সে কথা পাড়্‌তে পেরেছিলুম—তা' না হ'লে আমাদের এত কি সাহস যে তোমাদের ঘরে মেয়ে দেবার আশা ক'র্‌ব ?"

"কেন বউ, মেয়েও ত' তোমার ফেল্‌না নয় ! রূপে গুণে মা যেন আমার লক্ষ্মী প্রতিমাটী ! তাই দেখেই না কর্ত্তা আজ চার বছর আগে থেকে কথা দিয়ে রেখেছিলেন ! কুটুমের টাকা নিয়ে আজ অবধি কেউই বড়লোক হয়নি—"আর হবেও না কেউ, শুধু নাম খারাপ করা বই ত' নয় !"

"আমার ভয় হচ্ছে দিদি, আমাদের মত হাবাতের কপালে শেষ পর্য্যন্ত এত সৌভাগ্য সহ্য হবে কি ? মেয়ের গুণের কথা যা বল্লে, সে কথা একা তোমরাই ব'ল্‌তে পার ; আমরা মেয়ের মা-বাপ হ'য়ে আর কোন লজ্জায় নিজের মেয়ের রূপ-গুণের কথা ঢাকপিটে বেড়াব ?"

"তোমার এ ভয় নিতান্তই মিথ্যে। কারণ ছেলের যখন বাপ নেই, আমিই তার একমাত্র অভিভাবক, তখন আর তোমাদের ভয়টা কিসের। আমিই ত' নিজে মুখে তোমাদের ব'লে যাচ্ছি যে শুধু একটী হত্তুকী দক্ষিণে দিয়ে তোমরা কন্যাদান ক'র।"

"তাই হ'বে দিদি তাই হ'বে। তোমাদের এ দয়ার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাক্‌বে। এ যে কত বড় দায় থেকে তুমি আমাদের রেহাই দিচ্ছ, তা' ভাষায় প্রকাশ ক'রে বল্‌বার নয়! তা' একটী কথা কি বল্‌ছিলুম, ছেলে-মেয়ের ঠিকুজি দু'খানা একবার মিলিয়ে দেখে তবে এ কাজ ক'র্‌লে ভাল হ'ত না ?"

হাস্য করিয়া নীরদা বলিলেন,—"ও বউ, তুমি বুঝি সে খবরটাও রাখ না ? সে যে বহুদিন পূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে। কর্ত্তা নিজেও ওসব দেখ্‌তে শুন্‌তে জান্‌তেন, তা' ছাড়া দু'খানা কুষ্টিরই রাশি চক্রের নকল পাঠিয়ে কাশীর একজন বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে মিলিয়ে আনা হ'য়েছিল। তিনি বলেছিলেন, মিল এত সুন্দর হ'য়েছে যে, একে রাজজোটক বলা চলে।"

অপ্রস্তুত হইয়া রমার মা বলিলেন,—"আমি এ কথা জান্‌তুম না দিদি। এ যদি হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত' আর কথাই নেই। এখন মা মঙ্গল-চণ্ডীর কৃপায় দু'হাত এক ক'র্‌তে পার্‌লেই বাঁচি।"

"অমন সুন্দর মিল হ'য়েছে দেখেই ত' কর্ত্তা অনুপের সঙ্গে রমার

বিয়ের পাকা কথা দিয়ে গেছ্‌লেন। মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও তিনি আমায় বার বার ক'রে বলেছিলেন, দেখো অনুপের মা, ব্রাহ্মণকে আমি যে কথা দিয়েছি তা' যেন রক্ষে হয়। টাকার লোভে অন্য জায়গায় ছেলের বে দিয়ে যেন আমায় পাতকের ভাগী ক'র না। কি ব'ল্‌ব বউ, তাঁর সে কথাগুলো এখনও আমি যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি!"—বলিতে বলিতে নীরদার উভয় গণ্ড প্রবাহিত হইয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

রমার মা আনন্দের আতিশয্যে এমনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে নীরদার কথায় একটা কিছু বলিবার মত উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

নীরদা অঞ্চল প্রান্তে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো এখন ঘুমুচ্ছে, তাকে আর জাগিয়ে কাজ নেই। উঠলে আমার নাম ক'রে ব'ল, আজই পুরুত মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের, পাকা দেখার, গায়ে হলুদের দিন তিনটে যেন স্থির ক'রে আজই রাত্তিরের ভেতর আমায় জানিয়ে আসে। কেননা, আমাকেও ত' সব যোগাড় যন্তর ক'রে ফেল্‌তে হ'বে এরই মধ্যে! আমার বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই ব'লেই ঠাকুরপোর ওপর এ ভারটা বাধ্য হ'য়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

"তা আমি ব'ল্‌ব দিদি। আর এ ত' আমাদেরই বেশী গরজ। আর তাই যদি না হ'ত, তা হ'লেও তোমরা আমাদের এতবড় দায় থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছ, আর আমরা তোমার এই সামান্য কাজটুকু ক'র্‌তে পার্‌ব না!"

এই সময় রমা একটা ডিবায় করিয়া চারিটী পান আনিয়া নীরদার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"জ্যাঠাই মা, পান খান!"

রমার মা বলিল,—"কই লা, তুই তোর জ্যাঠাই মাকে প্রণাম ক'র্‌লি না?"

আপনার এই ভুলের জন্য মনে মনে যথেষ্ট লজ্জিত হইয়া রমা তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নীরদার পদরজ লইয়া জিহ্বায় ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া উঠিতেই, নীরদা সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটায় চুমা খাইয়া বলিলেন,—"রাজরাজেশ্বরী হও মা!"

তাহার পর রমার প্রদত্ত পান দুইটা মুখে পুরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"বেলা পড়ে এল, আমি তা হ'লে এখন চল্লুম বউ!"

রমার মা বলিলেন,—"আর একটু ব'স্‌লেই ওঁর সঙ্গে দেখা হ'ত দিদি, তা হ'লে তুমি নিজেই সব কথা ব'লে যেতে পার্‌তে।"

"না বউ, বাড়ীতে কেউ নেই, অনুপ জল খেতে এসে ফিরে গেলে আজ আর তার জল খাওয়াই হবে না।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

[৪]

বেলা প্রায় তিনটার সময় অনুপ পুনরায় শ্যামের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যাম তখন সবেমাত্র আহার শেষ করিয়া গামছা দিয়া গা হাতের ঘামগুলা মুছিতেছিল। তাহার ছোট-মেয়েটা দাওয়ার উপর মাটীতে পড়িয়াই নিদ্রা যাইতেছিল এবং মেঝ-মেয়ে রুগ্নার পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

অনুপকে দেখিয়াই শ্যাম নিম্নকণ্ঠে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া একখানা চ্যাটাই দাওয়ার উপর বিছাইয়া দিয়া বলিল—"আসুন দাদাবাবু, এইখানে একটু বসুন, ঘরের ভেতর বড্ড গরম।"

শ্যামের প্রদত্ত চ্যাটাইয়ে বসিয়া অনুপ প্রশ্ন করিল,—"ওষুধ কবার খাওয়ান হ'ল?"

তিনবার খাইয়েছি দাদাবাবু, তারপরই মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ যে আজ কতদিন পরে ঘুমিয়েছে দাদাবাবু, তা আমার স্মরণও হয় না।"

"ঘুমিয়ে যখন পড়েছে তখন আর তাড়াতাড়ি ক'রে তাকে জাগিয়ে ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই। ঘুম যখন আপনি ভাঙ্‌বে, তখন আবার ওষুধ দেবে।"

"য্যাজ্ঞে দাদাবাবু! আমিও সেই কথা ভেবেই আর ওকে ডাকিনি। তা না হ'লে এতক্ষণ আর একবার ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে।"

"ডাকনি ভালই করেছ। ওকে খেতে দিচ্ছ কি?"

"কি আর খেতে দেব দাদাবাবু? মেয়েটা দুনিয়ার কোন জিনিষ খেতে চায় না, শুধু জল আর জল! পরশু দিন দুপুর-বেলা দুটী ভাত

খেতে চেয়েছিল। ভাত দিলুম, তাই কি ছাই খেতে পার্‌লে, গোনা ছুটী গাল ভাত খেয়েছিল।”

অনুপ শিহরিয়া উঠিল,—“কি সর্ব্বনাশ! এত জ্বরের ওপর ভাত! অমন কাজ কখনও ক’রনা শ্যাম, তা হ’লে হাজার চিকিৎসা হ’লেও তোমার মেয়েকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারা যাবে না।”

হতবুদ্ধি শ্যাম বলিল,—“আমাদের পাড়াগাঁয়ে ত’ দাদাবাবু এ আকছার হয়। রেতের বেলা জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, দিনের বেলা সেই ব্যেক্তিই নেয়ে ভাত খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।”

“হ্যাঁ তা হয় বটে, কিন্তু তার ফলও নিজের চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছ। পেট জোড়া পিলে লিভার—অস্থি পঞ্জর সি সি ক’র্‌ছে, কোনমতে একখানা পাতলা চামড়া তার দেহটাকে খাড়া ক’রে রেখেছে—সে চামড়াও আবার এত পাতলা যে শরীরের প্রত্যেক শিরটী অবধি দেখা যায়।”

“তা ত’ দেখ্‌তে পাচ্ছি দাদাবাবু!”

“তবেই বুঝে দেখ, এই নাওয়া ভাত-খাওয়ার ফলটা কি? তারপর পিলে লিভারের কৃপায় প্রতি একাদশী থেকে আমাবস্তে বা পুর্ণিমে অবধি জ্বর তাদের লেগেই আছে!”

“সে কথাও বড় মিথ্যে নয় দাদাবাবু!”

“তবেই ভেবে দেখ, যে মানুষের শরীর এমনি রোগের ঘর হ’য়ে রইল, তার জীবনে সুখশান্তিই বা থাক্‌ল কোথায়, আর তার কাজ ক’র্‌বার ক্ষমতাই বা থাক্‌ল কোথায়?”

“আমরা ছোট লোক দাদাবাবু, অত শত কথা ভেবে কাজ কর্‌বার আমাদের বুদ্ধিই বা কোথায় আর সে শক্তিই বা পাব কোথায়?”

“শুধু তোমাদের কথা কেন শ্যাম, আজ আমি বাড়ী ফের্‌বার সময়

পথের দু'ধারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম—দেখ্‌লুম ইতর ভদ্দর সবারই ঐ এক দশা। লোকে দেখ্‌ছে—ঠেক্‌ছে প্রতি হাত, তবু যে তাদের চৈতন্য হয় না, এইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা ব'লে আমার মনে হ'চ্ছে।"

"চিরকেলে ধারা কি না দাদাবাবু ?"

"চিরকেলে ধারা ব'লে এর কুফল দেখেও একে লোকে সমানে ক'রে যাবে, এ যে বড় তাজ্জবের কথা !"

"কি জানেন দাদাবাবু, বাপ-পিতোমো থেকে যা লোকে ক'রে আস্‌ছে, সেটা যে তাদের অস্থি-মজ্জাগত হ'য়ে গেছে, কাজেই ছাড়্‌তে পারে না ! পৈত্রিক অভ্যাস কিনা দাদাবাবু !"—বলিয়া আপনার রসিকতায় শ্যাম আপনি হাসিয়া উঠিল।

অনুপ এ কথায় হাসিতে ত' পারিলই না, উপরন্তু তাহার দেহের মধ্যে যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। কত বড় বোকা এই লোকগুলা, যাহারা জানিয়া শুনিয়া আপনাদের মরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়! কেহ সাবধান করিতে আসিলে, এই কথা লইয়াই আবার রসিকতা করে। যেন মস্ত বড় একটা পৌরুষের কাজ সে করিতেছে, এমনি তাহার মনের ভাবটা !

প্রত্যুত্তরে অনুপ বলিল,—"আমাদের বাপ-পিতোমো যদি একটা ভুল কাজ ক'রে গিয়ে থাকেন, তবে তার অপকারীতার কথা জেনে শুনেও শুধু বাপ-পিতোমো ক'রে গেছেন, এই কথা মনকে প্রবোধ দিয়ে সেই ভুল কাজই ক'র্‌তে হবে ? বাপ-পিতোমো যা করেন নি এমনও ত' অনেক কাজ তোমরা ক'র্‌ছ শ্যাম। কই তার বেলা ত' বাপ-পিতোমো করেন নি, সুতরাং আমরাও ক'র্‌ব না ব'লে হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌ছ না ? তবে এই শরীর-পাতের বেলাই শুধু বাপ-পিতোমোর দোহাই দিচ্ছ কেন ?"

শ্যাম অনুপের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অনেক ভাবিয়াও সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, বাপ-পিতামহের কোন্ অননুষ্ঠিত কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া অনুপ একথা বলিল?

বিরক্ত-মুখে কিয়ৎক্ষণ অবধি চুপ করিয়া থাকিয়া অনুপ পুনরায় বলিল,—"এখন অন্ততঃ আমার চিকিৎসায় তোমার মেয়ে যে ক'দিন থাক্‌বে, সে ক'দিনের জন্যে তোমার এ পৈতৃক-অভ্যাসটা ছাড়্‌তে হবে। এত জ্বরের ওপর ভাত যদি খাওয়াও, তা হ'লে আমি ত' আমি, স্বয়ং ধন্বন্তরীরও সাধ্যি নেই যে তোমার মেয়েকে সারিয়ে তোলে।"

অতি মাত্রায় কিন্তু হইয়া গিয়া শ্যাম প্রশ্ন করিল,—কিন্তু খেতে ত' কিছু না কিছু দিতেই হবে?"

"তা হবে বইকি! না খেয়ে আর মানুষ ক'দিন বেঁচে থাক্‌তে পারে?"

"তবে কি খেতে দেব?"

"জ্বরের যা পত্যি। মুড়ি, খই, জল সাগু, মিছরি এই সব দেবে।"

"য্যাজ্ঞে তাই দেব।"

এই সময় রোগিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ক্ষীণ-কণ্ঠে সে ডাকিল,—"বাবা!"

শ্যাম লাফাইয়া উঠিল,—"দাদাবাবু, মেয়েটা জেগে উঠেছে। আর একবার ওষুধ দি?"

"হ্যাঁ তা দেবে বই কি!"—বলিয়া শ্যামের সঙ্গে অনুপও কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রোগিণী পিতাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা বড় তেষ্টা, একটু জল দাও!"

অনুপ শ্যামকে প্রশ্ন করিল,—"সারাদিনের মধ্যে কি খেতে দিয়েছ আজ ?"

"কিছু না। শুধু আজ কেন দাদাবাবু কাল থেকে শুধু জল খেয়েই আছে, আর দুনিয়ার কোন জিনিষ দাঁতে কাটেনি।"

"কি সর্ব্বনাশ তোমরা মেয়েটাকে এম্নি ক'রে না খেতে দিয়েই মেরে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি। এখন এক কাজ ক'র, জল আর দিও না, শুধু ওষুধ-টুকু খাইয়ে চট্ ক'রে একটু জল-সাগু তৈরী কর।"

শ্যাম কন্যাকে ঔষধ খাওয়াইল। তাহার পর অনুপের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত-স্বরে বলিল,—"সাবু ত' নেই দাদাবাবু !"

অনুপ বলিল,—"ঘরে না থাকে দোকানে ত আছে। কিনেই নিয়ে এস না হয় !"

শ্যাম আরও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"কিন্তু পয়সা কোথায় পাব দাদাবাবু ?"

"সকালে যে আট আনা দিয়ে গেছ্‌লুম, তার কি সবই খরচ হ'য়ে গেছে ?" মাথা নাড়িয়া শ্যাম জানাইল—সমস্ত !

অনুপ এজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া শ্যামের হাতে দিয়া বলিল,—"চার পয়সার সাগু কিনে আন, বাকী পয়সা রেখে দাও, কালকের খরচ চ'ল্‌বে।"

শ্যাম আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যত হইবামাত্র, অনুপ কতকটা রূঢ়-স্বরেই বলিয়া উঠিল,—"ওসব পরে ক'র্‌লেও চ'ল্‌বে এখন, যা ক'র্‌তে বল্লুম তাই ক'র আগে।"

শ্যাম আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া সাগু কিনিতে দোকানে চলিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—অনুপের

প্রাণটা কত বড়! তাহাদের জমিদার বাবুও ত' রহিয়াছেন—তিনি ত' অনুপের অপেক্ষা অনেক বেশী বড়লোক, কিন্তু তিনি ত' কই কখনও একটা পয়সাও কাহাকেও দান করেন না! অনুপ আর্থিক সঙ্গতিতে তাঁহার অপেক্ষা হীন হইলেও, মানুষ হিসাবে কত বড়—কত উদার!

শ্যাম চলিয়া গেলে অনুপ আর একবার রোগিণীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিয়া তাহার নাড়ী টিপিতে লাগিল। ঠিক এই সময় সেই কক্ষের দ্বারের নিকট হরিশ চক্রবর্ত্তীর চিরপরিচিত মুখখানা দেখা গেল।

অনুপের সহিত তাঁহার চোখচোখি হইবামাত্র, চক্রবর্ত্তী একবার চকিত-দৃষ্টিতে কক্ষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন। কক্ষের মধ্যে তখন রোগিণী এবং অনুপ ভিন্ন আর তৃতীয় প্রাণীটী ছিল না। শ্যামের মধ্যম ও কনিষ্ঠ কন্যা উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া কাদার বড়ি দিয়া খেলা-ঘরের ঘর-কন্নার কাজ করিতেছিল।

একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া হরিশ বলিলেন,—"বাবাজী যে এখানে?"

"কি করি খুড়ো, অবস্থা বিপাকে পড়ে আস্‌তে হ'য়েছে",—রুগ্নার হাতখানা তখনও অনুপ ধরিয়াছিল।

"বেশ, বেশ, আস্‌বে বই কি! তা শ্যাম গেল কোথায়?"

"দোকানে সাগু কিন্‌তে গেছে।"

"বটে! তবে আর কি হবে?"—বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইতেই অনুপ বলিয়া উঠিল,—"চল্লেন যে খুড়ো? একটু বসুন না সে এই এল বলে!"

বিজ্ঞের মত হাসি হাসিয়া কাঁচায় পাকায় চুল শুদ্ধ মাথাটা আন্দোলন করিয়া হরিশ বলিলেন,—"একটা গাঁয়ের মোড়ল হওয়া কি অমনি যা তা কথা হ্যা বাবাজী? মাথার ওপর কাজ আমার থৈ থৈ ক'র্‌ছে।

তোমাদের মত দু'দণ্ড ব'সে আমোদ প্রমোদ ক'র্‌বার আমার অবসরই নেই মোটে!"—বলিয়া হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই একটা বাঁক ঘুরিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই শ্যাম সাগু লইয়া ফিরিয়া আসিল। অনুপ প্রশ্ন করিল,—"সাবু তৈরী ক'র্‌তে পার্‌বে ত' শ্যাম?"

"বোধ হয়, ঠিক ক'রে ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

"আচ্ছা তুমি উনুনটা জ্বাল, একবার ক'রে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।"

অনুপের কথা মত শ্যাম উনান জ্বালিয়া কড়া ও একটা হাতা আনিয়া দিল। অনুপ তখন পাকা রাঁধুনীর মত উনানের নিকট বসিয়া সাগু প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সাগু প্রস্তুত হইলে, উনান হইতে কড়া নামাইয়া তাহাতে সামান্য মিশ্রি মিশাইয়া দিল। তাহার পর সেই সাগুর খানিকটা শীঘ্র করিয়া সে রুগ্নাকে পান করাইল। ইহাতে রোগিণীর পিপাসারও নিবৃত্তি হইল, সঙ্গে সঙ্গে পেটে চাপ পড়ায় সে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

তাহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া শ্যাম ও অনুপ পুনরায় বাহিরে আসিয়া বসিল। এতক্ষণ কর্ম্মের উৎসাহে হরিশের কথাটা তাহার মনেই ছিল না। এখন কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় সে কথাটা তাহার মনে পড়িল।

"হ্যাঁ ভাল কথা শ্যাম, তুমি যখন দোকানে গেছ্‌লে সেই সময় খুড়ো এসে তোমায় খুঁজছিলেন।"

শ্যাম চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"কে খুঁজছিল?"

"চক্রবর্ত্তী খুড়ো। আমি বল্লুম একটু বসুন না খুড়ো, শ্যাম দোকানে

গেছে এই এল বলে। খুড়ো তাতে রাজী হ'লেন না, বল্লেন কাজ তাঁর অনেক, বস্‌বার সময় নেই।"

শ্যাম একটাও কথা কহিল না। তাহার সমস্ত মুখখানা সহসা শবের মত পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। অনুপ প্রথমটা তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে দেখিতেছিল, গাছের আড়াল দিয়া সূর্য্যদেব কেমন ধীরে ধীরে দিক্ চক্রবালের মধ্যে নামিয়া যাইতেছিল। সহসা কি একটা কথা বলিবার জন্য সে শ্যামের দিকে চাহিতেই তাহার এই পরিবর্ত্তনটা অনুপের চোখে ধরা পড়িয়া গেল। পরন্তু রৌদ্রের একটা রশ্মি-রেখা আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়ায় মুখখানা তাহার আরও বিভৎস দেখাইতেছিল।

অনুপ কতকটা ভয় পাইয়াই তাহাকে ডাকিল,—"শ্যাম!"

গভীর চিন্তার মাঝখানে অনুপের ডাকে, তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। চমকিয়া সে উত্তর করিল,—"আমায় কিছু ব'ল্‌ছেন কি দাদাবাবু?"

"হ্যাঁ, তোমার কি কিছু অসুখ বিসুখ করেছে?"

বিস্মিত হইয়া শ্যাম বলিল,—"কই না কিছু ত' টের পাচ্ছি না।"

"তবে তোমার মুখ-খানা হঠাৎ অমন মড়ার মতন হ'য়ে গেল কেন?"

"ওঃ!"—বলিয়া শ্যাম একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অনুপ পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"কই বল্লে না ত'?"

"আমি একটু অন্য কথা ভাব্‌ছিলুম দাদাবাবু। হঠাৎ খুড়ো-মশায় কেন এ গরীবের কুঁড়েয় পা দিয়েছিলেন, বুঝ্‌তে পেরেছেন কি?"

"তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? তবে বোধ হয়, তোমার মেয়েকে দেখ্‌তে এসেছিলেন।"

"হ্যাঁ, দেখ্‌তেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন আছে তা' দেখ্‌তে আসেন নি।"

গভীর বিস্ময়-ভরে অনুপ বলিল,—"তবে ?"

"দেখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁর স'কালের আদেশ মত ঐ মরণাপন্ন রুগীকে তাড়িয়ে দিয়েছি কি ঘরে রেখেছি।"—বলিয়া সে আবার একটু ক্ষীণ বিষাদের হাসি হাসিল।

অনুপ কিয়ৎক্ষণ অবধি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তাহার একথাটা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না যে, মানুষ এত নীচ প্রকৃতির হইতে পারে। একটা গ্রামের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে, তাহার মনটা যে কত বড় হওয়া উচিত, তাহা সে কতকটা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্যই আজ এই পল্লী-মোড়লকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এত সঙ্কীর্ণ যাহার মন, এত ক্ষুদ্র যাহার হৃদয়, সে ব্যক্তি গ্রামের আপামর সাধারণের উপর কেমন করিয়া আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার ক'রে, তাহা সে মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কথাটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার সহসা মনে হইল, শ্যামের ত' বুঝিবার ভুল হইয়া থাকিতে পারে, সত্যই হয়ত' খুড়া শ্যামের রুগ্না কন্যার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিলেন। শ্যাম হয়ত' আপনার বুদ্ধির দোষে তাঁহার সেই শুভেচ্ছাটাকে এমনি কলঙ্কিত করিয়া দেখিতেছে! কথাটা মনে হইতেই তাহার ব্যথিত হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল। শ্যামকে সে বলিল,—"না না শ্যাম, তাকি কখনও হ'তে পারে? খুড়ো মানুষ ত'! মানুষ হ'লে তিনি এত বড় অত্যাচার কখনই ক'র্‌তে পার্‌বেন না।"

শ্যাম তেমনি মলিন-হাস্য করিয়া বলিল,—"দাদাবাবু, আমার কথা সত্যি কিনা, দু'এক দিনের ভেতরই আপনি স্পষ্ট জান্‌তে পার্‌বেন।

আপনি গ্রামে নতুন এসেছেন তাই এখনও এর হাল-চাল কিছুমাত্রও জানতে পারেন নি। খুড়ো-মশায় আমাদের যে কি ধাতের লোক তা' বেশী দিন নয়, একটী সপ্তা গ্রামে থাক্‌লেই বেশ ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই গ্রামে সেই স্তাংটো-বেলা থেকে আজ চুল পাকিয়ে ফেল্‌লুম। জান্‌তে ত' আমার কিছু বাকী নেই! সব বেটা-বেটীকেই আমি হাড়-হদ্দ চিনি! তা' না হ'লে আমার ছেলের বইসি আপনি আপনার পা জড়িয়ে ধ'রে অমন ক'রে আমি চোখের জল ফেল্‌তুম না, ওবেলা। এই একটী দিনেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এ গ্রামের লোকের তুলনায় আপনি ঠাকুর-দেবতার চেয়েও বড়। গ্রামে ত' অবস্থাপন্ন লোকও দু'চার ঘর রয়েছেন—তাঁরা টাকা নিয়ে শুধু আমাদের মত নিঃস্ব লোকেদের কাছে তেজারতি করেন। একবার তাঁদের কাছে ধার ক'র্‌লে—তা' পাঁচ টাকাই কে জানে, আর পঞ্চাশ টাকাই কে জানে—জীবনে আর সে ধার শোধ দিয়ে উঠ্‌তে পারা যায় না। অবশেষে ঋণের দায়ে ঘড়-বাড়ী এমন কি বাস্তু ভিটেটুকু অবধি তাঁদের মুখে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে এসে পথে দাঁড়াতে হয়। একটা পয়সা দান খয়রাত করা ত' দূরে থাক্, আমাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা শুন্‌লে তাঁরা এমনি হাসিটা হাস্‌তে আরম্ভ করেন, যেন দুনিয়ায় এত বড় মজা আর কখনও হয়নি বা হবে না। তা' তাঁরা হাস্‌বেন না কেন বলুন না, হাত পাত্‌তে গেলেই তাঁরা জানেন, তা'তে তাঁদের লাভ ভিন্ন ক্ষেতি নেই। দান হিসেবে ত' আর একটী পয়সা বের ক'র্‌তে হবে না......"

শুনিতে শুনিতে অনুপের সর্ব্ব শরীর যেন কিসের জ্বালায় নিস্‌পিস্ করিতে লাগিল, বাধা দিয়া সে শ্যামকে বলিল,—"থাক্ শ্যাম, আর ওসব কথা শুনে লাভ কি ?"

"না দাদাবাবু, আপনি খুড়ো-মশায়ের প্রাণের বহরের কথা তুল্লেন কিনা, তাই কথাগুলো আমি না ব'লে থাকৃতে পারলুম না। ঐ খুড়ো-মশায়টীই সবার সেরা লোক দাদাবাবু। একা তেজারতিতেই যে উনি কত লোককে পথে দাঁড় করিয়েছেন, তা' বলা যায় না, তারপর ত' সামাজিক শাসনের ছুতো আছে।"

অনুপের কথাগুলা শুনিতে প্রাণের মধ্যে যথেষ্ট বেদনাও অনুভূত হইতেছিল, অথচ পল্লীবাসীর এই চিরদিনের দুঃখ-কাহিনী সে না শুনিয়াও পারিতেছিল না। এমন সময়ে শ্যামের রুগ্না-কন্যার স্বর তাহাকে এ কাহিনীর হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। অনুপ ও শ্যাম একই সঙ্গে ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল।

রোগিণী বলিল,—"মাথার বড় যাতনা হ'চ্ছে বাবা!"

শ্যাম কন্যার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। অনুপ পুনরায় তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে বসিল। এবার তাহার মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকারে কক্ষের মধ্যে বসিয়া শ্যাম অনুপের মুখের এ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। পাইলে বোধ হয়, তাহার পিতৃ-হৃদয়ে উৎকণ্ঠার সীমা থাকিত না।

কিয়ৎক্ষণ অবধি রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার কষ্ট সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া অবশেষে অনুপ উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামকে বলিল,—"তোমার মেয়েদের এখানে বসিয়ে, তুমি শিশি দুটো নিয়ে আমার সঙ্গে চল, ওষুধ বদলে দিতে হবে।"

শ্যাম ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া মধ্যমা-কন্যাকে রোগিণীর শিয়রে বসাইয়া বলিল,—"তুই একটু তোর দিদির মাথাটা টিপে দে,

আমি দাদাবাবুর সঙ্গে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসি। যাব আর আস্‌ব, আমার দেরী হবে না।"

শ্যাম ও অনুপ পথে বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী পৌছিয়া অনুপ ঔষধ দুইটা বদলাইয়া দিল। সেই সঙ্গে খানিকটা অডিকলন দিয়া কি ভাবে মাথায় জলপটি দিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিল। উপসংহারে বলিল,—"রাত্তিরে আর যাব না, কাল সকালেই আবার আমি যাব। কিচ্ছু ভয় পেয়ো না, তোমার মেয়ে সেরে উঠ্‌বে।"

তাহার পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই নীরদা স্নেহের অনুযোগের স্বরে বলিলেন,—"সারা বিকেলটা এক ফোঁটা জলও ত' পেটে যায়নি, এখন আর দেরী করিস্‌নি খেতে বোস্‌।"

জননীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনুপকে তখনই আহার করিয়া লইতে হইল। আহার শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া সবেমাত্র সে একখানা ইংরাজী উপন্যাস খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল,—"দাদাবাবু বাড়ী আছ গা ?"

দ্বার খুলিতেই অনুপ দেখিল, জনৈক মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কথা হইতে অনুপ বুঝিল যে তাহার বাড়ী পাশের গ্রামে। তাহার একটী দ্বাদশ-বর্ষীয় পুত্রের আজ বৈকাল হইতে ভেদ-বমি হইতেছে। গ্রামের একমাত্র কবিরাজ অতদূরে আসিতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং অনুপকে একবার দয়া করিয়া পায়ের ধুলা দিতেই হইবে।

[৫]

নীরদার অনুজ্ঞা মত সদয় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি ডাকিলেন,—"বৌদি আছেন ?"

তাঁহার গলা শুনিয়াই আগন্তুক যে সদয়, নীরদার সে কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তখন পুত্রের জন্য কয়েকটা বাছা বাছা তরকারী ভাবিয়া চিন্তিয়া রাঁধিতেছিলেন। কবে সে কোন তরকারীটা খাইয়া ভাল বলিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ তরকারী বাল্যকাল হইতে সে অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিত, সেই সব তরকারীর নামগুলা ভাল করিয়া মনে করিয়া তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া কয়টা তরকারী রাঁধিতে-ছিলেন। এরূপ সময়ে দ্বার প্রান্ত হইতে সদয়ের ডাক আসিল। জ্বলন্ত-উনানের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল প্রান্তটা মাথার উপর টানিয়া তুলিয়া দিয়া তিনি রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া দ্বারের দিকে আসিতে আসিতে প্রশ্ন করিলেন—"কে, সদয় ঠাকুর-পো বুঝি ?"

দ্বারপ্রান্ত হইতে সদয় উত্তর দিল,—"হ্যাঁ, বৌদি আপনি পুরুত মশায়ের কাছে দিন দেখে আজই নাকি খবর দিতে ব'লেছিলেন, তাই এখুনি এলুম।"

"তা' বেশ ক'রেছ ঠাকুর-পো, পুরুত-মশায় কি বল্লেন ?"

"৩রা, ৫ই, ৭ই পর পর এই তিনটে দিনই ভাল আছে। বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তারপর কালই একটা ভাল দিন আছে।"

উৎফুল্ল হইয়া নীরদা বলিলেন,—"কালই তা' হ'লে পাকা দেখা আর গায়ে হলুদটা সেরে নেওয়া যাক্।"

ঈষৎ চিন্তিত হইয়া সদয় বলিল,—"কালই দুটো কাজ শেষ ক'র্‌তে চান্?"

"হ্যাঁ ঠাকুর-পো, আমার এ তাড়াতাড়ি ক'র্‌বার একটু কারণ আছে।"

কারণটা কি ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া সদয় তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

নীরদা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"ছেলে আমার একটু খামখেয়ালী ধরণের—উঠ্‌তি বয়েস একে, তার ওপর সহরে থাকে, কাজেই এটা হওয়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে তাকে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী ক'রেছি। বিয়ে কি সে ক'র্‌তে চায় ঠাকুর-পো! বলে এম্-এ-টা পাশ ক'রে তবে! কত যে চোখের জল ফেলে—কত যে মান-অভিমান ক'রে তাকে বিয়ের রাজী ক'রেছি, তা' আর তোমায় কি ব'ল্‌ব! সেই জন্যেই আমি তাড়াতাড়ি ক'র্‌ছি। দেরী হ'লে কি জানি যদি সে আবার গর্‌রাজী হয়! মেয়েও ত' তোমার ডাগর হ'য়েছে ঠাকুর-পো!"

"তা বটে। কিন্তু কাল আশীর্ব্বাদ আর গায়ে হলুদ দুটো একসঙ্গে ক'র্‌লে ঘটাঘটি ত' কিছু ক'র্‌তে পার্‌বেন না। উদ্‌যোগ আয়োজনের ত' মোটেই সময় নেই!"

"তা' না থাক্ ঠাকুর-পো, কালই কিন্তু এ দুটো আমাদের শেষ ক'রে নিতেই হবে যেমন ক'রে হ'ক্। তারপর বিয়েটা ৩রাই হোক্ আর ৫ই হোক্ দিয়ে দিলেই হবে।"

"বিয়েটা তা' হ'লে পাঁচুই ঠিক্ করুন। আমার মেয়ের বিয়ে, সুতরাং

যোগাড়টা আমাকেই সব আগে ক'র্‌তে হবে, কাজেই দু'দিন সময়ের দরকার।"

"বেশ, বিয়েটা না হয় ৫ই হবে। কাল কিন্তু সকালাই তুমি ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে। তারপরই আমি গিয়ে মেয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেই গায়ে হলুদের আয়োজন ক'র্‌ব।"

"বেশ, তাই হবে!"—বলিয়া সদয় চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে অনুপের ফিরিতে বেশ একটু রাত্রি হইয়াছিল। নীরদা কিন্তু পুত্রের ফিরিয়া না আসা অবধি জাগিয়াই বসিয়াছিলেন। অনুপ ফিরিতেই তিনি বলিলেন,—"হ্যা দেখ্ অনুপ, কাল সকালে উঠেই যে তোর রুগী দেখ্‌তে ছুটবি, তা' কিছুতেই হবে না।"

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিয়া অনুপ বলিল,—"কেন মা?"

"কাল তোর পাকা-দেখা আর গায়ে হলুদ দুই-ই!"

মহাবিস্ময়ে অনুপ বলিল,—"বল কি মা? এই ত' আজ সকালে মোটে বিয়ের কথা হ'য়েছে, এর মধ্যেই তুমি এতদূর এগিয়ে পড়্‌লে কি ক'রে? মেয়েই বা ঠিক্ ক'র্‌লে কখন—দেখ্‌লেই বা কখন,—কখনই বা তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা ক'র্‌লে আর কখনই বা ঠিকুজি-কুষ্টির মিল ক'র্‌লে, আমি ত' ভেবেই পাচ্ছি না কিছু।"

"ওরে পাগল, অত সব কি আমায় ক'র্‌তে হ'য়েছে? কর্ত্তা যে ওসবের অধিকাংশ কাজই ক'রে রেখে গেছ্‌লেন। তা'তেই ত' আমি এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক্-ঠাক্ ক'র্‌তে পেরেছি, তা' না হ'লে কি হ'ত?"

হাসিয়া অনুপ বলিল,—"ও, তা' হ'লে আমার জন্যে মেয়ে আগে থেকেই জিয়োনো ছিল বল?"

"তা' ছিলই ত' ! কর্ত্তাই ত' আজ চার বছর আগে কথা দিয়ে রেখে-ছিলেন। তাঁর অমতে কি আমি কাজ ক'র্‌তে পারি ?"

"তা' ভাল। আচ্ছা মা, মেয়েটী কার ?"

"সদয় মুখুয্যের। দিব্যি সুন্দর মেয়ে। বিয়ে হ'লে দেখ্‌বি, মা যেন আমার ঠিক্ লক্ষ্মী-প্রতিমাটী !"

সদয় মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়া তাহার যেন আচ্ছা আচ্ছা মনে হইল, বৎসর কয়েক পূর্ব্বে সে মায়ের নিকট এ সম্বন্ধে এই রকমই কি যেন একটা আভাষ পাইয়াছিল, কিন্তু তখন সে সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই।

পুত্রকে নীরব দেখিয়া নীরদা মনে করিলেন, মেয়ে পছন্দ সম্বন্ধে পুত্রের বোধ হয় কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু ঠিক্ সাহস করিয়া সে, সে-কথাটা বলিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই তিনি বলিলেন,—"মেয়ে যদি নিজে দেখেই পছন্দ ক'র্‌তে চাস্, তা' হ'লে না হয় কাল বাদে পরশু তুই নিজে গিয়েই মেয়ে দেখে আসিস্।"

মাথাটা নীচু করিয়া অনুপ বলিল,—"আমি কি তোমার তেমনি ছেলে মা ? বাবা নিজে যাকে পছন্দ ক'রে বাক্‌দান ক'রে গেছেন—তুমি দেখে যাকে ভাল ব'লেছ, তাকে আবার আমি নিজে দেখ্‌তে যাব ? কেন আমার চোখটা কি তোমাদের চেয়ে এতই সরেশ্ ?—না তোমরা আমার মা-বাপ হ'য়ে আমায় একটা যার তার সঙ্গে বিয়ে দেবে ? না মা, আমি দেখ্‌তে যাব না।"

"তবু একবার নিজে দেখে এলে ভাল হ'ত অনুপ—আমার আর ভবিষ্যতে তা' হ'লে কথা শোন্‌বার ভয় থাকৃত' না।"

"না মা, আর আমায় ওকথা ব'ল না। বাবা নিজে যাকে বাক্‌দান

ক'রে গেছেন, সে যদি হতকুচ্ছিতও হয়, তা' হ'লেও আমি দ্বিধামাত্র না ক'রে তাকেই বিয়ে ক'র্‌ব, তা' তুমি নিশ্চয় জেনো। আমার জন্তে যে বাবার কথার খেলাপ হবে, এ আমি কোন মতে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

"তোর কথা শুনে যে কতদূর তৃপ্ত হ'লাম, অনুপ তা' আমি তোকে ব'লে বোঝাতে পার্‌ব না। আশীর্ব্বাদ করি, বিয়ে ক'রে দু'জনে মনের সুখে থাক্। স্বর্গ থেকে তোর কথা শুনে আমার মত তিনিও তোদের আশীর্ব্বাদই ক'র্‌বেন, এ কথাও আমি তোকে নিশ্চয় ব'ল্‌ছি অনুপ!"—বলিতে বলিতে তাঁহার উভয় গণ্ড প্রবাহিত হইয়া দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া অনুপ মুখ তুলিয়া জননীকে ডাকিল,—"মা!"

তাহার স্বর গাঢ়। কি যে একটা কিছু সে বলিবে, তাহা তাহার সম্বোধনের ভঙ্গিতেই নীরদা বুঝিতে পারিলেন। কথাটা বুঝিয়া তাঁহার মনে একটু উৎকণ্ঠাও যে না জাগিল, এমন কথা বলা যায় না।—"কি রে অনুপ?"

"আমি ব'ল্‌ছিলুম কি মা, বাবা যখন বাক্‌দান ক'রে গেছেন, তখন আমার জন্যে ত' মেয়ে জিয়োনই আছে। আর আমিও তোমায় কথা দিচ্ছি, সে মেয়ে দেখ্‌তে যেমনই হোক্, তাকেই আমি বিয়ে ক'র্‌ব; কিন্তু দু'চার দিন পরে এই বিয়ের ব্যাপারটা আরম্ভ হ'লে হ'ত না? হাতে এখন আমার অনেক কাজ—ফুরসৎ একেবারেই নেই আমার!"

স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে জননী বলিলেন,—"না বাবা, দেরী করা একেবারেই চল্‌বে না।"—তাঁহার স্বর স্নেহ-কোমল হইলেও বলিবার ভঙ্গিতে সেটা বেশ দৃঢ়তারই পরিচয় দিল। অন্ততঃ অনুপের তাহাই মনে হইয়াছিল।

বিস্মিত হইয়া অনুপ প্রশ্ন করিল,—"কেন মা ?"

"তার কারণ, তোমার পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তে গিয়ে মেয়ে তাদের খুবই ডাগর হ'য়ে উঠেছে। পাড়াগাঁয়ে অত বড় মেয়ে আইবড় রাখার অপরাধ বড় কম নয়। আমাদের জন্যে যে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ একঘরে হ'য়ে থাক্‌বে, এ আমি কোনমতেই প্রাণ ধ'রে সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আর তা'ছাড়া যে কাজের জন্যে তুই বিয়ে পেছুতে ব'লেছিস্, সে কাজ আর দু'দিন থাক্‌লেই দেখ্‌তে পাবি, দিনের সঙ্গে সঙ্গে না কোমে উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। আজকাল পল্লীগ্রামে যে দুর্দ্দশা হ'য়েছে, তা'তে কোন কর্ম্মী এসে যদি প্রকৃত অন্তরের সঙ্গে কাজ ক'র্‌তে চায় ত' সে দেখ্‌তে পাবে, কত কাজ তার ক'র্‌বার রয়েছে। একা সব কাজ তাকে ক'র্‌তে হ'লে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হবে তাকে। সেই জন্যেই ব'ল্‌ছি, আমি ভদ্দর লোককে যা কথা দিয়েছি, সে কথার খেলাপ ক'রে তোর ত' কোন লাভই হবে না, মাঝে থেকে আমাকেই শুধু লজ্জা দেওয়া হবে। এই কাজের মাঝ থেকেই অবসর ক'রে নিয়ে বিয়েটা তোকে ক'রে ফেল্‌তে হ'বে বাবা, এতে তুই আর অমত করিস্‌নি অনুপ। বল্, অমত ক'র্‌বি না ?"

অনুপ ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তোমার কাছে এ প্রতিশ্রুতি ক'র্‌বার আগে আমি আর একটা কথা জান্‌তে চাই মা। সেই কথাটার সুমীমাংসা হ'য়ে গেলেই আমি তোমায় নিশ্চিন্ত মনে কথা দিতে পার্‌ব।"

পুত্রের ভূমিকা শুনিয়া জননী বিস্মিত ত' হইলেনই উপরন্তু মনে মনে তাঁহার বেশ একটু উদ্বেগও হইল। বাহিরে কিন্তু এ দুইটী মনোভাবের কোনটাই প্রকাশ না করিয়া তিনি শুধু বলিলেন,—"কি কথা জান্‌তে চাস্ বল্ ?

ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুপ বলিল,—"আমি জান্‌তে চাই মা, 'কন্যা-পক্ষের কাছ থেকে তোমার ছেলের কি দাম নিচ্ছ ?"

পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া জননীও তেমনি মৃদু-হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সে দামও কর্ত্তাই ঠিক ক'রে রেখে গেছ্‌লেন, আমি তার চেয়ে একটী পয়সাও বেশী চাইনি।"

অনুপের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল,—"কত মা ?"

"একটী হত্তুকী !"

অনুপ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বলিল,—"আর আমার বিয়ের কিছুমাত্রও আপত্তি নেই মা, তুমি যেমন যেমন ব'ল্‌বে, আমি ঠিক তাই-ই ক'র্‌ব।"

"বেঁচে থাক্ বাবা, তোর কথা শুনে আমার একটা দুর্ভাবনা জুটে গেছল। এখন নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমুতে পার্‌ব।"

অনুপ আর দ্বিতীয় বাক্য-ব্যয় না করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পিতামাতা যে কন্যা-পক্ষকে অহেতুক পীড়া দিয়া অর্থের জন্য জিদ্ করেন নাই, এই কথাটাই তাহার সমস্ত মনের মধ্যে একটা আনন্দের লহর তুলিয়া দিয়াছিল।

পরদিন সকালবেলা উঠিয়াই অনুপ বাহিরে যাইতে পারিল না। জননীর অনুজ্ঞা-মত তাহাকে পাকা-দেখা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সদয় নীরদার অনুজ্ঞা-মত খুব সকালেই পাকা-দেখা শেষ করিয়া লইলেন। সঙ্গে তাঁহার আর একজন গ্রামের মুরুব্বী আসিয়াছিল। নীরদা কিন্তু অত সকালেও তাঁহাদের জলযোগ না করাইয়া ছাড়িলেন না।

বেলা প্রায় আট্‌টার সময় বাড়ী হইতে ছুটী পাইয়া অনুপ শ্যামের

বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া সে শ্যামকে দেখিতে পাইল না। দেখিল তাহার মধ্যম কন্যা রোগিণীর নিকট বসিয়া আছে এবং কনিষ্ঠ কন্যা উঠানে ধূলা কাদা মাখিয়া খেলা করিতেছে।

অনুপ একেবারে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিয়া তাহার শীর্ণ হাত-খানা তুলিয়া লইয়া তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে করিতে শিয়রে উপবিষ্টা শ্যামের মধ্যম-কন্যাকে প্রশ্ন করিল,—"তোমার বাবা কোথায় খুকী!"

"বাবাকে খুড়ো-মশায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই সে সেখানে গেছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ হ'ল সে গেছে। তখনও রদ্দুর ওঠেনি। বাবা আমায় বল্লে দিদির কাছে ব'স্তে। আর আপনি এলে পরে আপনাকেও একটু ব'স্তে ব'লে গেছে—বাবা শীগ্গিরই ফির্বে ব'লেছিল।"

এত সকালে খুড়া-মহাশয় যে কেন শ্যামকে তলব করিয়াছেন, তাহা অনুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। গতকল্য খুড়ার তাহার বাড়ীতে আসা সম্বন্ধে শ্যাম যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, আজিকার এই এত সকালে ডাকিয়া পাঠাইতে দেখিয়া অনুপের সে কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার উপর একখানা এতবড় গ্রামের শাসনের ভার, সে ব্যক্তি যে কেমন করিয়া এত হীন প্রকৃতির হইতে পারে, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও অনুপ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

জননী তাহাকে দশটার মধ্যে বাড়ী ফিরিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপারটা কি না জানিয়া সে কোন মতেই ফিরিতে পারিল না।

যে কথা ভাবিয়া কোন মীমাংসাই সে করিতে পারিবে না, অনর্থক

সে কথা ভাবিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া অনুপ রোগিণীকে রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অবধি নানা প্রশ্ন করিয়া সে এই কথাটী বুঝিতে পারিল যে, গত রাত্রে অডিকোলন দিয়া মাথায় জলপটি দেওয়ায় অনেকক্ষণ অবধি সে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর শ্যাম ফিরিয়া আসিল। অনুপ দেখিল যে শ্যামের চোখ দুইটা ক্রন্দনের আবেগে লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মুখখানা ঠিক আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতই গুরু-গম্ভীর! ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অনুপ প্রশ্ন করিল,—"খবর কি শ্যাম? এত সকালেই যে তোমার তলব হ'য়েছিল?"

"বলেন কেন দাদাবাবু? কালই ত' আপনাকে ব'লেছিলুম যে চক্রবর্ত্তীর মতন ধাড়ী শয়তান আমাদের গাঁয়ে আর দুটী নেই, আকার ওর মানুষের মত হ'লে কি হয় দাদাবাবু, গায়ে ওর একটুক্‌রোও মানুষের চামড়া নেই, চোখেরও পরদা নেই এতটুকু!"

ব্যাপার কি না বুঝিয়া অনুপ বলিল,—"কি হ'য়েছে তাই বল না শ্যাম—সকালবেলা ব্রাহ্মণের অখ্যাতি গাইতে ব'স্‌লে কেন?"

"ওঃ, শালা আমার ব্রাহ্মণ! চামার দাদাবাবু চামার! কি তার চেয়েও যদি কোন ছোট জাত থাকে ত' ও তাই!"

"ব্যাপার কি? হঠাৎ কি তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি শ্যাম?"

"ক্ষেপে যাবারই যে কথা দাদাবাবু! ব্যাপার আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই জরিমানার দশটা টাকা ওঁদের আজই চাই! আমি এদিকে আমার কুচো-কাচা মেয়েগুলোর—হ্যাঁ, ভাল কথা দাদাবাবু মেয়ে ত' আমার মর্‌তেই বসেছে, আপনি আজ থেকে আর এখানে আস্‌বেন না।"

ঘটনাটা মোটেই বুঝিতে না পারিয়া অনুপ শ্যামের কথা শুনিয়া গভীর বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যাম তাহার এই বিস্ময়-ভাব দেখিয়া পুনরায় বলিল,—"আপনি যে দয়া ক'রে আমার ভাঙা কুঁড়েয় পা দিয়ে আমার মরণাপন্ন মেয়েকে সারিয়ে তোল্‌বার প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্‌ছেন, তা ত' আমি দেখ্‌তেই পাচ্ছি, আর ভগবান্ জানেন তার জন্যে আপনার কাছে আমি কতদূর কৃতজ্ঞ। কিন্তু তা' ব'লে ত' আমার নিজের দিক্ চেয়ে আপনার সর্ব্বনাশ ত' আমি ক'র্‌তে পারি না।"

গভীরতর বিস্ময়ে অনুপ বলিল,—"সে আবার কি?"

"তবে আর ব'ল্‌ছিলুম কি? সাধে কি আর গয়লা হ'য়ে আমি সকাল-বেলাই বামুনকে গাল পাড়্‌তে ব'সেছিলুম?"

সহসা অনুপ শ্যামের দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"শ্যাম, কি হ'য়েছে, আগাগোড়া আমায় বল।"

শ্যাম বলিল,—"সে সব কথা মনে ক'র্‌লেও পাপ হয় দাদাবাবু, তবে কি আর ক'র্‌ব, আপনি যখন শুন্‌তে চাচ্ছেন, তখন কাজেকাজেই ব'ল্‌তে হবে।"—বলিয়া সে অনুপের নিকট বসিয়া গলার স্বর যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া বলিতে লাগিল,—"সকালে উঠেই দেখি চক্রবর্ত্তীর উড়ে-চাকরটা দোর্-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। তা'কে দেখেই ত' আমার আত্মা-পুরুষ শুকিয়ে উঠ্‌ল। জিগ্‌গেস্ ক'র্‌লুম,—কি রে, এত সকালেই যে!"

উড়েটা ব'ল্লে,—"বাবু তেমাকে ডাকুচি। চঞ্চল যাতি হব।"

"তবু একবার জিগেস্ ক'র্‌লুম,—বলি এখ্যুনি?"

"উড়েটা ঘাড় নেড়ে ব'ল্লে,—'হ'!"

"আমি ত' গেলুম। যেতেই চক্রবর্ত্তী ব'ল্লে,—'হ্যাঁরে ব্যাটা, কাল যে তোকে ব'ল্লুম, দশ টাকা জরিমানা না দিলে মেয়ে ঘরে রাখ্‌তে পার্‌বি না, তা' সে কথাটা কি গ্রাহ্যি হ'ল না।' "

"আমি খুড়োর পায়ে ধরে ব'ল্লুম,—'খুড়ো-মশায়, এ যাত্রায় আমায় রেহাই দিন্। আমার হাতে এমন পয়সাটী অবধি নেই যে, মেয়ে দুটোকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দি বা রুগীর জন্যে দু'পয়সার সাবু মিশ্রি কিনি। দশ টাকা আমি কোথা থেকে পাব? কাল অনুপ দাদাবাবু দয়া ক'রে ভিক্ষে না দিলে বাড়ী শুদ্ধু সবাইকে উপোস্ ক'রে থাকৃতে হ'ত!' "

হেসে চক্রবর্ত্তী ব'ল্লে,—"হুঁ, ভিক্ষে বইকি রে ব্যাটা! আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চরি, না? কাল এক মুহূর্ত্তের জন্যে তোর বাড়ী গিয়েই সব বুঝে এসেছি।"

"আমি ত' তাজ্জব। জিগেস্ ক'র্‌লুম,—'কি দেখে এলে খুড়ো-মশায়?' "

ধমক দিয়ে খুড়ো ব'ল্লে,—"ব্যাটা আমার ন্যাকা, কিচ্ছু জানে না।"

"আমি আরও বেকুব ব'নে গিয়ে ব'ল্লুম,—'সত্যিই আমি কিছু জানি না, খুড়ো-মশায়!' "

"আবার একটা ধমক দিয়ে খুড়ো ব'ল্লে,—'কেন তোর বড় মেয়ে ত' বিছানায় পড়ে পড়েই রোজগার ক'র্‌ছে। অনুপ যে তোকে পয়সা দিয়েছিল, সে কি শুধু শুধু নাকি? না, তুই-ই তাকে শুধু হাতে তোর মেয়ের বিছানায় বসিয়ে রেখে দোকানে গিয়ে রাস্তা চাপা পড়েছিলি? দেখ্‌রে শ্যাম, আমরা এই এতটা বয়েস অবধি নাকি অনেক কিছুই দেখেছি, তাই শিকারী বেরালের গোঁফ দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি। আমাদের চোখ থেকে ছাপিয়ে রাখ্‌তে পারে, এমন লোক দেখি না!

যাক্ সে কথা, এখন ভাল চাস্ ত' আমার পরামর্শ শোন্। তুই না পারিস্ তোর মেয়েকে দিয়েই এই দশটা টাকা অনুপের কাছ থেকে আদায় ক'রে সমাজকে দিয়ে যা। তা' না হ'লে ভিটের মায়া কাটাতে হবে, তা' আগে থেকেই ব'লে রাখ্লুম।"

অনুপ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

[৬]

অনুপ যতটুকু শুনিয়াছিল, তাহার অধিক শুনিবার ধৈর্য্যও তাহার ছিল না, আর চেষ্টা করিয়া শুনিতেও সে পারিল না। সেই জন্যই একটা কথাও না বলিয়া সে শ্যামের বাটী হইতে বাহির হইয়া বরাবর আপনার বাটীর পথে চলিল। বুকের মধ্যে তখন তাহার কে যেন চাবুক মারিতেছিল। সারা পথটা সে শুধু চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিল, চক্রবর্ত্তী খুড়া কাল আসিয়া সেই এক মুহূর্ত্তে এমন কি দেখিয়া গিয়াছেন, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আজ তিনি শ্যামের নিকট তাহার নামে এমন একটা বীভৎস কলঙ্ক দৃঢ়তার সহিত চাপাইয়া দিলেন? শ্যামের কথাগুলা শুনিবার পর অনুপ এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোন কিছু স্থির হইয়া ভাবা তখন তাহার পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তবুও কিন্তু সে তাহার উৎক্ষিপ্ত মনকে কতকটা সংযত করিয়া এই কথাটাই বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার মনে পড়িল, চক্রবর্ত্তী খুড়া গতদিন যখন শ্যামের দাওয়ার উপর আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন সে রুগ্নার হাতখানা ধরিয়া তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতেছিল এবং তখন সেই সন্ধ্যার আবছায়া-ভরা কক্ষে আর দ্বিতীয় প্রাণীটী ছিল না।

এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আরও একটা কথা মনে পড়িল যে, গতকল্য খুড়া যখন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফ-বিবর্জ্জিত-ওষ্ঠে সে যেন বিদ্যুতের চকিৎ বিকাশের মতই একটা হাসির ঝলক দেখিতে পাইয়াছিল। সে হাসিটার যে কোন

উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, তখন অনুপের এ সন্দেহটা একেবারেই মনের কোণে জাগিয়া উঠে নাই; কিন্তু শ্যামের কথাগুলা শুনিবার পর এখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কোন ঘৃণ্য, হীন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাল হরিশ অমন করিয়া হাসিয়াছিলেন।

কথাটা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষের জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। যে গ্রামের লোকের মন—বিশেষ করিয়া যাহারা গাঁয়ের মোড়ল—দেশের মাথা, তাহাদের মন এত ঘৃণ্যভাবে—এমন নীচতায় পূর্ণ, সে গ্রামে কাহারই কোন সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যে শুধুই অনুচিত, তাহা নহে; অনুপের মনে হইল, এসব স্থলে উপকার করিবার চেষ্টা করাও মহাপাতকের সামিল।

কাল রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া অনুপ স্থির করিয়াছিল, শ্যামের যে দশ টাকা সামাজিক জরিমানা হইয়াছে, তাহা অত্যাচারের নামান্তর হইলেও শুধু সমাজের মান রক্ষার জন্য তাহার দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং যেহেতু শ্যামের এখন সিকি পয়সারও সঙ্গতি নাই, সেই জন্যই, যদি সমাজপতিরা এই টাকাটার জন্য শ্যামকে অত্যন্ত পীড়াপিড়ি করেন, তবে সেই নিজে শ্যামের হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে চাঁদা সাধিয়া ফিরিবে এবং এ উপায়েও যদি টাকাটা সংগ্রহ না হয়, তবে অনুপ নিজেই পকেট হইতে এই দশটা টাকা সমাজপতিদের নিকট দিয়া আসিবে। আজ কিন্তু শ্যামের কথা শুনিবার পর তাহার মনে হইল, যে হাতে সে এই দশটা টাকা দান করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল সেই হাতটাই যেন সমাজপতিরা নিষ্ঠুরভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে। এখন আর অনুপের কোন লোককে একটা আধলা পয়সা অবধি দান করিবার স্পৃহা ছিল না। মনটা এই আঘাতে তাহার এমনই গরম হইয়া উঠিয়া-

ছিল। তাহার এখন কেবলই মনে হইতেছিল এই যে, সে পল্লীগ্রামের লোকেদের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহাতে সে যে শুধুই অন্যায় করিয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু, যেন একটা মহা গর্হিত পাপানুষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার পল্লীবাসীদের উপরে এমনি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

এমনি অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতই মনের অবস্থা লইয়া সে বাটীর সদর দ্বার পার হইতেই যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার অন্তরের বিপ্লব পুলকে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে শুধু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই নবাগতের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণধন তাহার ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কিরে অনুপ! হঠাৎ কি ভূত দেখে ফেলেছিস্ নাকি? অমন ক'রে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

এতক্ষণে অনুপের বাঙ্নিষ্পত্তি হইল। সে বলিল,—"সত্যি মামাবাবু, আপনাকে যে আজ এমন সময় এখানে দেখ্‌ব, তা আমি একেবারেই আশা করিনি। তাই প্রথমটা ভূত দেখার মতই খুব বেশী রকম আশ্চয্যি হ'য়ে গেছলুম। মা যেন আমার ভোজবাজী ক'র্‌ছেন!"

"কেন?"—সহাস্যমুখে কিরণ প্রশ্ন করিলেন।

"নয় ত' কি মামাবাবু? এই দেখুন না, কাল বেলা ন'টা দশটার সময় মার সঙ্গে বিয়ের কথা হ'য়েছে, রাত্তিরে এসে শুন্‌লুম, আজই আমার পাকা-দেখা এবং গায়ে হলুদ! অর্থাৎ বিয়ের প্রায় অর্দ্ধেক কাজই মিটে রইল। তারপর আজ সকালে আমি বেলা আটটার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু মা আমার ঘুণাক্ষরেও জানান্ নি যে, আপনি আস্‌বেন।

বাড়ী ফিরে দেখি, সাম্‌নেই আপনি! আচ্ছা আপনিই বলুন ত' এ সব দেখে শুনে ব্যাপারটার আগাগোড়া ভোজবাজী ব'লে মনে হয় কি না?"

অনুপের রকম দেখিয়া কিরণ না হাসিয়া পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অবধি হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"কিন্তু যার বে তার সাড় নেই, আর পাড়াপড়সীর ঘুম নেই, তোর যে তাই হ'য়েছে অনুপ! জানিস্, আজ তোর গায়ে হলুদ। তোর গায়ে হলুদ হ'য়ে এখান থেকে হলুদ গেলে তবে মেয়ের গায়ে হলুদ হবে, আর তুই কোন্ আক্কেলে বেলা এগারোটার সময় আজ বাড়ী ফির্‌লি বল্ দেখি? তুই কি সেই কচি মেয়েটাকে বেলা দু'টো অবধি টাঙিয়ে রাখ্‌তে চাস্ নাকি? এর পর কখনই বা তোর গায়ে হলুদ হ'বে, আর কখনই বা মেয়ের বাড়ী হলুদ যাবে বল্ ত'? দিদি ত' আমায় ব'ল্‌ছিলেন তোকে ডেকে আন্‌তে। গ্রামের তোদের পথ-ঘাটই চিনি না আমি, আমি যে তোকে কোথায় খুঁজ্‌তে যাব তাত' ভেবেই পাচ্ছিলুম না, এমন সময় তুই এসে হাজির হ'লি।"

মাতুল যে তাহার কেন এতগুলা কথা কহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুপ সহাস্যে বলিল,—"যেতে ত' আপনাকে হয় নি মামাবাবু, তবে আর অত রাগ কেন? একটু কাজে প'ড়েই আমার দেরী হ'য়ে গেছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বাড়ীর ভেতর চ'! যদি বা বেলা বারোটায় বাড়ীতে পদার্পণ ক'র্‌লেন ত' আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প ক'রে ১টা বাজান আর কি?"—বলিয়া কিরণ অগ্রে অগ্রে এবং তাঁহার পশ্চাতে অনুপ গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নীরদা গাত্র-হরিদ্রার সব কিছুই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনুপ বাটীতে পদার্পণ করিবার পর পনেরো মিনিটের মধ্যেই পরামাণিক তৈল ও হরিদ্রা লইয়া কন্যার বাড়ী চলিয়া গেল।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও অনুপ আহারাদির পর বিশ্রামের জন্য আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা ঢালিয়া দিল, কিন্তু আজ সে শয্যায় শয়ন করিয়াও কোনমতে স্বস্তি পাইল না। বেলা প্রায় দুইটার সময় অনুপের মনে হইল যেন বাড়ীটা জনশূন্য হইয়াছে। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল;—দেখিল, তাহার অনুমান মিথ্যা নহে, বাড়ীতে তখন জনপ্রাণীরও অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। অনুপের অনুমান হইল, জননী তাহার আহারাদি শেষ করিয়া আপনার কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে সে মাতার শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, সত্যই তিনি একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও নিদ্রা যান নাই।

অনুপ অপরাধীর ন্যায় সঙ্কুচিত পদে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িল।

সহসা এভাবে পুত্রকে আসিয়া বসিতে দেখিয়া নীরদার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বিস্ময়-ভরে প্রশ্ন করিলেন,—"কি রে অনুপ!"

প্রত্যুত্তরে অনুপ মাত্র একবার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া সে বলিল,—"মা......" আর কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার উভয় গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া মাটীতে ঝরিয়া পড়িল। সকালবেলা সে যে আঘাতটা নীরবে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিল, এখন সেই আঘাতটাই স্নেহের জনের সমীপবর্ত্তী হইয়া যেন তাহার হৃদয় নিঙড়াইয়া এই অশ্রু দুইটা জোর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নীরদা অধিকতর বিস্মিতা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর দুই তিন বৎসরের শিশুকে জননী যেমন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়েন,

তেমনি করিয়াই তিনি অনুপকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, এবং সস্নেহে পুত্রের মস্তকের ঘন কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন,—"কি হ'য়েছে বাবা আজ? কেউ কি কিছু ব'লেছে?"

নীরদা ব্যাপারটা কতকটা ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি জননী, সুতরাং আপনার পুত্রকে যে তিনি ভাল করিয়াই চিনিবেন, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অনুপ কোথাও কোন সদনুষ্ঠান করিতে গিয়াই আহত হইয়াছে। তাহা না হইলে এতখানি অভিমানের ঊর্ম্মি কখনই তাহার অন্তরমধ্যে উছলিয়া উঠিত না। সেই জন্যই তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, কেহ তাহাকে কোন কথা বলিয়াছে কি না।

অনুপ বলিল,—"মা, পোড়া গ্রাম উৎসন্ন যাক্, আর আমি তার কোন সংস্পর্শে থাক্‌ব না।"

"এর মধ্যেই সব সাধ মিটে গেল? কেন অনুপ, কারো কাছে আঘাত পেয়েছিস্ বুঝি?"

মাথা নীচু করিয়া অনুপ চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় নীরদা প্রশ্ন করিলেন,—"বল্ না অনুপ, কি হ'য়েছে? মায়ের কাছে কোন কথা ব'ল্‌তেই ত' ছেলের লজ্জা নেই! আর চাই কি সব কথা শুনে আমি তোর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশও ক'র্‌তে পারি।"

কথাটা অনুপ বুঝিতে পারিল, এবং সেটার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিল বলিয়াই সে জননীর নিকট শ্যামের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই সংক্ষেপে অথচ কোন আবশ্যকীয় কথাটী বাদ না দিয়া বিবৃত করিল।

কথা শুনিয়া নীরদা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এই জন্যেই তুই তোর সৎ উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরে বসে দেখ্‌বি শুধু যে, সবল ছলে বলে কৌশলে কেমন ক'রে দুর্ব্বলের গলায় পা তুলে দিচ্ছে—আর দুর্ব্বল টুঁ হাঁ-টী অবধি না ক'র্‌তে পেরে সেই পায়ের চাপে নীরবে মরে বাঁচছে? হ্যাঁরে অনুপ, এই কি তোর ইচ্ছে?"

"তা ছাড়া কি ক'র্‌ব মা?"

"পাগল ছেলে, তা ক'র্‌লে ত' মোটেই চল্‌বে না। দুদিন ঘরে ব'সে এই অত্যাচার দেখ্‌লে তুই পাগল হ'য়ে উঠ্‌বি—হৃদয়ে রক্ত অশ্রুর আকারে তোর চোখ্ দিয়ে ঝরে পড়্‌বে যে রে? না বাবা, তা করিস্‌নি!"

"তবে কি ক'র্‌ব তুমিই ব'লে দাও মা!"

"তাই দিচ্ছি বাবা! আমি তোর মা, আমারই যে এটা কর্ত্তব্য অনুপ! তা না হ'লে পরকালে যে এর জন্যে আমার জবাবদিহি ক'র্‌তে হবে বাবা!"

অনুপ শুধু জিজ্ঞাসু-নেত্রে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—একটা কথাও সে বলিল না।

জননী পুত্রের মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গ্রামের এত লোক থাক্‌তে তুই একদিন গ্রামে এসেই কেন গ্রামবাসীর দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লি অনুপ, শুধু এই কথাটাই যদি তুই ভাল ক'রে মধ্যে ভেবে দেখিস্, তা হ'লেই তুই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বি যে, এত লোক থাকতে পল্লী-জননী তোকেই তাঁর উপযুক্ত সন্তান জ্ঞান ক'রে ডাক দিয়েছেন! তাই এত লোক থাকতে শুধু তোর কানেই মায়ের কান্না

পৌঁছে মর্ম্ম তোর আলোড়িত ক'রে দিয়েছে। তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তা হ'লে এ কথাটীও তোর ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, সামান্য বাধা পেয়েছি ব'লেই এমন ক'রে অভিমান ক'রে জীবনের এত বড় একটা মহৎ কাজ ছেড়ে দেওয়া মহাপাতক করার মতই দুষ্কর্ম্ম ;—সুতরাং বাধা যত বড়ই হোক্ আরব্ধ কাজ তোর ছাড়লে চল্‌বে না। জীবনে কোন একটা মহৎ কাজ ক'র্‌তে হ'লেই সব আগে তাকে মান-অভিমানগুলো মন থেকে নিঃশেষ ক'রে তাড়িয়ে দিতে হবে—তা না হ'লে তার দ্বারা কোন দিন কোন মহৎ কাজ হ'তে পারে না।"

স্তব্ধ হইয়া অনুপ জননীর কথা শুনিতেছিল। জননী নীরব হইলেও সে বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নীরদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এই দেখ্‌না অনুপ, হরিশ কি ব'লেছে না ব'লেছে সেই অভিমানে তুই নিরীহ গরীব বেচারা শ্যামকে ত্যাগ ক'রে এলি। কিন্তু একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌লেই তুই নিজেই বুঝতে পার্‌বি যে, সে বেচারার কোনই অপরাধ নেই, বরং তার পক্ষে এ সময় তোর মত একজন লেখাপড়া জানা লোকের সাহায্য খুব বেশী রকমই দরকার! বাধা পেয়েছিস্ ব'লেই এখন তোকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ ক'রে যেতে হবে, তা না হ'লে শত্রু তোর পলায়ন দেখে শুধু হাস্‌বে আর হাততালি দেবে। তা ক'র্‌লে ত' একেবারেই চল্‌বে না, নেবেছিস্ যখন একটা ভাল কাজ ক'র্‌বি ব'লে, তখন কোমর বেঁধে তোকে তাই নিয়ে পড়ে থাক্‌তে হবে! পেছু হ'টলে চ'ল্‌বে না, তা সে যত বড়ই বাধা-বিপত্তি তোর পথে পড়ুক না কেন, সে সবকে ছাপিয়ে ডিঙিয়ে তোকে শেষ সীমার দিকে অগ্রসর হ'তেই হবে! তবেই তোর সার্থক চেষ্টা—সফল উদ্যম!"

"কিন্তু মা শ্যামই ত' নিজে মুখে ব'ল্লে যে, আর তুমি এখানে এস না দাদাবাবু?"

"তোর মঙ্গল-কামনাতেই সে, সে কথা ব'লেছে। তা না হ'লে তুই-ই বুঝে দেখ্‌না, তোর মত একজন লোকের তার কত দরকার। মেয়ে তার মরণাপন্ন, তুই তার চিকিৎসা ক'র্‌ছিস্‌, ঘরে তার একমুঠা অন্ন নেই, তুই তার সে অন্ন জোগাচ্ছিস্‌, এমন লোককে মানুষ—তা সে যত বড় নির্ব্বোধই হোক্‌—কখনও ব'ল্‌তে পারে না যে, ওগো তুমি এস না!"

"কিন্তু সে যে আমায় যেতে মানা ক'র্‌লে, সেটা তবে কি? আমার ত' মনে হ'য়েছিল মা, হরিশ চক্রবর্ত্তীর কথা শুনে হয়ত' সত্যি সত্যিই তার আমার ওপর সন্দেহ হ'য়েছে।"

"ওরে অনুপ, ভুলেও ও-কথা মনে করিস্‌নি, তা' হ'লে এক নিরপরাধের ওপর ঘোরতর অবিচার করা হয়। সে যত বোকাই হোক্‌, একথা সে ভুলেও মনে ক'র্‌তে পারে না যে, যে মেয়ে তার মরণাপন্ন তার সঙ্গে তুই প্রেমালাপ ক'র্‌ছিলি। ওরে অনুপ, তুই ভুলে যাচ্ছিস্‌—সে মানুষ ত'!"

মাতার কথা শুনিয়া অনুপের মাথাটা যেন মাটির সহিত মিশাইয়া যাইতে চাহিল। সেইরূপ অবস্থায় থাকিয়াই সে বলিল,—"এ গ্রামে যে মানুষ আছে মা, সে বিষয়েই আমার সব চেয়ে বেশী সন্দেহ আছে!"

"ওকথা বলিস্‌নি অনুপ, ওতে কাজের কাজ ত' কিছুই হবে না। উল্টে গর্ব্ব করার দরুণ শুধু তোর নিজেরই পতন হবে। দর্পহারী মধুসূদন কখনও কারো দর্প রাখেন না, এই কথাটা ভুলে যাস্‌নে বাবা!"

"কিন্তু মা, হরিশের গায়ে যদি এতটুকুও মানুষের চামড়া থাকৃত, তা' হ'লে কখনই সে আমার মাথায় ওপর এত বড় কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে পারৃত না।"

"ঐ দেখ্ অনুপ, তুই আবার ভুল ক'র্‌ছিস্! মানুষের চামড়া সবারই গায়ে আছে, আর অন্তর ব'লেও একটা জিনিষ সবারই আছে, তবে কারো সেটা ঘা খেয়ে খেয়ে সুক্ষ্ম হ'য়ে গেছে, আবার কারো বা ক্রমাগত ভুল জায়গায় আঘাত করার ফলে সেটা এমনি ভোঁতা হ'য়ে গেছে যে ঠিক জায়গাটীতে আঘাত প'ড়্‌লেও সহজে আর সেটা বেজে উঠ্‌তে পারে না। ঐ হরিশ চক্রবর্ত্তীর, যার গায়ে এতটুকুও মানুষের চামড়া নেই তুই ব'ল্‌ছিস্, যদি একটা বড় রকম ঘা ও কখন খায়, তবে দেখবি ঐ লোকই কি অদ্ভুত রকম পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়!"

অনুপ চুপ করিয়া রহিল।

নীরদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ঐ দেখ্ অনুপ, আমার এত কথা বলার পরও তুই অভিমানটা মন থেকে তাড়াতে পার্‌লি না। কিন্তু তা' ক'র্‌লে ত' চ'ল্‌বে না বাবা! ছোট ছেলে একটা আঘাত দিলেও ছেলে মানুষ ব'লে যেমন তার ওপর অভিমান করা চলে না, এখানেও তোকে ঠিক্ তাই ক'র্‌তে হবে। তার কারণ পল্লীর লোকগুলোর বয়েস বেড়ে উঠ্‌লেও সঙ্কীর্ণতার বিপুল চাপে মনগুলো তাদের একেবারেই ছড়াবার অবকাশ পায়নি, সেই জন্যেই তারা বুড়ো হ'য়ে ম'র্‌তে ব'স্‌লেও অজ্ঞতায় কচি-ছেলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

"কিন্তু মা, আমি কোনমতেই এ কথাটা ভুল্‌তে পার্‌ছি না যে, যে মেয়ে মরণাপন্ন, তার যদি আমি সত্যি সত্যিই একখানা হাত ধরি, তবে লোকে সেটাকে প্রেম করা মনে করে কি ক'রে?"

"সেই কথাই ত' তোকে এই মাত্র বল্লুম অনুপ—এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল—একটা সাধারণ সম্ভব অসম্ভব জ্ঞানও তাদের নেই! এমন সব লোকের ওপর যে রাগ কর্‌বার অধিকারটুকু অবধি ভগবান দেন্‌নি বাবা!"

অনেকক্ষণ অবধি নত-মস্তকে চিন্তা করিয়া অবশেষে মাথা তুলিয়া অনুপ প্রশ্ন করিল,—"তা'হ'লে তুমি আমায় এখন কি ক'র্‌তে বল মা?"

"আগেই ত' সে কথা তোকে ব'লেছি অনুপ—তুই যেমন কাজ ক'রে যাচ্ছিলি, তেমনি এখনও ক'রে যা। যদি বুঝিস্, কারো কাছে তুই একটা মস্ত দরকারী জিনিষ হওয়া সত্ত্বেও সে তোকে তফাৎ ক'রে দিতে চাচ্ছে, তা' হ'লে তা' নিয়ে অভিমান না ক'রে যেচে তার কাছেই আপনাকে বেশী ক'রে ধরা দিবি, তবেই তোর উদ্দেশ্য সফল হবে।"

"কিন্তু মা, চক্রবর্ত্তীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ ক'র্‌তে গিয়ে যদি কোন দিন কোন বিপদে পড়ি?"

"বিপদ ব'লে বিপদকে দূরে এড়িয়ে চ'ল্‌লে ত' হবে না বাবা, বিপদই যে মানুষকে পোড় খাওয়া ক'রে তোলে—অনেক নতুন জিনিস শিখিয়ে দেয়। সেই জন্যেই আমার মনে হয়, এসব কাজে যে ব্রতী হবে, বিপদ তার পক্ষে পরিত্যজ্য নয়, বরং প্রার্থনীয়। আগুনে না পুড়্‌লে সোনা কি কোন দিন খাঁটী হ'তে পারে অনুপ!"

অনুপ জননীর কথা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিল, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যটা যে ঠিক বুঝিতে পারিল, তাহা বলা কঠিন। মোটের উপর তখনকার মত তাহার মনের গ্লানি অনেকটা কমিয়া গেল, অভিমানটা মন হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। জননীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সে বলিল,—"তোমারই নির্দ্দেশমত আমি চ'ল্‌ব মা, তা'তে আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক্।"

[৭]

মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অনুপ বরাবর শ্যামের বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহার বাটী হইতে যাত্রা করিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই পার্শ্বের গ্রামের যে মুসলমান গতরাত্রে তাহার পুত্রের ভেদবমি হইয়াছে বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই আসিয়া দেখা দিল। অনুপকে দেখিবামাত্র অশেষপ্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অবশেষে সে যাহা বলিল, তাহাতে অনুপ বুঝিল যে, তাহার পুত্র অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে এবং এখন আর তাহার বিপদের আশঙ্কা একেবারেই নাই। অনুপ তখন তাহার খালি শিশি দুইটায় পুনরায় ঔষধ দিয়া এবং তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিয়া বিদায় করিল। তাহার পর শ্যামের কন্যাকে যে দুইটা ঔষধ গত রাত্রে সে দিয়াছিল, সেই দুইটা ঔষধের শিশি পকেটে ফেলিয়া সে যাত্রা করিল। গতরাত্রে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যে সেই দিন বেলা বারোটায় ফুরাইবার কথা, সে কথা সে বিস্মৃত হয় নাই। শ্যাম কিন্তু সেদিন আর ঔষধ লইতে আসে নাই।

বেলা প্রায় তিনটার সময় সে শ্যামের বাটী পৌঁছিয়া দেখিল যে, শ্যাম রুগ্না কন্যার পার্শ্বে বসিয়া আছে আর তাহার কন্যাদ্বয় আহারাদির পর দাওয়ার মাটির উপর পড়িয়াই নির্ব্বিকারচিত্তে নিদ্রা যাইতেছে।

অনুপকে আসিতে দেখিয়াই শ্যাম নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিস্ময়-দৃষ্টিতে অনুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"দাদাবাবু, আবার আপনি এলেন যে?"

সে কথার জবাবমাত্রও না দিয়া অনুপ তাহাকে প্রশ্ন করিল,—"তুমি আজ আর কই ওষুধ আন্‌তে গেলে না শ্যাম?"

"আমার যেতে আর ভরসা হ'ল না দাদাবাবু!"

"কেন শ্যাম?"

"সকালবেলা আপনি যেরকম ভাবে রাগ ক'রে উঠে গেলেন, তার পর আর..."

স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া অনুপ বলিল,—"রাগ ক'রে উঠে গেছ্‌লুম যে সে কথা বড় মিথ্যে নয়; কিন্তু তোমার ওপর যে রাগ ক'রেছিলুম, একথা তোমায় কে ব'ল্লে শ্যাম?"

"কেউ বলেনি দাদাবাবু, কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হ'য়েছিল যে আপনি আমার ওপরই রাগ ক'রে উঠে গেছেন।"

মাথা নাড়িয়া অনুপ বলিল,—"না না শ্যাম তুমি ভুল বুঝেছ;—তোমার অপরাধ কি যে তোমার ওপর রাগ ক'রব, তবে হরিশ চক্রবর্তীর কথা শুনে সত্যিই আমার খুব রাগ হ'য়েছিল।" অপ্রতিভ শ্যাম কেবলি বলিতে লাগিল,—"কি জানি দাদাবাবু, আমার কিন্তু বরাবরই মনে হচ্ছিল যে আপনি আমার ওপরই রাগ ক'রে চ'লে গেলেন।"

"যাক্‌গে সে কথা। এখন তোমার মেয়ে কেমন আছে তাই বল?"

"মেয়ে অনেক ভাল। একটু সাবু খেয়ে এই দু-ঘণ্টা সে বেশ সুস্থ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে।"

"তা হ'লে ওষুধটা এবার ঠিক ধরেছে; তা আমি সকাল বেলাই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলুম। তুমি এখন এক কাজ কর শ্যাম, শিশি দুটো ভাল ক'রে ধুয়ে দু'শিশি জল নিয়ে এস।"

"ওষুধ?"

"আমার কাছেই আছে। বারোটার সময় তোমার দুটো ওষুধই ফুরুবার কথা, তার জায়গায় বেলা তিনটের সময় অবধি তুমি ওষুধ নিতে এলে না দেখে কাজে-কাজেই আমায় ওষুধ সঙ্গে ক'রেই বেরুতে হ'ল।"

অনুপের কথামত শিশি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে জল দিয়া অনুপের নিকট আনিয়া দিয়া বলিল,—"আপনার আসায় আমার উপকার ভিন্ন অপকার নেই দাদাবাবু, কিন্তু তবুও ব'ল্‌ছি, আপনি না এলেই ভাল ক'র্‌তেন।"

কথাটা অনুপের মনের আহত-গর্ব্বকে পুনরাঘাত করিল। দুই মুহূর্ত্ত অবধি সে শ্যামের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা শ্যাম, তোমাদের গাঁয়ের মোড়লের মত তোমার নিজেরও কি বিশ্বাস যে, আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে সত্যি সত্যিই ····"

বিহ্বল শ্যাম তাহার বাক্য সমাপ্ত করিবার অবসর মাত্রই না দিয়া মধ্য-পথে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"চুপ করুন দাদাবাবু, চুপ করুন! খুড়ো মশায়ের মতন আমি ত ক্ষেপে যাইনি! আর তা ছাড়া কোথা-কার কে এক নগণ্য ছোট-লোক আমি, আমার বিপদে স্বেচ্ছায় আপনি কতটা বুক দিয়ে পড়েছেন, তাকি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না? মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ হ'লেও এটা আমিও বুঝতে পার্‌ছি, আমার মেয়েকে আপনি যত যত্ন ক'রে চিকিচ্ছে ক'র্‌ছেন, আপন মায়ের পেটের বোন্‌কে মানুষ এর চেয়ে বেশী যত্ন আত্তি ক'র্‌তে পারে না। এই সব দেখ্‌বার শোন্‌বার পর আপনার বিরুদ্ধে ওসব কথা কল্পনা ক'র্‌লেও যে নরকে পচে মর্‌তে হবে আমাকে! আপনি কি মনে করেন পরকালের ভয় আমার মোটে এতটুকুও নেই?"

অনুপ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যে কথা সে শ্যামের

কথাগুলো নিজে কাণে শুনিয়াও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও জননী তাহার সেই শ্যামের মনের কথা যে কেমন করিয়া সঠিকভাবে জানিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনুপ কতক্ষণ অবধি হতবুদ্ধির ন্যায় নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"যাক্, তা হ'লে তুমি নিজে ত' এ কথাটা বিশ্বাস কর না, শ্যাম?"

"রাধামাধব! গোবিন্দ বলুন দাদাবাবু! মোটে না, মোটে না। একদণ্ডের জন্যেও একথা কোনদিন আমার মনে ওঠেনি। আর তা ছাড়া আপনার ওপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, নিজে চোখে দেখ্‌লেও আমি একথা একদণ্ডের জন্যেও বিশ্বাস ক'র্‌তুম না।"

"তবে যে তুমি ওবেলা থেকে কেবলি আমায় আস্‌তে মানা ক'র্‌ছ, তার কারণ কি শ্যাম?"

"তার কারণ ত' ওবেলাই আপনাকে ব'লেছি দাদাবাবু! দেবতার মত আপনি যে আমার মত এক হতভাগার উব্‌গার ক'র্‌তে এসে শুধু বদনামের ভাগী হ'য়ে যাবেন, এ আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌ব দাদাবাবু? তার চেয়ে আমার যত বড় সর্ব্বনাশ হয় হোক্—আমি ত' ডুবতে ব'সেইছি—কিন্তু আপনি তফাতে সরে থাকুন, এর এতটুকু আঁচ অবধি যেন আপনার গায়ে লাগে না!—এই জন্যেই ওবেলা থেকে বার বার ক'রে আপনাকে ব'লছি যে আপনি আর এখানে আস্‌বেন না।"

নিজের অভিমান-রুদ্ধ মন যে ওবেলায় কত বড় ভ্রম করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত প্রাণটা তাহার ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। আর একবার তাহার জননীর কথা মনে পড়িয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। অনুপ কিন্তু কোনমতেই আপনার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধটাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিতেছিল না।

তাঁহাকে নীরব হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শ্যাম ডাকিল,—"দাদাবাবু!"

'জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখ তুলিয়া অনুপ তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার বিহ্বলতা তখনও পূর্ণমাত্রায় দূর না হওয়ায় একটা কথাও সে কহিতে পারিল না।

শ্যাম বলিল,—"শিশি দুটোয় কই ওষুধ দিলেন না ত' দাদাবাবু? অনেকক্ষণ মেয়েটাকে ওষুধ খাওয়ান হয়নি।"

সহসা যেন অনুপের চমক ভাঙিল, এমনিভাবে সে শ্যামের হাত হইতে শিশিটা লইয়া তাহাতে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া বলিল,—"এতে আট দাগের ওষুধ রইল, এখুনি এক দাগ খাইয়ে দাও গে। ততক্ষণে আমি এটায় ওষুধ দিয়ে রাখ্‌ছি।

অনুপের কথামত শ্যাম তখনই ঔষধ খাওয়াইতে গেল। ইতিমধ্যে অনুপ অপর শিশিটাতেও ঔষধ দিয়া রাখিল। তাহার পর শ্যাম ফিরিয়া আসিলে, সে তাহাকে দুইটা ঔষধ কেমন করিয়া কখন্ কখন্ খাওয়াইতে হইবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া বাটী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই পদ অগ্রসর হইয়াই কিন্তু সে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইল;—তাড়াতাড়িতেও বটে, আর রাগের মাথায়ও বটে, ওবেলা তোমায় একটা কথা জিগেস্ ক'র্‌তে ভুলে গেছ্‌লুম, তোমার জরিমানার কথাটা শেষ অবধি কি দাঁড়াল বল ত'?"

জরিমানা আমায় দিতেই হবে দাদাবাবু, কোনমতেই তার রেহাই হবে না।"

"যদি না দাও?"

"তা' হ'লে কি রক্ষে থাক্‌বে দাদাবাবু? হয়ত' তা' হ'লে চাল

কেটে আমায় গাঁ থেকে তুলেই দেবে। হয়তই বা বলি কেন, খুড়ো-মশায় ত' স্পষ্টই বল্লেন, আজ সকালে যে, জরিমানার টাকা না পেলে ভিটে ছাড়া ক'র্‌ব। এখন ভেবে দেখ, কি ক'র্‌বে।"

অনুপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরবে কি চিন্তা করিল। তাহার পর শ্যামের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি কি ক'রবে ঠিক্ ক'রেছ ?"

"কি আর ক'র্‌ব দাদাবাবু? খুড়োমশায় হ'লেন গাঁয়ের মোড়ল, উনি যা ব'ল্‌বেন তার বিরুদ্ধে ত' একটী কথাও কারো ব'ল্‌বার সাধ্যি নেই—জমিদারবাবুরও না! কাজেই গরীব ছাঁপোষা মানুষ আমি কোন্ সাহসে তাঁর কথা অমান্যি ক'র্‌ব; তাই মনে ক'র্‌ছি কোথাও থেকে ধার কর্জ্জ ক'রে না হয় ও-টাকাটা ফেলে দেব, আর কি ক'র্‌ব বলুন ?"

কিয়ৎক্ষণ অবধি গম্ভীর হইয়া থাকিয়া অনুপ বলিল,—"যেমন ভাল বোঝ কর, কিন্তু আমার মনে হয়, এতে তোমরা শুধু অন্যায়ই ক'রে যাচ্ছ।"

কথাটার অর্থ ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্যাম বলিল,—"অন্যায় কেন ব'ল্‌ছেন দাদাবাবু, বুঝ্‌লুম্ না ত' !"

"অন্যায় ব'ল্‌ছি এই হিসেবে যে, তোমরা পাঁচজনে মিলে হরিশ চক্রবর্ত্তীর কথা এমনি বিনা প্রতিবাদে মেনে মেনেই তাকে আজ এতটা দুর্দ্দান্ত ক'রে তুলেছ। তা না হ'লে একটা মানুষের এত কি ক্ষমতা যে, সমস্ত গ্রামখানা জুড়ে সে এমনি অত্যাচার ক'রে বেড়ায় ?"

সভয়ে গলার স্বর যতটা সম্ভব খাটো করিয়া শ্যাম বলিল,—"সর্ব্বনাশ আর কি! দোহাই দাদাবাবু, এ সব কথা চেঁচিয়ে ব'ল্‌বেন না, এ গাঁয়ের বাতাসেরও কাণ আছে, মুখ আছে, এখুনি একথা খুড়ো মশায়ের কাণে

গিয়ে পৌঁছবে! আমরা ত' এসব কথা মনে মনে ভাবতেও ভয় পাই, কি জানি, যদি কোন রকমে খুড়োমশায় টের পান!"

"বেশ, এই যে আমি কথাগুলো ব'ল্লুম, এগুলো যদিই ধর তোমাদের খুড়োমশায়ের কাণে পৌঁছয়, তা হ'লেই বা সে যে আমার ক'র্‌বে কি, তা' ত' বুঝে উঠ্‌তে পারি না!"

"কর্‌বেন কি?—কি না ক'র্‌বেন তাই বলুন? যদি একথা ঘুণাক্ষরেও খুড়োমশায়ের কাণে পৌঁছয়, তা হ'লে নাকের জলে চোখের জলে আপনাকে তিনি নাস্তানাবুদ ক'রে অবশেষে গ্রাম-ছাড়া ক'রে তবে ছাড়বেন!"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অনুপ বলিল,—"বল কি শ্যাম? এটা যে মগের মুল্লুক নয়—ইংরেজ-রাজত্ব সে কথাটা ভুলে যেয়ো না। ইংরেজ-রাজত্বে ন্যায়-বিচার ব'লে একটা জিনিস আছে, তার ওপর প্রতি সহরে গ্রামে শান্তিরক্ষা ক'র্‌বার জন্যে পুলিশ আছে। এগুলো কি তোমরা ছেলে-খেলার মতই নিরর্থক মনে ক'র্‌তে চাও? তা' ছাড়া তোমাদের খুড়ো-মশায়ের আমি এক পয়সাও ধার ধারি না—তার সঙ্গে এক চালাতেও বাস করি না; তবে আমি যতক্ষণ ন্যায়ের পথে চল্‌ব, ততক্ষণ সে যে আমায় কেমন ক'রে জব্দ ক'র্‌বে, তা ত' আমি ভেবে পাই না।"

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া শ্যাম বলিল,—"কি জানি দাদাবাবু, আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, তার ওপর পয়সাও আছে, কাজেই আপনাদের কথা হয়ত' স্বতন্ত্র হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু আমার মত গরীব ছাঁ-পোষা লোক, ও কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়ে আপনার মরণ ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনতে একেবারেই রাজী নয়।"

অনুপ আবার কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"তা' হ'লে জরিমানা দেওয়াই ঠিক্ ক'রেছ ?"

"তা'ছাড়া আর উপায় কি দাদাবাবু ?"

"উপায় আছে শ্যাম, কিন্তু সে কাজ ক'র্‌তে হয়ত' তোমার সাহসে কুলুবে না। যা তোমার নিজের সাহসে কুলুবে না, তা ক'র্‌তে ব'ল্‌তে আমি কিছুতেই পারি না। আচ্ছা শ্যাম, এই যে টাকাটা ধার ক'র্‌বে, এটা নিশ্চয় হয় খুড়োর কাছে বা ঐ গোছেরই আর কারো কাছে ক'র্‌বে ত' ? তা হ'লে সে ঋণ শোধ হবে কি ক'রে ?"

"শোধ যে জীবনে হবে তা' ত' মনে হয় না। হয়ত' বা সেই ঋণের দায়ে একদিন ভিটে ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াতে হবে !"

"হুঁ ! কিন্তু তা' হ'লে ত' শ্যাম জরিমানা দিয়েও যে ফল দাঁড়াচ্ছে, না দিয়েও ফল সেই একই, তবে অনর্থক এ ঋণের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিতে চাচ্ছ কেন ? জরিমানা না দিলে খুড়ো ব'লেছে তোমায় ভিটে ছাড়া ক'র্‌বে, কিন্তু জরিমানা দিয়েও ত' ঋণের দায়ে, আজ না হোক্ অন্ততঃ বছর দশেক পরেও ভিটে ছাড়া হ'তে হবে, তবে এতে লাভ ?"

"লাভ এই, বছর দশেক বাস ক'র্‌তে পাওয়া !"

"কিন্তু তাও ত' নিরুদ্বেগে বাস ক'র্‌তে পাবে না। সুদের তাগাদা না হয় ত' আসলের তাগাদায় রোজই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে হবে—সে কথাটাও ত' ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না।"

"তা' ত' সবই জানি দাদাবাবু, কিন্তু এ ছাড়া আর পথই বা কই, তাও ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

"আমি তোমায় একটা পথ দেখাতে পারি শ্যাম ! শুধু পথ দেখানো নয়, তাতে আমি তোমায় খরচপত্র দিয়েও যতটা সম্ভব সাহায্য ক'র্‌ব।"

সাগ্রহে শ্যাম প্রশ্ন করিল,—"কি সে উপায় দাদাবাবু? ক'র্‌তে পারি না পারি অন্ততঃ একবার কাণে শুন্‌তেই বা দোষ কি? কে জানে, হয়ত' সেই পথই আমি ধ'র্‌তেও পারি।"

"আমার মত কি জান? আজই থানায় গিয়ে একটা রিপোর্ট ক'রে আসা যে, হরিশ তোমায় ভিটে ছাড়া ক'র্‌বে ব'লে শাসিয়েছে তোমায়। তারপর তোমায় শক্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে হবে। খুড়ো-মশায় ডেকে জরিমানা দিতে ব'ল্লে, ব'ল্‌তে হবে সাহস ক'রে যে, এ অন্যায় জরিমানা আমি দেব না কোনমতে, তা'তে আপনার যা ভাল বিবেচনা হয় করুন।"

অনুপের কথা শুনিয়া শ্যাম বারম্বার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। খুড়ার বিরুদ্ধে এমনি করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ান—এ যে অসীম সাহসের আবশ্যক! এক অতি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ব্যতীত এত সাহস আর কাহার? কিয়ৎক্ষণ অবধি স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শ্যাম প্রশ্ন করিল,—"বেশ, ধরুন, না হয়, আমি আপনার কথা মতই কাজ ক'র্‌লুম—যদিও তা' একেবারেই অসম্ভব, তবু শুধু কথার হিসেবেই ব'ল্‌ছি—তারপর?"

"তারপর কি বল?"

"তারপর খুড়ো-মশায় যখন তাঁর কথা অমান্য করার জন্যে চাল কেটে তুলে দেবেন বা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তখন কে তা' রক্ষে ক'র্‌তে আস্‌বে দাদাবাবু?"

"কেন যে তোমরা গোড়া থেকেই এমন ক'রে ভেব্‌ড়ে যাও শ্যাম, তা' আমি কোনমতে বুঝে উঠ্‌তে পারি না। না হয় তিনি তাই ক'র্‌লেন কিন্তু তার পরদিন যে হাতকড়ি প'রে তাঁকে জেলে ঢুক্‌তে হবে, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন? এই ভাবে একবার যদি হরিশ চক্রবর্ত্তীকে

জব্দ ক'রে দিতে পারা যায়, তা' হ'লে দেখ্‌তে পাবে, গ্রামের অত্যাচার কত ক'মে গেছে!"

শ্যাম আবার অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার বক্ষ স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ অবধি অনুপের কথাটা মনে মনে চিন্তা করিয়া সে বলিল,—"না হয় তাও হ'ল দাদাবাবু, কিন্তু তারপর?"

"তারপর আর কি? অন্ততঃ মাস ছ'য়েকের জন্যে তাঁর শ্রীঘর বাস স্থির হ'য়ে যাবে।"

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া শ্যাম বলিল,—"দাদাবাবু, ঐ খানটাতেই আপনি মস্ত ভুল ক'রেছেন। যদি কখনও কেউ সাহস ক'রে এতটা করে, তা' হ'লে সে দেখ্‌তে পাবে, খুড়ো আদালত থেকে বে-কসুর খালাস পেয়ে ঠিক ল্যাজ মাড়ান কেউটের মতই ভয়ানক ফণা ছড়িয়ে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাড়ী ফিরে আস্‌বেন। লাভে থেকে হবে এই যে, অতঃপর সে বেচারীর মাথা বাঁচিয়ে পৈত্রিক প্রাণটাকে দেহের মধ্যে আট্‌কে রাখাও সমস্যার বিষয় হ'য়ে উঠ্‌বে।"

হো হো করিয়া উচ্চ-হাস্য করিয়া অনুপ বলিল,—"ভুল আমার নয় শ্যাম, ভুল তোমার! আদালত তোমাদের গাঁ নয় যে, সবাই সেখানে খুড়ো-মশায়কে একটা পীর-পেয়গম্বর কিছু ঠাউরে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে। বোধ হয়, কখনও আদালতে যাও নি, তাই ওকথা ব'ল্‌ছ, কিন্তু একবার গেলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, সে বড় কঠিন ঠাঁই!"

গম্ভীর-মুখে শ্যাম বলিল,—"আমার সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন দাদাবাবু, আদালতে যে জীবনে কোন দিন যাইনি, তা' ঠিক। তবে আদালতের সম্বন্ধে লোকের মুখে যা শুনেছি, তা'তে বুঝেছি যে, বিচার

সম্পূর্ণ রকমেই সাক্ষীদের ওপর নির্ভর করে; এ-কথা যদি ঠিক হয়, তা' হ'লে এই এত বড় গ্রামটায় আপনি এমন একজন লোকও খুঁজে পাবেন না যে, খুড়ো-মশায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হয়! কাজেই, খুড়োর জেল দেওয়া ত' দূরের কথা, দেশের রাজা তাঁর একগাছি চুল অবধি ছুঁতে পার্‌বেন না।"

শ্যামের কথা শুনিয়া অনুপের মুখ মেঘভরা আকাশের মত গম্ভীর হইয়া রহিল; কিয়ৎক্ষণ অবধি কি সে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল,—"আচ্ছা শ্যাম, জরিমানা না দেওয়ার জন্যে সত্যিই যদি ব্যাপারটা এতদূর গড়ায়, তা' হ'লে সাক্ষী যোগাড় করার ভারও আমি নেব। এ রকম অবস্থায় তুমি আমার মত-অনুযায়ী চ'ল্‌তে পার্‌বে কি না, ভেবে দেখ ভাল ক'রে।"

ঘাড় নাড়িয়া শ্যাম বলিল,—"পার্‌বেন না দাদাবাবু, কিছুতেই একটী সাক্ষীও আপনি যোগাড় ক'র্‌তে পার্‌বেন না।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ শ্যাম যে টাকা ছড়াতে পার্‌লে এমন সাক্ষী আমি অনেক পাব; আর তা'ছাড়া চক্রবর্ত্তী মশায়েরই যখন জেল হ'চ্ছে, তখন আর তাদের ভয়টা কা'কে? চক্রবর্ত্তী নিজের অত্যাচারে নিশ্চয়ই গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি শত্রু ক'রে রেখেছে; তুমি কি মনে কর, চক্রবর্ত্তীকে জব্দ কর্‌বার এত বড় সুযোগটা তা'রা কোনমতে হাতছাড়া হ'তে দেবে! শুধুই যে তাদের প্রতিশোধ নেওয়া হবে তা' নয়, আবার সেই সঙ্গে নগদেও বেশ দু'পয়সা তারা পেয়ে যাবে, এমন সুযোগ যে তারা কোনমতে ছাড়্‌বে না, তা' আমি তোমায় হল্‌ফ ক'রে ব'ল্‌তে পারি।"

কথাটা শ্যামের মনে লাগিল। সে বহুক্ষণ অবধি বসিয়া বসিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা অনুপকে

বলিল,—"এতে যা' কিছু খরচ প'ড়্বে, আপনি ত' সবই দেবেন? কিন্তু আপনার তা'তে স্বার্থ কি?"

"কিছুই না, গ্রামের অত্যাচার ক'ম্বে, এই মাত্র আমার লাভ;— অন্য লাভের আমি প্রত্যাশীও নই।"

আবার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্যাম সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,— "চ'লুন, আপনার সঙ্গে থানাতেই যাব!"

[৮]

থানা হইতে সটান বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই অনুপ ডাকিল,—"মা কোথায় গা ?"

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া গাঢ় হয় নাই। নীরদা রন্ধন-শালায় রন্ধন করিতেছিলেন। অনুপের আহ্বান শুনিয়া তিনি সেই স্থান হইতেই সাড়া দিলেন,—"কিরে অনুপ ? এই যে আমি রান্নাঘরে !"

অনুপ গিয়া বরাবর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"একটা কাজ কতকটা ঝোঁকের মাথাতেই ক'রে এসেছি, এখন সেটা তোমার কাছে ব'লে ঠিক ক'র্লুম কি ভুল ক'র্লুম, তাই জান্তে এসেছি মা !"

জিজ্ঞাসু-নেত্রে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া নীরদা বলিলেন,—"কি জান্তে চাস্ বল্ ?"

অনুপ তখন ধীরে ধীরে শ্যামের সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলিয়া, বলিল,—"শ্যামের কথা ঠিক কি না, সেইটাই আমি এখনও অবধি বুঝে উঠ্তে পার্ছি না মা !"

অনেকক্ষণ অবধি গম্ভীর-মুখে চিন্তা করিয়া নীরদা বলিলেন,—"শ্যামের কথাই ঠিক ব'লে মনে হ'চ্ছে অনুপ ! ভগবান্ না করুন, কিন্তু সত্যিই যদি কিছু বাড়াবাড়ি কাণ্ড হয়, তা' হ'লে তোর পক্ষে সাক্ষী যোগাড় করা সত্যিই বড় শক্ত হবে।"

"টাকাতেও সে কাজ সুসিদ্ধ হবে না মা ?"

মাথা নাড়িয়া নীরদা বলিলেন,—"মনে ত' হয় না অনুপ !"

"কিন্তু মা, খুড়ো-মশায় নিজের অত্যাচারে যে গ্রামের অনেককেই

শক্র ক'রে তুলেছেন, সে কথা ত' অস্বীকার করা যায় না। তারা খুড়োর ভয়ে বাইরে সে ভাব প্রকাশ না ক'র্‌লেও মনে মনে যে এই ভাবটা তারা পোষণ ক'র্‌বে, এবং সুযোগ পাবা-মাত্র যে তারা দাদ্ তোল্‌বার জন্যে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ত' থাক্‌তে পারে না।"

"তোর এ অনুমান যে একেবারে ভুল, তা' আমি ব'ল্‌তে পারি না। গ্রামের মধ্যে হয় ত' এমন লোক অনেকই আছে, একটু সন্ধান ক'র্‌লেই তা' তুই দেখ্‌তে পাবি। কিন্তু অনুপ, তুই যে কাজ ক'র্‌বি ব'লে প্রথম নেমেছিলি, এ উপায়ে ত' সে কাজ কোন দিন সুসিদ্ধ হবে না বাবা! এতে শুধু হানাহানি মারামারি বেড়েই উঠ্‌বে। ঠিক একটা ছোট আগুনের ফুল্‌কী একটা খড়ের গাদায় পড়্‌লে যেমন ধিকি ধিকি জ্ব'লে শেষে সারাগ্রাম জ্বালিয়ে দেবার মত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে লেলিহান জিব বের ক'রে ছোটে, এতেও ঠিক তাই হবে। আজ যদি বা কোন-মতে টাকার জোরে আর হরিশের শত্রুদের সাহায্যে তাকে জব্দ ক'রে জেলে পাঠাতে পারিস্, তা' হ'লেও সে যখন মুক্তি পেয়ে ফিরে আস্‌বে, তখন কি তুই মনে করিস্ এত বড় অপমানের আগুনটা বুকে চেপে সে চুপ্ ক'রে থাক্‌বে?"

"চুপ ক'রে না থাকুক্ মা, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ভাবে একবার জব্দ হ'য়ে গেলে আর কোনদিন সে মাথা তুলে সমস্ত গ্রামের বুকে এতখানি অত্যাচার ক'রে ফির্‌তে পার্‌বে না।"

মাথা নাড়িয়া নীরদা বলিলেন,—"না অনুপ, আমার বরং মনে হয়, এর পর সে আরও বেশী ক'রে উঠে-প'ড়ে লাগ্‌বে। সারা দিন-রাত্তির মনের মধ্যে তার এই চিন্তাটাই ঘুর্‌তে থাক্‌বে যে, কেমন ক'রে সে

তোকে আপনার মুঠোর ভেতর পাবে, কেমন ক'রে তোকে উকুন, ছার্‌পোকার মতই দুটো নখের মধ্যে রেখে পিশে মেরে ফেল্‌বে! ফল তার এই দাঁড়াবে, তোতে তাতে জীবনব্যাপী যুদ্ধই চ'ল্‌বে, প্রকৃত দেশের কাজ কিছুই হবে না।"

অনুপ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া নীরদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"একজন চিরদিনের মত নীরব না হওয়া পর্য্যন্ত সে যুদ্ধের যে শেষ হবে, তা' ত' মনে হয় না অনুপ। তারপর ভেবে দেখ, সারা গ্রামটাই প্রায় হরিশের কথায় মরে বাঁচে,—হরিশ একবার 'তু' ব'লে ডাক্‌লেও অনেকে তার এতটুকু কাজ ক'রে দেবার সুযোগ পাবার জন্যে ছুটে আস্‌বে, কিন্তু তোর সহায় কে?—প্রকৃতপক্ষে কেউই নয়। কাজে কাজেই এ যুদ্ধে তোরই পরাজয়ের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী। এ সব কথা জেনে শুনেও মা হ'য়ে আমি কেমন ক'রে তোকে এ কাজে উৎসাহ দি, তাই বল্?"

"কিন্তু মা, আমি যে কাউকেই আমার দিকে পাব না, এ কথা তুমি কেন মনে ক'র্‌ছ? খুড়োর যারা শত্রু....."

বাধা দিয়া নীরদা বলিলেন,—"তাদের কথা না তুল্‌লেই ভাল হয়। তারা কি নির্ভর কর্‌বার মত মানুষ অনুপ। যদিই তারা কখনও তোর দিকে আসে, তবে শুধু প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই আস্‌বে তারা,—আর সেই প্রতিহিংসা নেওয়ার সখ মিটে গেলেই তোকে একটা মুখের কথাও না ব'লে সরে প'ড়্‌বে। তা' ছাড়া হরিশ চক্রবর্ত্তীকে তুই এখনও মোটেই চিনিস্ নি। কিন্তু এই পাঁচ ছ' বছর গ্রামে বাস ক'রে তাকে আমি ভাল ক'রেই চিনেছি, আর চিনেছি ব'লেই আজ তার সঙ্গে তোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনে মনে মনে বার বার শিউরে উঠ্‌ছি।"

অনুপ জানিত, তাহার জননী রমণী হইলেও অসীম সাহসী; সুতরাং তিনিও যখন এ ব্যাপারে শিহরিয়া উঠিতেছেন, তখন ব্যাপারটা হেসে ওড়াবার মত মোটেই নয়, পরন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু বহুক্ষণ অবধি বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াও সে কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। আজ শুধু ঝোঁকের মাথায় সে যে কাজ করিয়া বসিয়াছে, তাহার পর অন্য-পথে সে যে কেমন করিয়া পা দিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পুলিশে ডায়েরী লিখাইয়া আসিবার পরও হরিশ যদি শ্যামের উপর কোন অত্যাচার করে, তবে ফৌজদারী করাই সকলের চেয়ে সোজা রাস্তা, সে বিষয়ে অনুপের বরাবরই কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এখন জননীর কথায় তাহার মন হইতে যৌবন-সুলভ জিদ্‌টা ত' চলিয়া গিয়াই ছিল, উপরন্তু তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, এ পন্থাটা এখন কোনমতে ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু কেমন করিয়া যে সে তাহা করিবে, সেই কথাটাই সে তখনও অবধি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; সেই জন্যই কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার পর, সে জননীকে প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা মা, এই যে আমি শ্যামকে দিয়ে পুলিশে ডায়েরী করিয়ে এসেছি, এর পরও খুড়ো-মশাই যদি তাঁর কথামত শ্যামের ওপর অত্যাচার করেন, তখন ত' বাধ্য হ'য়েই আমায় ফৌজদারীতে হাত দিতে হবে। তবে এখন তোমার কথামত ফের্‌বার পথ কই?"

মৃদু হাসিয়া নীরদা বলিলেন,—"ফের্‌বার পথ ঠিকই আছে অনুপ, শুধু সেটা দেখে নেওয়ার অপেক্ষা। ফৌজদারী না ক'র্‌লেই সকল গোলের নিষ্পত্তি হ'য়ে যায়—এ ত সোজা কথা বাবা!"

জননীর কথা শুনিয়া অনুপ কোন মতেই বিস্ময় দমন করিতে

পারিল না ;—"ধর, যদি মা, চক্রবর্ত্তী আজ তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, তা' হ'লেও আমরা তার নামে নালিশ ক'র্‌ব না ?"

"না, অনুপ, আদালতে কোন কারণেই যাওয়া হবে না, তাতে কোন দিন কারো কিছুমাত্রও সুফল ফলেনি, আজও ফল্‌তে পারে না, এটা সর্ব্বদা তোকে মনে ক'রে রাখ্‌তে হবে অনুপ !"

"সে ক্ষেত্রে তুমি কি ক'র্‌তে বল মা ?"

"সে ক্ষেত্রে এক শ্যামকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আমি ক'র্‌তে বলি না অনুপ !"

স্তব্ধ-বিস্ময়ে জননীর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ অবধি চাহিয়া থাকিয়া অনুপ প্রশ্ন করিল,—"এত বড় অন্যায় অত্যাচারটা তুমি এম্‌নি ক'রে মুখ বুজে সহ্য ক'র্‌তে বল মা ?"

"হ্যাঁ বাবা, তা' না হ'লে ত' তোমার কাজ হবে না।"

"কিন্তু মা, এতে হরিশের বুকের পাটা কতখানি বেড়ে উঠ্‌বে, তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, পুলিশে ডায়েরী ক'রেও শুধু তারই ভয়ে আমরা আদালত অবধি পৌছতে পার্‌লুম না। শুধু তাই নয়, এই কথা নিয়ে সে গ্রামের ছোট বড় প্রত্যেক লোকটার কাছে আস্ফালন ক'রে বেড়াবে। তারপর আর কারো কাছে মুখ দেখান আমাদের দায় হ'য়ে উঠ্‌বে।"

"তাই যদি সে করে, তা'তেই বা ক্ষতি কি অনুপ ? আগেই ত' তোকে ব'লেছি যে, কোন একটা ভাল কাজ ক'র্‌তে হ'লে মন থেকে মান-অভিমান ব'লে জিনিষ দুটোকে নিঃশেষ ক'রে তাড়িয়ে দিতে হবে, তা' না হ'লে কোন কাজই হবে না।"

"কিন্তু এ রকম ক'রে তার অত্যাচার যদি আমরা একটা প্রতিবাদ

অবধি না ক'রে সহ্য করি, তা' হ'লে হরিশ চক্রবর্ত্তীকে দমনই বা ক'রব কি ক'রে, আর গ্রামের অত্যাচারই ক'ম্‌বে কেমন ক'রে, তা' ত' আমি বুঝেই উঠ্‌তে পার্‌ছি না মা!"

"আমিই তা' বুঝিয়ে দিচ্ছি অনুপ! এমনি ক'রে মুখ বুজে তার সকল অত্যাচার সহ্য ক'রেও যখন তুই আপনার গন্তব্যপথে ঠিক্ চ'ল্‌তে পার্‌বি, তখন সে আপনিই অত্যাচার থামাবে।"

"কিন্তু যদি না থামায়?"

"থামাতেই হবে অনুপ! এক হাতে তালি কখনও বাজ্‌তে পারে না—বাজ্‌বেও না। কেউ যদি ঝগড়া ক'রব ব'লেই তোর সঙ্গে ঝগড়া করে, আর তুই যদি বরাবর তার একটা কথারও প্রতিবাদ না ক'রে হাসি-মুখে সহ্য ক'রে যাস্, তা' হ'লে একা কতক্ষণ চেঁচাবে? কথা কাটাকাটি না হ'লে ত' আর ঝগড়া চ'ল্‌তে পারে না। তুই যদি কথা কাটাকাটি না ক'রে চুপ্ ক'রে শুনে যাস্, তা' হ'লে সে কি ক'রে ঝগড়া ক'র্‌বে?—ক'র্‌তেই পারে না কোনমতে! থাম্‌তেই হবে অবশেষে তাকে—এ যে জগতের চিরন্তন নিয়ম অনুপ!—এর ব্যতিক্রম হ'তেই পারে না!"

চুপ করিয়া অনুপ জননীর কথাগুলা চিন্তা করিতেছিল, মুখ ফুটিয়া সে একটা কথাও বলিল না।

নীরদা কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—"সেই রকম ক'রে যেদিন তুই হরিশের অত্যাচার থামিয়ে গ্রামকে নিশ্চিন্দি ক'র্‌তে পার্‌বি অনুপ, সেই দিন বুঝ্‌ব যে তোর প্রকৃতই জয়লাভ হ'য়েছে। তা' না হ'লে আদালতের সাহায্য নিয়ে কোন কিছু ক'র্‌তে যাওয়া সেটা জয়লাভের ত' মোটেই পথ নয়, বরং পরাজয়ের পথটাই তা'তে প্রশস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে।"

জননীর কথা শুনিতে শুনিতে অনুপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে সুপ্ত সেই শুভদিনের কল্পনা করিতেও তাহার সমস্ত অন্তর পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কতদিনে যে তাহার সেই শুভদিন আসিবে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

যেদিনের কথা বলিতেছি, সেই দিনই সন্ধ্যার পর পীতাম্বর, হরিশের চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এবং হরিশও পার্শ্বে বসিয়া গ্রামের লোকের কথাই বলিতেছিলেন। এরূপ সময়ে শশী পোদ্দার সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লাঠিটা এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখিয়া পীতাম্বরের কাছটী ঘেঁসিয়া বসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট থেলো হুঁকাটী তুলিয়া লইয়া বলিল,—"কি দিন কালই পড়েছে চক্রবর্ত্তী-খুড়ো ? ব্যাপার দেখে আমার হাত পা যেন পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে !"

পীতাম্বর আপনার হুঁকার উপর হইতে কলিকাটী খুলিয়া লইয়া শশীর হুঁকার উপর বসাইয়া দিলেন। তাহার পর হরিশ ও পীতাম্বর উভয়েই জিজ্ঞাসু-নেত্রে শশীর মুখের দিকে চাহিলেন। শশীর কথা হইতে তাঁহারা মাত্র এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, একটা কিছু নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে ; কিন্তু সে ঘটনাটা যে কি হইতে পারে, তাহা তাহারা অনুমান অবধি করিতে পারিলেন না। তথাপি কিন্তু এই নূতন ঘটনাটা শুনিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহের সীমা ছিল না, তাহার কারণ সেটা জানিতে পারিলে তাঁহাদের মত নিষ্কর্ম্মাদের এখন দুইটা দিন বেশ কাটিয়া যাইবে।

কলিকাটা হুঁকার মাথায় ঠিক্ করিয়া বসাইয়া লইয়া একটা দীর্ঘ টান দিয়া শশী বলিতে লাগিল,—"এই মাত্তর আজ থানার দিকে বেড়াতে গেছলুম, আমিও দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব ব'লে থানায় ঢুক্‌ছি, দেখি না শেম্ গয়লা আর নলিনের সেই টগ্‌রে ছোঁড়াটা থানা থেকে

বেরুচ্ছে !"—বলিয়া সে পুনঃপুনঃ হুঁকায় টান দিতে লাগিল, যেন অতঃপর কি বলিবে মনে মনে তাহারই একটা জল্পনা-কল্পনা ঠিক্ করিয়া লইতেছিল।

হরিশ বা পীতাম্বর টুঁ শব্দটী অবধি করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অবধি উপর্য্যুপরি হুঁকায় টান দিয়া শশী পুনরায় বলিতে লাগিল,—"নিজেদের কথাতেই তারা তখন এত তন্ময় যে, আমি যে একজন তৃতীয় ব্যেক্তি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, সেটা তাদের একেবারে গ্রাহ্যির বাইরে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুন্‌তে পেলুম, ছোঁড়াটা ব'ল্‌ছে—'এই যা কাজ হ'ল, এই ঠিক্ পাকা কাজ !'—আরও কি কতকগুলো সে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চ'লে গেল ; কিন্তু আমি তার এক বর্ণও শুন্‌তে পেলুম না। শ্যামের ঘটনা নাকি চক্রবর্ত্তীর এখানে রোজই শুন্‌ছি, তাই চট্ ক'রে আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল।"—বলিয়া পুনরায় হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। তাহা না হইলে ধরান তামাকটা বৃথায় পুড়িয়া যায়।

পীতাম্বর একবার বিস্ময়-দৃষ্টিতে হরিশের মুখের দিকে চাহিলেন কিন্তু হরিশ তাহার উত্তরে কোন কথা ত' কহিলেনই না, উপরন্তু সে দৃষ্টি অবধি ফিরাইয়া দিলেন না। মুখখানা তখন তাঁহার আষাঢ়ের জল-ভরা মেঘের মতই গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পীতাম্বর তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন।

শশী পুনরায় বলিতে লাগিল,—"দারোগা শীতল মাইতীর সঙ্গে গোড়া থেকেই যথেষ্ট মাখামাখি থাক্‌লেও হঠাৎ ঘরে ঢুকেই ত' আর আমি জিগেস্ ক'র্‌তে পারি না কিছু। সরকারী কাজের বিষয়, ইচ্ছে ক'র্‌লেই সে আমায় কিচ্ছু না ব'ল্‌তেও পারে ত' ! কাজেই ঘরে ঢুকে মাত্র একটী টোপ ফেল্‌লুম,—"শীতলবাবু, এই মাত্র আপনার থানা থেকে

কে দুটী লোক বেরিয়ে গেল, অন্ধকারে ঠিক চিন্‌তে পার্‌লুম না ত'!' দারোগাবাবু সন্দেহ মাত্র না ক'রে আমার টোপ গিল্‌লেন! আর বাছা-ধনংযান কোথা—তখন শুধু খেলিয়ে ডেঙায় তোলার অপেক্ষা! দারোগা বাবু ব'ল্লেন,—"ওর মধ্যে একজন চেনা লোক—শ্যাম ঘোষ। আর একজনের নাম ব'ল্লে অনুপম চাটুয্যে! এই দু বছরের মধ্যে ত' এ ছোক্‌রাকে কই এ অঞ্চলের মধ্যে দেখেছি ব'লে মনে হয় না!' আমিই তাঁকে অনুপ ছোঁড়ার পরিচয়টা ভাল ক'রে দিয়ে দিলুম, সব কথা ব'লে-ট'লে, শেষে একটু টিপ্পনী কেটে রাখলুম,—"ছোঁড়া যে দুর্দ্দান্ত," দারোগাবাবু, তা' আপনাকে কি ব'ল্‌ব। আরও দু' চার দিন ও এখানে থাক্‌লেই এ কথা আপনি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তা' ও ছোঁড়া যে শেমর সঙ্গে এখানে এসেছিল? আবার কারো সঙ্গে মার-পিঠ ক'রে এসেছে বুঝি? এবার হয় ত' ব্যাপার গুরুতর, তাই আগে পুলিশে রোজ-নামচা লিখিয়ে সাধ্ সাজ্‌তে চায়! যা হোক্, বলিহারী ছেলে বটে!'"

বলিয়া শশী হুঁকায় একটা পূর্ণ মাত্রায় দম দিয়া, এক ঝলক কাশি কাশিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আমার কথা শুনেই দারোগার মনে বেশ একটু কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল। সে সাগ্রহে জিগেস্ ক'র্‌লে,—"ছোক্‌রা বুঝি খুব মারামারি ক'র্‌তে ভালবাসে? আমি নাক সিঁটুকে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ফেল্লুম,—'আঃ, সে কথা আর বলেন কেন? ছোঁড়ার জ্বালায় সমস্ত গ্রাম একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। এই ত' সবে পাঁচ ছ' দিন ও গ্রামে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে ও সারা গ্রামটাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। আজও নিশ্চয় ছোঁড়া ঐ গোছের একটা কিছু জানান দিয়ে রাখ্‌তে এসেছিল, না?'—এ কথাটা ব'ল্লুম শুধু দারোগার পেটের কথাটা টেনে বার কর্‌বার জন্যে!"—বলিয়া শশী ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

তাহার এ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে কিন্তু শ্রোতাদের যে কিছুমাত্রও সহানুভূতি আছে, তাহার কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। হরিশ তখনও তেমনি গম্ভীর-মুখে বসিয়াছিলেন, এবং হরিশের গুরু-গম্ভীর ভাব দেখিয়া ভীরু পীতাম্বরের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, কাজেই বাহিরে তাঁহার মুখখানা খুব বেশী রকমই শুখাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইতেছিল।

শশী যখন দেখিল যে, কলিকাটায় আর কিছুই নাই, শুধু ঠিক্‌রা পুড়িতেছে, এবং হুঁকা দিয়া কিছুমাত্রও ধূম নির্গত হইতেছে না, তখন সে হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা নামাইয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিল, এবং হুঁকাটাকে একটা খুঁটির গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া দিল। তাহার পর আবার নূতন উদ্যমে আপনার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমার কথার ফল ফল্‌তেই হবে! দারোগাবাবু হেসে বল্‌লেন,—'না, আজ ও সে জন্যে আসেনি, শুধু শ্যামকে পথ দেখিয়ে আন্‌বার জন্যেই এসেছিল বোধ হয়!'—ব'লে দারোগাবাবু নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে কুটোপাটী! আমারও তখন কার্য্য হাসিল হয় হয় দেখে মনের ভেতর বেশ একটা স্ফূর্ত্তি হ'চ্ছিল, তার ওপর দারোগাবাবুকে একটু আপ্যায়িত কর্‌বার মৎলবে আমিও হি হি ক'রে তার সঙ্গে হাস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম। কতক্ষণ পরে হাসি থাম্‌লে, আমি একটু গম্ভীর হ'য়ে দারোগাবাবুকে জিগেস্ ক'র্‌লুম,—'আচ্ছা দারোগাবাবু, শ্যামের দরোজার পাশ দিয়েই ত' আমার পথ—আর দুবেলাই অমন পঞ্চাশবার আমি তার দোরগোড়া দিয়ে হাঁটাহাঁটি ক'র্‌ছি, তা শ্যামের নালিশ কর্‌বার মত, এমন কি হ'য়েছে যে, আমি জান্‌তে পার্‌লুম না, অথচ তাকে থানায় আস্‌তে হ'ল?' দারোগাবাবুও এবার একটু গম্ভীর হ'লেন; ব'ল্লেন,—

'কি জানেন, এ সব সরকারী কাজ, কথা গোপন করাই আমাদের উচিত। তবে কিনা আপনার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ, কাজেই হাজার গোপনীয় হ'লেও আপনাকে ব'ল্তে কোন বাধা দেখি না। তবে দেখ্বেন পোদ্দার মশায়, এ কথা যেন তৃতীয় কাণে প্রবেশ করে না!—খবরদার! খবরদার!—মা কালীর মত দেড় হাত জিভ বার ক'রে আমি তখনই ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাঁকে ব'লে দিলুম,—'আপনি কি পাগল হ'য়েছেন দারোগাবাবু! এ কথা কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না, সে কথা আপনাকে আমি একরকম হলফ ক'রেই ব'ল্তে পারি! শ্যাম নালিশ ক'র্তে এসেছিল, ব'ল্লেন ব'লেই কথাটা জান্তে আমার একটু ইচ্ছে হ'চ্ছে, তা না হ'লে এ সব পরের কথা, কোন কালে আমার ভালও লাগে না, আর তার মধ্যে কোনদিন আমি থাকিও না! সে রকম প্রকৃতির লোক হ'লে এই যে এতদিন আপনার কাছে যাওয়া আসা ক'র্ছি, আপনিও ত' টের পেতেন! আর ইচ্ছে ক'র্লে আমি আপনাকে ধ'রে কতই না গোপনীয় কথা বার ক'রে নিতে পার্তুম। কিন্তু আপনিই ব'লুন দিকি দারোগাবাবু, কোন দিন কোন কথা জান্বার জন্যে আপনার কাছে আমি এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছি?' "

"আমার কথায় যদি বা দারোগাবাবুর মনে কোন খিঁচ্ থাকৃত' তা'ও দূর হ'য়ে গেল। দারোগাবাবু আমার গ'লে জল হ'য়ে গেলেন; হেসে ব'ল্লেন যে,—'সে কথা আর আপনাকে কষ্ট ক'রে ব'ল্তে হবে কেন? আমিই কি দেখ্তে পাচ্ছি না? সে রকম স্বভাব হ'লে আপনার, সরকারী চাকর আমরা কি আপনার সঙ্গে মিশ্তে পার্তুম?—না আপনাকে ত্রিসীমানায় আস্তে দিতুম?' দৈত্যের হাসি হেসে আমি ব'ল্লুম,—'আপনার মেহেরবাণীতেই শুধু বেঁচে আছি দারোগাবাবু! একথা অস্বীকার ক'র্লে

একটা সত্যের অপলাপ করা হয়!' আমার কথায় দারোগাবাবু আর একটু খুসী হ'য়ে ব'ল্লেন,—'তা' যাক্ সে কথা, এখন আপনি যা শুনতে চাইছিলেন, তাই বলি। শ্যাম লিখিয়ে গেল যে গাঁয়ের মোড়ল হরিশ চক্রবর্ত্তী তার বিধবা মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে বলে। তা' মেয়েটা এখন রোগে শয্যাশায়ী ব'লে সে কিছুদিন তা'কে ঘরে রাখ্‌বার অনুমতি চাওয়াতে মোড়ল-সমাজের দিক্ থেকে তার কাছে দশ টাকা জরিমানা চায়। শ্যাম কিন্তু বড় গরীব, সে একটা পয়সারই সংস্থান ক'র্‌তে পারে না, তা' দশ টাকা জরিমানা দেয় কোত্থেকে? মোড়লকে কিন্তু একথা জানিয়েও কোন ফল হয়নি। সে নাকি ব'লেছে যে জরিমানার টাকা না দিলে, তাকে চাল কেটে তাড়িয়ে দেবে, তাই সে সরকারের সাহায্য চাইতে থানায় এসেছিল।' দারোগাবাবুর কথা শুনে চক্রবর্ত্তীকে সব কথা ব'ল্‌বার জন্যে পেটের মধ্যে কথাগুলো কেমন আমার হাঁসফাঁস ক'র্‌ছিল, কিন্তু পাছে তখনই উঠে প'ড়্‌লে দারোগা কিছু সন্দেহ করে, তাই বাধ্য হ'য়ে আরো কিছুক্ষণ আমায় ব'সে একথা সেকথা কইতে হ'ল। তারপর পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটতে ছুটতে একেবারে এখানে এসে হাজির!"

[৯]

শশী পোদ্দার আশা করিয়াছিল, এত বড় সংবাদটা হরিশকে দিতে পারিলে হরিশ অন্ততঃ মুখেও তাহাকে বাহবা না দিয়া কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। সেই জন্যই সে তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াও যখন তাহার দুইজন বক্তার মধ্যে কাহাকেও একটা শব্দ অবধি করিতে শুনিল না, তখন প্রথমটা তাহার এমনি বিস্ময় বোধ হইল যে, নিতান্ত বেকুবের মত সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার হরিশের মুখ এবং পরক্ষণেই পীতাম্বরের মুখ বারম্বার অবলোকন করিতে লাগিল। অবশেষে, তাহার সেই বিহ্বলভাব অপনোদিত হইলে, সে তাহাদের অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াই কলিকাটা ঢালিয়া সাজিতে বসিল।

সমস্ত চণ্ডিমণ্ডপটায় এমন একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল যে, শশীর যেন তাহাতে দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; কাজেই মর্ম্মাহত হইলেও সে আর কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তামাক সাজিতে সাজিতেই বলিয়া উঠিল,—"তাই ত' ব'ল্‌ছিলুম পীতাম্বর, দিনে দিনে এসব হোল কি বলত' ?"

শশী, পীতাম্বরকে প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু সে কথাটা পীতাম্বরের এক কাণ দিয়া ঢুকিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল, অন্তরে তাহার কোন আঁচড়ই কাটিতে পারিল না। চির-ভীরু পীতাম্বর তখন স্পন্দিতবক্ষে কেবলই আপনাকে প্রশ্ন করিতেছিল,—এই যে হরিশের নাম পুলিশের পাকা-খাতায় উঠিয়া গেল, অতঃপর যে কোন পুলিশ

আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিয়া দিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? সুতরাং, অতঃপর আর এরূপ স্থলে তাহার আসা কর্ত্তব্য কি না?

আর হরিশ যে পীতাম্বরের অতি সন্নিকটে বসিয়াছিলেন, শশীর কথাটা তাঁহার একেবারে কাণেই গেল না। তিনি যেন চিত্রার্পিতের মতই অচল হইয়া গিয়াছিলেন।

শশী কাহারও নিকট কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিল,—"আমাদের দেশের ছোট লোকদের কথা ত' ছেড়েই দাও, ভদ্দর লোকদের মধ্যেও এমন দুটো মাথা কারো কাঁধের ওপর ছিল না যে, হরিশ চক্রবর্ত্তীর নামে পুলিশে রোজনামচা লিখিয়ে আসে! কিন্তু আজ দেখ, শেম গয়লার মত একটা নগণ্য লোক সেও কিনা অনায়াসে পুলিশে গিয়ে এই এত বড় কাজটা ক'রে এল—প্রাণে তার এতটুকু ভয় হ'ল না, মনে একটা সঙ্কোচও ত' কই এল না? একথা বড় হেনস্তা ক'রে হেসে ওড়াবার নয় হে পীতাম্বর! চক্রবর্ত্তীর মত রাশভারী লোক—যার দাপটে গ্রামের আপামর সাধারণ কখনও উঁচু গলায় কথাটী অবধি কইতে সাহস করে না, তারই নামে যখন একটা নগণ্য ছোটলোক এত বড় দুর্নামটা দিতে পারলে, তখন তোমার আমার মত লোককে যে তারা যে কোন দিন হাতে একটা ঘটী তুলে দিয়ে চোর ব'লে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে, তার আর আশ্চয্যিটা কি?"—বলিয়া সে সদ্য প্রজ্বলিত কলিকাটায় ঘন ঘন ফুৎকার দিতে লাগিল। তাহার পর কলিকা দিয়া যখন অনর্গল ধূম্র-পাটল ধূম নির্গত হইতে লাগিল, তখন সে সেটাকে হুঁকার উপর ঠিক্ করিয়া বসাইয়া লইয়া ঘন ঘন টান দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ অবধি ধূমপান করিয়া শশী পুনরায় বলিল,—"কিন্তু এই যে

আমাদের দেশের ছোট লোকগুলোর এতটা সাহস বেড়ে যাচ্ছে, এর মূলে কে ? কে তাদের মধ্যে শক্তি ছড়াচ্ছে ? এ কথাটা ত' না ব'ল্লেও সবাই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এতদিন যে তারা ঘাড় তুল্‌তে পার্‌ত না, আর আজ যে তারা এত বড় কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে, এর মূলে নিশ্চয়ই কারো ইঙ্গিত আছে। বুকপোরা সাহস না পেলে তাদের সাধ্যি কি যে এত বড় কথাটা মুখ দিয়ে বের করে তারা ?"—বলিয়া সে হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া পীতাম্বরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল,—"নাও হে পীতাম্বর, খাও !"

পীতাম্বর শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যই কলিকাটা গ্রহণ করিয়া নামমাত্র দুই একটা টান দিল। তাহার পর কলিকাটা খুলিয়া লইয়া হরিশের হুঁকার মাথায় বসাইয়া হুঁকাশুদ্ধ তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—"নাও হে চক্রবর্ত্তী, খাও !"

এতক্ষণে হরিশ কথা কহিলেন। পীতাম্বরের হাত হইতে হুঁকাটা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, এই খাই !"

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তামাক খাইবার তাঁহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না ; দুই হাতে হুঁকাটা ধরিয়া যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন।

পীতাম্বর আপনার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেখাদেখি শশীও আপনার লাঠি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চক্রবর্ত্তীর মুখ হইতে অন্ততঃ একটা 'খুব উপকার ক'র্‌লে ও' শুনিবার প্রত্যাশায় এতক্ষণ অবধি তীর্থের কাকের মত নাছোড়বান্দা হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু হরিশের হাবভাব দেখিয়া ক্রমেই অধিকতর হতাশ হইয়া পড়িতেছিল ; তাহার পর পীতাম্বরকে উঠিতে দেখিয়া, সেও আর বসিয়া থাকা

বৃথা বুঝিয়া যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পীতাম্বরের মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল,—"বোস হে চক্রবর্ত্তী, আমরা তাহ'লে উঠি।"

হরিশ মাত্র মস্তক আন্দোলন করিয়া সম্মতি জানাইলেন, এবারেও মুখে কোন কথা কহিলেন না।

হরিশের বাটী হইতে বাহির হইয়া উভয়ে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল একই পথে চলিলেন, তাহার পর তাঁহাদের দুইজনকে দুই বিভিন্ন পথে যাইতে হইবে।

এই তে-রাস্তার মোড়ে আসিয়া শশী খপ্ করিয়া মৌন পীতাম্বরের একখানা হাত ধরিয়া খাটো গলায় বলিল,—"হরিশের দেমাক্‌টা একবার দেখ্‌লে হে পীতাম্বর! ওর জন্যে আমি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে, এত মাথা খাটিয়ে যে পুলিশের কাছ থেকে এতবড় গোপন সংবাদটা এনে দিলুম, তার জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, একটা মুখের কথা অবধি ব'ল্লে না হে?... কাকেই বা দোষ দেব বল, সবই কালের দোষ! এখন আমার মনে হ'চ্ছে, চক্রবর্ত্তীকে খবরটা দিয়ে ভাল করিনি, শ্যামেরই বা দোষ দি কি ক'রে বলনা, ক'দিন ধরেই ত' দেখে আস্‌ছি, চক্রবর্ত্তী তার ওপর কি চাঁড়ালের মত ব্যাভারটা ক'র্‌ছে! তা' ছাড়া পুলিশে যে কথা সে লিখিয়েছে, তারও ত' একবর্ণ মিথ্যে নয়, ওসব কথাই যে আমি নিজে কাণে শুনেছি!"

পীতাম্বর ধৃত হইয়া চন্‌বন্ করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সাহসও তাঁহার কোন দিন ছিল না। কিন্তু শশী যখন তাঁহার হাতখানা এমন শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, তখন সে যে একটা কিছু উত্তর না শুনিয়া কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে না, তাহা স্পষ্ট

বুঝিতে পারিয়া পীতাম্বর বলিলেন,—"না হে শশী, ব্যাপারটা কি জান, তোমার কথা শোন্‌বার পর ভয়ে চক্রবর্ত্তীর হাত পা গুলো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। হবার কথাই ত' ভাই! আমারই যে ভয়ে হাত পা গুলো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছ্‌ল, তা চক্রবর্ত্তীর হওয়াত' উচিতই!"

কথাটা শশীর কতকটা যুক্তি-যুক্ত মনে হওয়ায় সে পীতাম্বরের ধৃত হাতটা ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়াই দড়ি-ছেঁড়া গরুর মতই উঠি-কি-পড়ি করিয়া লম্বা লম্বা দ্রুতপাদক্ষেপে আপনার বাটীর পথে অগ্রসর হইলেন। শশীও কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়া আপনার বাটীর পথে অগ্রসর হইল। তখনও কিন্তু চক্রবর্ত্তীর উপর তাহার সম্পূর্ণ ঝাল মিটে নাই!

শশী ও পীতাম্বর উভয়ে চলিয়া গেলেও হরিশ তেমনি দুই হাতে হুঁকাটা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। এমনিভাবে প্রায় আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এখন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরিশ হুঁকাটা টানিতে টানিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কলিকাটা কিন্তু এই দীর্ঘকালের অনাদরে ক্ষুণ্ণ অভিমানে আপনার মনেই পুড়িয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া অবশেষে শীতল ভস্মে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। গাঢ় চিন্তা-মগ্ন হরিশ কিন্তু সে কথাটা মোটেই জানিতে পারিলেন না, ক্রমাগত হুঁকা টানিয়াই যাইতে লাগিলেন। হুঁকা দিয়া যে ধূমের নামগন্ধও নির্গত হইতেছিল না, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই।

এমনিভাবে দীর্ঘকাল পদচারণা করিয়া তিনি অবশেষে জলদগম্ভীর-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মেধো!"

"হুজুর!"—বলিয়া নিকটবর্ত্তী একটা চালাঘর হইতে তাঁহার উড়িয়া ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়া প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

হরিশ বলিলেন,—"তোকে এখুনি একবার শেমো গয়লার বাড়ী

যেতে হবে। সে যদি বাড়ীতে না থাকে, তা হ'লে অন্ততঃ ব'সে থেকেও তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা চাই-ই। বুঝ্‌তে পেরেছিস্?"

উড়িয়া ভৃত্য মাত্র একটী ছোট্ট—'হঃ!' বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশ তামিল করিতে ছুটিল।

হরিশ তখন হাতের হুঁকাটা নামাইয়া কলিকাটা খুলিয়া ফেলিয়া অপর কলিকার নিকট রাখিয়া দিয়া হুঁকাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর খড়মের শব্দে বাড়ী মুখরিত করিয়া—পল্লীগ্রামের মৃত্তিকার বাটী সে শব্দে যতটা মুখরিত হইতে পারে মাত্র ততটুকুই!—তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন।

অন্দরে তাঁহার মাত্র দুইটী স্ত্রীলোক ছিল;—একজন বহুদিনের পুরাতন পরিচারিকা বৃদ্ধা শ্যামা, অপরটী তাঁহার বালবিধবা কন্যা মাধবী! বাটীর মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণীটী ছিল না। পত্নী তাঁহাকে সংসারের ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পরপারে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার সময় স্বামীর অন্তরের সমস্ত কোমলতাটুকু যেন নিঃশেষ করিয়াই মুছিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহার এই পত্নীবিয়োগের পর হইতেই কাঠিন্য ও হৃদয়হীনতাটা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এতবড় জগৎটার মধ্যে এক-মাত্র মাধবীকেই তিনি অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন, সেই জন্য একমাত্র তাহারই নিকট তিনি নিরীহ বালকটীর মত শান্ত শিষ্ট ভাবে থাকিতেন। মাধবী মধ্যে মধ্যে পিতার হৃদয়হীনতার কথা শুনিতে পাইত, কিন্তু সে কোনমতে সেগুলাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিত না। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না যে, তাঁহার এমন স্নেহ-কোমল পিতার নামে লোকে এমন শত কথা রটনা করে কি করিয়া?

অন্দরে প্রবেশ করিয়াই হরিশ নিত্যকার মত ডাক দিলেন—"মাধবী!"—তাহার পর আপনার আহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানের আসনখানার উপর গিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। শরীরটাকে আজ যেন তাঁহার অনাবশ্যক ভার বোধ হইতেছিল; নিত্যকার মত সেদিন তাঁহার ক্ষুধারও উদ্রেক হয় নাই। তথাপি শুধু অভ্যাস বসেই তিনি যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারের জন্য আসিয়া বসিলেন।

রন্ধনশালার মধ্য হইতেই মাধবী,—"যাই বাবা!"—বলিয়া সাড়া দিল এবং তাহার প্রায় মিনিট তিনেক পরেই সে পিতার জন্য ভাত বাড়িয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া থালা হইতে তরকারীর বাটীগুলি নামাইয়া তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া দিল। তাহার পর দ্রুতপদে গিয়া দুই বাহুর সাহায্যে জলপূর্ণ ঘটীটা কাত করিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল। তৎপরে একখানা পাখা হাতে করিয়া তেমনি দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া আলোটা ঠিক্ করিয়া দিয়া পিতাকে বাতাস করিতে বসিল। পরক্ষণেই পিতার মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল; ভয়-চকিত কণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা!"

কন্যার ডাকে আহারে বিরত হইয়া হরিশ মুখ তুলিলেন। মাধবী সভয়ে দেখিল, পিতার চোখ দুইটা মর্দ্দিত শার্দ্দূলের মতই অতি ভীষণ হিংস্র দীপ্তিতে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। অন্তর তাহার পিতার অমঙ্গল-আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সভয়-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—"বাবা, তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে?"

"হ্যাঁ—না ঠিক্ অসুখ নয় যদিও, তবু শরীরটা বেশ ভাল বোধ হ'চ্ছে না আজকে!"—বলিয়া হরিশ পুনরায় আহারে মনঃসংযোগ করিলেন।

মাধবী নীরবে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। জীবনে কোন দিন হরিশ মাত্র এই একটী লোকের নিকট মিথ্যাকথা বলেন নাই—বলিতে পারেন নাই! আজও মাধবীর প্রশ্নের তিনি মিথ্যা উত্তর দেন নাই। শ্যামের কার্সাজির কথা জানিতে পারিবার পর হইতেই তাঁহার সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা জ্বালা অনুভূত হইতে-ছিল। সেটা যে দুর্জ্জয় ক্রোধেরই ফল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। শশীর নিকট সকল কথা শুনিয়া শ্যামের উপর তাঁহার যত না রাগ হইয়া-ছিল, অনুপের উপর রাগ হইয়াছিল, তাহার লক্ষ গুণ! অনুপের মত এক ছোট ছেলে ইচ্ছা করিলেই যাহাকে তিনি দুইটা নখের চাপে উকুন ছারপোকার মতই টিপিয়া মারিতে পারেন, তাহার এত সাহস যে, দুইদিন গ্রামে পদার্পণ করিতে না করিতেই সে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রামের ছোট লোকগুলাকে উত্তেজিত করে! এত সাহস যে ঐ টুকু ছেলে অনুপ কোথা হইতে পাইল, তাহা তিনি প্রথমটা ভাবিয়াই পাইলেন না। তাহার পর সহসা তাঁহার নীরদার কথা মনে পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পড়িল, এই বিধবা সহায়-হীনা নারী কেমন করিয়া তাঁহার স্বামীর শ্রাদ্ধের দিনে তাঁহাকে—শুধু তাঁহাকে কেন, সমস্ত গ্রামকে পরাজিত করিয়াছিলেন!

অতঃপর সহসা তাঁহার মাথায় একটা ফন্দি গজাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবিয়া তিনি শান্ত হইলেন যে, অনুপ তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছে, একটু চেষ্টা করিলেই তিনি তাহাকেই সেই ফাঁদে ফেলিতে পারিবেন। তাহাতে যে শুধু অনুপকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহার মাতার দর্পও ধূলির সহিত মিশাইয়া দিতে পারিবেন। এই কথাটা মনে হইতেই এক অতি নিষ্ঠুর, পৈশাচিক

আনন্দে অন্তর তাঁহার ভরিয়া উঠিল। আহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়াই গণ্ডূষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"ওকি বাবা, আজকে যে তুমি মোটেই কিচ্ছু খেলে না? যেমন ভাত তেমনি ফেলে রেখে, অমন ক'রে উঠে প'ড়্‌লে কেন?"

সস্নেহ দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া হরিশ বলিলেন—"শরীর ভাল না থাক্‌লে কোন কিছুই যে ভাল লাগে না মা!"

মাধবী আর জিদ্ করিল না। শুধু একটা জিনিষ দেখিয়াই সে তৃপ্ত হইয়াছিল যে, পিতার মুখে চোখে আবার পূর্ব্বের সেই স্নেহ-কোমল-ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আহার শেষ করিয়া হরিশ পুনরায় চণ্ডিমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর এক ক'লিকা তামাক সাজিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তিনি হুঁকা টানিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার কোন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবটাই তাঁহাকে দেখিলে যে কেহ মনে করিত।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার উড়িয়া ভৃত্য শ্যামকে সঙ্গে আনিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া দিয়া আপনার বাসায় চলিয়া গেল।

তামাক টানিতে টানিতে পরম নিশ্চিন্তভাবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই হরিশ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"শ্যাম, জরিমানার টাকা দশটা এনেছিস্?"

"না, খুড়ো-মশায়!"

"জরিমানা তুই তা' হ'লে দিবি নাই ঠিক্ ক'র্‌লি, কি বল্?"

"এমন কথা কি আমি মুখে আন্‌তে পারি, খুড়ো-মশায়?"

"মুখে না আন্‌তে পার্‌লেও, কাজে ত' ক'রে দেখাচ্ছ!"

শ্যামের মনে একটু ভয় হইল,—খুড়া-মশায়, তাহার পুলিশে গিয়া

ডায়েরী লিখাইয়া আসার কথাটা জানিতে পারিয়াছেন নাকি? তখন একটা ঝোঁকের মাথাতেই সে অনুপের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুলিশে গিয়া ডায়েরী লিখাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর অনুপ বাড়ী চলিয়া গেলে একা বসিয়া সকল কথা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে তাহার এই কাজটার জন্য মনে একটা অনুশোচনা ও ভয় দেখা দিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, অনুপ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোনমতেই সে তাহাকে খুড়া-মশায়ের নিদারুণ ক্রোধ হইতে শেষ অবধি রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু হাতের ঢিল একবার ছুড়িয়া ফেলিবার পর আর সহস্র চেষ্টা করিলেও ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় না—সে ঝোঁকের মাথায় যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন আর তাহা মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই নাই। সেই জন্যই শঙ্কিত-অন্তরে শ্যাম প্রশ্ন করিল,—"কি ক'রে খুড়ো-মশায়?"

"এই টাকা না দিয়ে!"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া হরিশ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"কাঁদুনী ত' তোর ঢের শুন্‌লুম, এখন টাকা দশটা দিবি কি না বল্ দেখি?"

"দশ টাকা দেওয়া এখন আমার পক্ষে যে একেবারেই সম্ভব নয়, তা' ত' আপনাকে সকালবেলাই ব'লেছি খুড়ো-মশায়!"

"তা' হ'লে দিবি না, এই ত'?"

"এ থেকে যদি তাই বোঝেন, তবে তাই!"

"তাই ত' বোঝাচ্ছে রে! দেখ্ রে শ্যাম, আমরাও ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না, সবই বুঝি, দেবার যদি তোর ইচ্ছে থাকৃত, তা' হ'লে ধার কর্জ্জ ক'রে অনেক রকমেই টাকাটা তুই দিতে পার্‌তিস্।"

"না খুড়ো-মশায়, চিরকালই ত' আমার অবস্থা দেখে আস্‌ছেন,

আমার মত ছাঁ-পোষা মানুষ কোন্ সাহসে টাকা কর্জ্জ ক'র্‌বে?—কি তার্ সঙ্গতি আছে, সে ঋণ সে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বে?"

"তা' হ'লে ভিটের মায়াই ত্যাগ ক'র্‌লি, কেমন?"

"কর্জ্জ ক'র্‌লেও ত' একদিন মায়া-ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ত, উপরন্তু তাগাদা—গালাগাল মন্দও সহ্য ক'র্‌তে হ'ত, তা' না হয় সে সব-গুলো না স'য়ে দু'দিন আগেই ভিটে ছেড়ে গাছতলায় এসে দাঁড়াব।"

"তোর যে দেখ্‌ছি সব ওজন করা যুক্তি রে! এ সব যুক্তি কোথায় পেলি র‍্যা শ্যাম?"

"কোথায় আর পাব খুড়ো-মশায়, ব'সে ব'সে এই সব কথাই এতক্ষণ ভাব্‌ছিলুম।"

"আচ্ছা, তুই তা' হ'লে এখন যেতে পারিস্—আর অনর্থক তোকে আট্‌কে রেখে লাভ কি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্যাম চলিয়া গেল।

শ্যাম চলিয়া যাইবার পর হরিশ কিয়ৎক্ষণ অবধি বসিয়া কি চিন্তা করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বীভৎস পৈশাচিক হাস্যে সমস্ত মুখ-খানা তাহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই আবার তিনি ডাকিলেন,—"মেধো!"

পুনরায় সেই উড়িয়া ভৃত্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিশ গলার স্বরটা একটু খাটো করিয়া বলিল,—"ভীমে বাগ্‌দীকে একবার চট্ ক'রে ডেকে আন্ দেখি!"

ভৃত্য নীরবে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কলিকাটা ঢালিয়া সাজিলেন। তাহার পর চণ্ডী-

মণ্ডপের উপর বিছান খেজুর-পাতার চেটাইয়ের উপর বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে জোরে জোরে হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

এমনি ভাবে প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। তাহার পর উড়িয়া-ভৃত্য ও তাহার পশ্চাতে যমদূতাকৃতি ভীমে সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য চলিয়া গেলে হাতের হুঁকাটী নামাইয়া রাখিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভীমে, আমার কাছে আয়!"

চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া ভীম হরিশকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মাটির উপর ধসিয়া পড়িল। হরিশ চেটাইয়ের শেষ সীমান্তে উপনীত হইয়া যতটা সম্ভব ভীমের নিকটে গিয়া অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে কি সব ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ভীম মুখে একটা কথাও কহিল না, শুধু মধ্যে মধ্যে মস্তক আন্দোলন করিয়া সে হরিশকে জানাইয়া দিতেছিল যে, তাঁহার কথা সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে! এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিবার পর ভীম পুনরায় তাঁহাকে আর একটী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

হরিশ পুনরায় কলিকাটা ঢালিয়া সাজিলেন। ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছিল, হরিশের কিন্তু শয়ন করিতে যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। ক্রমেই তিনি যেন অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় সন্তর্পণে চোরের মত হরিশের চণ্ডীমণ্ডপে ভীম আসিয়া প্রবেশ করিল। দুই জনের চোখে চোখে কি একটা ইঙ্গিত হইয়া গেল। তাহার পর উভয়েই বিশ্রামের জন্য চলিয়া গেল।

[১০]

সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই অনুপ দেখিতে পাইল, একজন আধা-ভদ্র-গোছের লোক তাহার বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া মামাবাবুর সহিত আলাপ করিতেছেন। অনুপ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই, সে লোকটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুপকে নমস্কার করিল। লোকটীর যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল। মাথার চুলগুলির অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছিল। অনুপ তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া বসিতে বলিয়া নিজেও বসিল।

অনুপ কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই লোকটা মাথা চুল্‌কাইয়া বলিতে লাগিল,—"আমার নাম ধর্ম্মদাস মণ্ডল। গ্রামের মাইনর স্কুলের আমি হেড্‌মাষ্টার। আপনার কাছে একবার এসেছিলুম, যদি আপনি দয়া ক'রে আমাদের স্কুলে একবার পদার্পণ করেন!"

অনুপের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই দয়া করিয়া পদার্পণ করার পশ্চাতে কোন সদুদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। তথাপি কিন্তু সে সহাস্য-মুখেই ধর্ম্মদাসকে বলিল,—"অবশ্যই যাব, তার জন্যে আর আপনার অত ক'রে বল্‌বার দরকার কি? তবে হাতে আমার গোটা-কতক রোগী আছে, কাজেই আপনাকে নিশ্চয় ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌ছি না যে, আজই ঠিক যেতে পার্‌ব কি না। দু-তিন দিনের ভেতর যে আমি নিশ্চয় যাব, সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন।"

মণ্ডল গাত্রোত্থান করিয়া, আর একবার অনুপকে প্রণাম করিল। তাহার পর অনুপ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই, সে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আস্বাদ ও মস্তকে রক্ষা করিল।

অনুপ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"করেন কি মশায়? আমার চেয়ে বয়েসে আপনি কত বড়, আর আপনি কিনা অনায়াসে আমার পায়ে হাত দিলেন?"

"তাতে আর দোষ কি বাবু? আপনি হ'লেন ব্রাহ্মণ—নারায়ণ-তুল্য। তা যাক্, তাহ'লে দয়া ক'রে আমাদের কথাটা ভুল্‌বেন না। আমায় আবার নিজের হাতে পাক ক'রে খেতে হয়, কাজেই আমি আর ব'স্‌তে পার্‌ছি না, তা হ'লে স্কুলের দেরী হ'য়ে যাবে।"

"না, কথাটা আমার মনে থাক্‌বে!"

মণ্ডল তখন কতকটা সুস্থিরচিত্তে আর একবার নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

অনুপ তাহার মাতুলকে বলিল,—"গ্রামের লোকগুলোর রকম দেখে, আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি মামাবাবু!"

"দিদি আর তুই মনে মনে যে কি বুঝেছিস্ অনুপ, তা' ব'ল্‌তে পারি না, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে ব'ল্‌তে পারি যে, তোরা মায়ে পোয়ে প'ড়ে যদি এম্‌নি ক'রে দু-হাতে বিতরণ ক'র্‌তে বসিস্, তা হ'লে নলিনবাবুর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাগুলো শেষ হ'তে একটা বছরও পূরো লাগ্‌বে না।"

মাতুলের কথা শুনিয়া অনুপ একটু মৃদু হাস্য করিল মাত্র, কোন কথা বলিল না। ঠিক সেই সময়ে ভৃত্য তাহাদের দুই জনের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। অনুপ একবার বাটীর বাহির হইলে তাহার আর জল খাওয়ার অবসর হয় না দেখিয়া, নীরদা শেষে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, জলযোগ না করিয়া অনুপের কোন মতেই বাহিরে যাওয়া হইবে না। জননীর কথা এড়াইতে না পারিয়া অনুপ শেষে তাহাতেই সম্মত হইয়াছিল।

জলযোগ শেষ করিয়া অনুপ বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া মাতুলকে বলিল,—"আমায় যদি কেউ খুঁজ্‌তে আসে, তা হ'লে তাকে একটু ব'স্‌তে ব'ল্‌বেন, আমি এখুনি শ্যামের বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌ছি।"

শ্যামের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল, শ্যাম তাহার উঠানের মাঝখানে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে, আর তাহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয় বিহ্বলভাবে তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে!

অনুপ প্রশ্ন করিল,—"বিনি কেমন……" বলিতে বলিতে সহসা সম্মুখে দৃষ্টি পড়ায়, সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বহুক্ষণ অবধি তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। বিহ্বলদৃষ্টিতে সে শুধু শ্যামের ঘরখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামও এম্‌নি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল যে, অনুপের ডাক তাহার কাণেই পৌঁছিল না। সে যেমন বসিয়াছিল, তেম্‌নি বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে অনুপের চেতনা হইল। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—এ কি ভীষণ অত্যাচার! কতকটা রূঢ়কণ্ঠেই সে ডাকিল,—"শ্যাম!"

চমকিয়া আহত কুকুরের মতই শ্যাম সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া অনুপের দিকে ফিরিল। তাহার পর অনুপকে দেখিয়া গভীর অবসাদভরে পুনরায় বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"ওঃ, দাদাবাবু!"

সে কথা কাণে না তুলিয়াই অনুপ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এ সব কিরে শ্যাম?"

"পুলিশে ডায়েরী লেখানর ফল দাদাবাবু। এমনটা যে হবে, তা আমি কাল রাত্রেই কতকটা অনুমান ক'রেছিলুম!"

দুর্জ্জয় নিষ্ফল ক্রোধে অনুপ গর্জ্জাইতে লাগিল। কতক্ষণ অবধি

তাহার কথা বলিবার শক্তিটা অবধি রহিল না। তাহার পর সে শ্যামকে বলিল,—"বিনি কোথায়? তাকে ত' দেখ্‌ছি না?"

"আর কোন দিন দেখ্‌তেও হবে না দাদাবাবু, সে আমাদের সকল ভাব্‌নার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মরে বেঁচেছে।"

"বিনি মরে গেছে?—অ্যাঁ? বল কি শ্যাম? কাল সন্ধ্যার সময়ও ত' দেখে গেছি, সে ভাল আছে!"

"সেই ভাল থাকাই তার কাল হ'য়েছিল দাদাবাবু, তা না হ'লে হয় ত' সে মর্‌ত' না।"—বলিতে বলিতে মাথাটা তাহার আবার দুই হাঁটুর মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িল। গভীর শোকে অশ্রু তাহার জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছিল, চোখে তাহার একটী ফোঁটাও জল ছিল না। কিন্তু মুখখানা তাহার খুনী আসামীর মতই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় তাহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ কন্যা কাঁদিয়া উঠিল;—"বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে!"

ঠিক মর্দ্দিত-লাঙ্গুল শার্দ্দূলের মতই শ্যাম এমন বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, মেয়েটার ক্ষুধা ত' কর্পূর বা স্পিরিটের মত, নিমেষমধ্যে উবিয়া গেলই, উপরন্তু কান্নাটাও সম্পূর্ণ অসম্ভাবিতভাবে বন্ধ হইয়া গেল।

শ্যাম বলিল,—"ক্ষিদে পেয়েছে ত' আমার গায়ের মাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খা, আর কি! কিন্তু ফের যদি কাঁদ্‌বি ত' এই এম্‌নি ক'রে ঠ্যাং ধরে একটী আছাড়ে মেয়ে-জন্ম ঘুচিয়ে দেব!"—বলিয়া অতি নৃশংস-ভাবেই সে কন্যার একটা পা ধরিয়া এমন একটা হাঁচ্‌কা টান দিল যে, মেয়েটা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গেল।

অনুপ বিপুল বিস্ময়-ভরে শ্যামের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার সম্মুখে যে বিপুল কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা

সে এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। শ্যামের এই অত বিরূপ ব্যবহার দেখিয়াও মুখ দিয়া তাহার একটা কথাও বাহির হইল না। সে শুধু স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিল যে, মানুষের একদিনে এতটা পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হয়? কালও সে দেখিয়াছে যে, এই শ্যামই তাহার পথভ্রষ্টা কন্যার জন্য কত না স্নেহ-যত্ন প্রকাশ করিয়াছে!—এই মা-মরা মেয়ে দুইটার উপরও তাহার মমতা বড় কম ছিল না; কিন্তু সেই শ্যামই আজ তাহার বোধহীনা ক্ষুধাতুরা কন্যার প্রতি যে ব্যবহার করিল, তাহাতে স্নেহের ত' কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, বরং নৃশংসতাই প্রকাশ পায়।

দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পথের ধারের ক্ষুধাতুর কুকুরগুলা যেমন করিয়া ধুঁকিতে থাকে, অনুপের মনে হইল শ্যামের অবস্থাও ঠিক্ তদ্রূপ। কিন্তু কেন যে সহসা তাহার অবস্থা এরূপ হইল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না!—এটা কি কন্যার শোক?—না ঘরখানা পুড়িয়া যাওয়ার বেদনা?—অথবা দুই-ই!

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া যাইবার পর অনুপের যেন চেতনা হইল। সে শ্যামকে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"শ্যাম, ব্যাপারটা কি খুলে বল আমায়। বিনি মারা গেল কি ক'রে?"

শ্যাম জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল চোখ দুইটা অনুপের মুখের দিকে রাখিয়া কতক্ষণ অবধি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—যেন অনুপের কথাটা সে ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর অকস্মাৎ উচ্চ-হাস্য করিয়া সে বলিল,—"ও, আপনি ব্যাপারটা জান্‌তে চাচ্ছেন? ব্যাপারটা খুব চমৎকার!—অর্থাৎ কি যে হ'য়েছিল, তা' আমি ঠিক্ জানি না।"

বিস্ময়-ভরে অনুপ প্রশ্ন করিল,—"সে আবার কি ?"

"কাল রাত্তিরে আমি ম'রে ঘুমিয়েছিলুম, দাদাবাবু!"

"ঘর জ্ব'ল্‌ছে আর সেই ঘরের মধ্যে শুয়ে তুমি এমন ঘুম ঘুমুলে যে কিচ্ছু টেরই পেলে না একেবারে ?"

"ঘরে কি কাল শুয়েছিলুম দাদাবাবু! কাল রাত্তিরে কি রকম গেছ্‌ল মনে আছে ত' ? তার ওপর খুড়ো আবার রাত্তিরে তলব ক'রেছিল। এই সব পাঁচ কারণে মেয়ে দুটোকে নিয়ে আমি এই উঠনে একটা চ্যাটাই বিছিয়ে শুয়েছিলুম। বিনি কাল বিকেলা থেকেই বেশ ভাল ছিল, তাই সে নিশ্চিন্দি হ'য়ে ওই ভাঙা তক্তাপোষের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছিল !"

শ্যামের কথা শুনিয়া অনুপের কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত দৃশ্য যেন সজীব হইয়া উঠিল। তাহার পর কি হইল, মনে করিতে গিয়া সে বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া সে কেবলমাত্র বলিল,—"তারপর ?"

"তারপর আর কি দাদাবাবু! রাত্তির তখন তিনটে কি চারটে ঠিক্ ব'ল্‌তে পারি না, মট্‌কা-ভেঙে পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে প্রথমটা আমার মনে হ'ল বুঝি বেলা হ'য়ে গেছে, চারিদিক আলোয় এমনি কুরকুট্টি হ'য়ে উঠেছিল। তারপর ভাল ক'রে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখ্‌তেই আদত ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌লুম। ঘরের তখন চালটা নিঃশেষ হ'য়েই পুড়ে গেছে, শুধু জান্‌লা কবাট আর খুঁটীগুলো জ্ব'ল্‌ছে।"

"তখনই আমার মনে প'ড়্‌ল, বিনি ঘরের ভেতর শুয়ে আছে। পাগলের মত তখনই ঘরের ভেতর ছুট্‌লুম। ঘর তখন অগ্নিকুণ্ডু!

আমার কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত ছিল না। ঘরের ভেতর ছুটে গিয়েই যা দেখ্‌লুম, তাতে আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে আমি বেরিয়ে এলুম।"

আশ্চর্য্য হইয়া অনুপ বলিল,—"বিনিকে বের ক'রে আন্‌লে না ?"

উচ্চহাস্য করিয়া সে বলিল,—"বিনি কোথায় দাদাবাবু যে তাকে বের ক'রে আন্‌ব ?"

"কেন, সে কি আগেই বেরিয়ে প'ড়েছিল ?"

গভীর বেদনায় একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া শ্যাম বলিল,—"হা ভগবান্, তা' যদি সে পার্‌ত! আমি গিয়ে দেখ্‌লুম, মরে ত' তখন সে গেছেই, উপরন্তু তার দাহর কাজও প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। ভাঙা তক্তাপোষ-খানা ধাউ ধাউ ক'রে 'জ্বলে যেটুকু বা বাকী ছিল, তাও সেরে দিচ্ছিল।"

অনুপ বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিবার মত কথা বহুক্ষণ অবধি সে খুঁজিয়াই পাইল না। তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল,—"শ্যাম, এখন কি ক'র্‌বে মনে ক'রেছ ?"

"এখন ত' আর কর্‌বার মতন কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না দাদাবাবু, তবে দিন কতকের ভেতর আমায় একটা মস্ত কাজ ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

অনুপ তাহার কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—"তার মানে ?"

শ্যাম সে কথা কাণেও তুলিল না। বলিতে লাগিল,—"হ্যাঁ, সে কাজটা না ক'রে আমি কোন মতেই শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব না। যেমন ক'রে হয় আমায় ক'র্‌তেই হবে। আমরাও ত' ঘাসের দানা খেয়ে

মানুষ নয়—সবই বুঝতে পারি। আমি সেই মরা মেয়ের চিতা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রেছি, সন্তানের শোক যে কত বড় শোক, তা আমি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব তাকে। আমার বুকে যেমন শক্তিশেল হেনেছে, ঠিক্ এম্‌নি শক্তিশেলই আমি তারও বুকে হান্‌ব!—ওঃ!—ওঃ!—ওঃ! ভগবান্, কবে—কতদিনে আমার সেদিন আস্‌বে?"

অনুপ তাহার কথাগুলার কোন অর্থ-সমন্বয়ই করিতে না পারিয়া, কতকটা বিরক্তচিত্তে বলিল,—"কি পাগলের মত যা তা ব'কৃছ শ্যাম? ওঠ, কি ক'র্‌বে ঠিক্ ক'রে ফেল।"

"পাগলের মত?"—বলিয়া শ্যাম হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—"বলেন কি আপনি দাদাবাবু? এমন বাপে আমায় পয়দা করেনি দাদাবাবু, দেখে নেবেন, এই শ্যেমো গয়লার কথাও যা, কাজও তা—একতিল নড়-চড় হবে না!"

"বেশ, তাই কোরো, এখন কি ক'র্‌বে বল?"

"এখন? এখন ত' আর আমার কর্‌বার কিচ্ছু নেই দাদাবাবু, সব কিছুই ত' আপনা আপনি হ'য়ে গেছে। এখন শুধু এই মেয়ে দুটোকে মামার বাড়ী ফেলে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লেই ঝাড়া হাত-পা হ'তে পারি।"

অনুপ হতাশ হইয়া উঠিল,—"না, আমার সঙ্গে আদালতে চল। এতবড় অত্যাচারটা এমনি ক'রে মুখ বুজে সইবে শ্যাম?"

শ্যাম পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল,—"মুখ বুজে ত' নিশ্চয়ই সইব না দাদাবাবু, কিন্তু আদালতেও যাব না।"

শ্যামের কথা শুনিয়া অনুপ হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যাম পুনরায় বলিতে লাগিল,—"না দাদাবাবু, আদালতে আমি কিছুতেই যাব না, যদিও আমি জানি এ কাজ কার।"

"যদি জান, তবে আদালতে যাবে না কেন?"

"দেখুন দাদাবাবু, প্রাণটা আপনার দেবতার মতন, লেখা পড়াও অনেক শিখেছেন, কিন্তু এখনও ছেলেমানুষ ত' হাজার হোক্!"—বলিয়া শ্যাম জুল্ জুল্ করিয়া অনুপের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুপ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, কি সে বলিতে চাহে; কাজেই কোন প্রতিবাদ না করিয়া সে তাহার বাক্য-সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অবধি এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া শ্যাম পুনরায় বলিল,—"ছেলে-মানুষ ব'লেই বুদ্ধিটা আপনার এখনও পাকে নি। খুড়োর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চ'ল্‌তে এখনও আপনাকে বহুৎবার পোড় খেতে হবে, তবে যদি কোন দিন ওর সঙ্গে পারেন!"

মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইয়া অনুপ বলিল,—"এর সঙ্গে তোমার আদালত যাওয়ার যে কি সম্পর্ক, তা' ত' বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।—আর সে কথা আমার বুঝেও কাজ নেই, সোজা ক'রে বল, তুমি এ অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'র্‌তে চাও, না আদালতে গিয়ে এর প্রতিকার ক'র্‌তে চাও?"

"রাগ ক'র্‌বেন না দাদাবাবু, কিন্তু আগেই ত' বলেছি আপনাকে, আদালতে আমি যাব না, তার কারণ সেখানে গিয়ে কোন ফল নেই—দেখ্‌বেন আপনি, জলের মত আপনার অর্থব্যয় হ'য়ে যাবে, কিন্তু প্রতিকার কোন কিছুই হবে না। তবে মুখ বুজেও আমি এ অত্যাচার সহ্য ক'র্‌ব না; পাড়াগাঁয়ে থেকে থেকে আমার চুলগুলো আজ সাদা হ'তে ব'সেছে, আমি এখানকার লোকজনকে যত চিনি, আপনি কিছু

ততটা জানেন না। আমি জানি, কি ক'র্‌লে এখানকার লোকে ঠিক জব্দ হয়।"

"কি ক'র্‌লে শুনি ?"

"কাজীর বিচার। হাত ভেঙে দিলে, বিচারে আসামীর হাতই ভাঙ্‌তে হবে, জেল দিলে চ'ল্‌বে না।"

বিরক্ত হইয়া অনুপ বলিল,—"আর আদালতে গেলে শুধুই টাকার শ্রাদ্ধ হবে, কোন ফল হবে না বুঝ্‌লে কিসে ?"

"এই জন্যে বুঝেছি যে, এক ত' আপনি চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে বলাবার মত সাক্ষীই খুঁজে পাবেন না, যদি বা পান, তা' হ'লেও সারা গ্রাম উপুড় হ'য়ে প'ড়ে প্রমাণ ক'রে দেবে যে, চক্রবর্ত্তী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, শুধু আকোচ আছে ব'লেই তাকে আমরা জব্দ কর্‌বার জন্যে এই গোটাকতক সাজান সাক্ষী নিয়ে এই কাণ্ডটা ক'র্‌ছি !"

"সাক্ষী যোগাড় করার ভার ত' তোমার নয়, সে ঝঁক্কি ত' আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছি।"

"তা' নিয়েছেন বটে, কিন্তু যোগাড় ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌বেন, কি রকম নাকানি-চোবানী খেতে হয়।"

"বেশ ত', সে ত' আর তোমায় খেতে হবে না, তবে তোমার অত ভয় কেন ?"

"সত্যি দাদাবাবু, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, আপনি একটী সাক্ষীও পাবেন না।"

"বেশ, যদি পাই, তা' হ'লে ত' যেতে রাজী আছ ?"

"আমায় মাপ করুন দাদাবাবু, আমি যাব না—আদালতে গিয়ে আর নতুন ক'রে লোক হাসাব না।"

অনুপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। মনের ভিতর তাহার একটা অনুশোচনা মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। এই সব লোকের হিতের জন্য সে অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যয় করিতেছে, আর ইহারাই অকাতরে তাহার সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নির্লজ্জ বিড়ালের মত শত অবমাননা—শত লাঞ্ছনা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে বদ্ধ-পরিকর। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কি ফল অনর্থক ইহাদের জন্য অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া?

কিয়ৎক্ষণ অবধি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনুপ বলিল,—"তা' হ'লে আদালতে তুমি কিছুতেই যাবে না, কি বল শ্যাম—তা' হ'লে আমার আর এখানে কর্‌বার কিছু নেই, আমি তবে চল্লুম, কি বল?"

"দাদাবাবু, আমার কথা শুনুন, রাগ ক'র্‌বেন না। আমি যা ব'ল্লুম, ভেবে দেখুন, সে কথাটা সত্যি কি না।"

"না, রাগ আর ক'র্‌ব কার ওপর। মনে ক'রেছিলুম, এই যে তোমাদের ওপর নিত্যি অত্যাচার চ'লেছে, তার কতকটা প্রতিবিধান ক'র্‌ব, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। তোমরা একেবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছ যে, হরিশ চক্রবর্ত্তী তোমাদের ওপর যত বড় অত্যাচারই করুক্ না কেন, তোমরা একটা মুখের কথা ব'লেও তার প্রতিবাদ ক'র্‌বে না, নীরবে সহ্য ক'রে যাবে সব।"

"না দাদাবাবু, ঐ খানটাতেই আপনার বোঝ্‌বার ভুল হ'য়েছে। হরিশ চক্রবর্ত্তীর অত্যাচার আর যে মুখ বুজে সহ্য করে করুক্, আমি তা' ক'র্‌ব না। মেয়ের চিতা ছুঁয়ে আমি যে প্রতিশোধ নেবার শপথ করেছি, তা' নেবই। আর আপনিও যদি আর দিন দশেক গ্রামে থাকেন ত' দেখ্‌তে পাবেন, শ্যাম ঘোষ আর যে বিষয়েই মিথ্যে কথা বলুক্, এ বিষয়ে মিথ্যে আস্ফালন সে করেনি।"

"কি তুমি ক'র্‌তে চাও, শুনি ?"

"মাপ ক'র্‌বেন দাদাবাবু, ঐটী আমি পার্‌ব না। মনে ক'র্‌বেন না যে, আপনাকে অবিশ্বাস করি ব'লে ওকথা ব'ল্‌ছি। আমি জানি, সারা গাঁয়ের মধ্যে আপনার চেয়ে বেশী হিতৈষী কেউ আমার নেই ; কিন্তু তবু আপনার কাছেও সে কথা ব'ল্‌তে আমি সাহস করি না। কেন জানেন ? আপনাকে ত' আগেই ব'লেছি, এ গাঁয়ের বাতাসেরও কাণ আছে—মুখ আছে !"

অনুপ চিন্তা করিতে লাগিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শ্যাম মনে মনে কি একটা মৎলব স্থির করিয়াছে—কিন্তু সে মৎলব কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে সে কোনমতেই সে কথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। কথাটা বুঝিতে পারিয়া অনুপ বলিল,—"আমি তোমার গুপ্ত কথা শোন্‌বার জন্যে যে খুব বেশী উৎসুক, তা' নয়, তবে সেটা শুন্‌তে চাইছিলুম, এই জন্যে যে, তা' হ'লে তোমায় অন্ততঃ কাজটা ভাল ক'র্‌ছ কি মন্দ ক'র্‌ছ, সে কথাটাও ব'ল্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু যাক্ সে কথা, এখন ভাল ক'রে ভেবে দেখ, নিজের হাতে এই সাজা দেবার ভারটা নিয়ে ঠিক্ ক'র্‌ছ কি অন্যায় ক'র্‌ছ।"

"সে কথা ভেবেই বা ফল কি দাদাবাবু ? এই ত' কাল আপনার সঙ্গে গিয়ে পুলিশে ডায়েরী ক'রে এলুম, কিন্তু যা' ঘট্‌বার তা' ত' নির্ব্বিঘ্নেই ঘটে গেল, কই, কেউ ত' তা' রক্ষে ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না ? তবে এতেই বা ফল কি ?"

"রক্ষে কেউ ক'র্‌তে পার্‌লে না তা' সত্যি, কিন্তু এইবার আমার সঙ্গে আদালতে গেলেই দেখ্‌তে পেতে, ফল কিছু হ'ত কি না।"

"রাগ ক'র্‌বেন না দাদাবাবু, ফল কিচ্ছু হ'ত না।"

"কেন ?"

"কি ক'রে আপনি প্রমাণ ক'র্‌তেন যে, হরিশই আমার ঘরে আগুন দিয়েছে ?"

"সেটা কি খুব বেশী শক্ত কথা ? হরিশ তোমায় যে গোড়া থেকেই ভিটে-ছাড়া ক'র্‌বে ব'লে শাসাচ্ছে, কাল সে কথা আমরা ডায়েরীতে লিখিয়ে এসেছি। তারপর কাল রাত্তিরে তোমায় ডেকে যা' সে ব'লেছে, তাই ত' তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আমি ক'র্‌তে চাচ্ছিলুম, তারও ওপর আর জনকতক সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করাব যে, তার অসাধ্য কোন কাজই পৃথিবীতে নেই—ঘরে আগুন দেওয়া ত' সামান্য কথা।"

"তা' সে যাই হোক্ দাদাবাবু, আমি কিন্তু কোনমতেই আদালতে যাব না, তা' আপনি যত লোভই দেখান।"

কথাটা শুনিয়া অনুপের অত্যন্ত রাগ হইল। সে যেন নিজের কোন স্বার্থ-সাধনের জন্যই তাহাকে আদালতে যাইবার কথা বলিতেছে, এমনি ভাবেই কথাটা তাহার কাণে বাজিল।

গম্ভীর-মুখে অনুপ বলিল,—"কাজ নেই তোমার আদালতে গিয়ে। আমি তা' হ'লে এখন বাড়ী চল্লুম—যদি কোন কিছুর দরকার হয় ত' আমার কাছে যেতে পার!"

কথাটা বলিয়াই সে দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামের উত্তর শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্রও আগ্রহ ছিল না।

অনুপ চলিয়া গেলে, শ্যাম আবার তেমনি করিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখের দগ্ধ চালাটা এম্‌নি খা খা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, তাহার দিকে চোখ ফিরাইতেও অন্তর তাহার ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর ঐ ঘরের মধ্যেই যে

তাহার প্রিয়তমা কন্যার চিতা রচনা হইয়াছে এবং এখনও যে তাহার ভস্ম-স্তূপ উহার মধ্যেই পড়িয়া আছে, এই মর্ম্মন্তুদ স্মৃতিটা কেবলই তাহাকে যেন বিঁধিতে ছিল। মনে মনে সে ভাবিতেছিল, দরিদ্র যাহারা—পরের পায়ের চাপে যে কোন মুহূর্ত্তে যাহাদের ইহলীলার অবসান হইতে পারে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি ভগবান দেন কেন? যদি বা দেন, তবে তাহাদের অন্তরেও পিতৃস্নেহের মধুর স্নেহ-স্রোতটা অন্ততঃ প্রবাহিত করিয়া দেন কেন? পিতা সে, কিন্তু কি অক্ষম—কত দুর্ব্বল যে সেই মরণাপন্না কন্যাকেও এই পৈশাচিক অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতাটুকু তাহার নাই!

কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে পড়িল যে, সারা গ্রামের মধ্যে একমাত্র যে ব্যক্তি তাহার বড় অভাব—বড় বিপদের দিনে আপনার জনেরও অধিক করিয়াছে, সেই অনুপও আজ তাহারই ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিতেই সে বুঝিতে পারিল, কাজটা তাহার পক্ষে মোটেই শোভন ত' হয়ই নাই, উপরন্তু ইহাতে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আজ যে সে সকলের চেয়ে নিঃস্ব—আজই যে তাহার অভাব—সাহায্য সকলের চেয়ে বেশী দরকার, কিন্তু অনুপ ত' তাহা বুঝিল না—ক্ষুণ্ন অভিমানে তাহার সবার বড় অভাবের দিনেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল।

কি যে সে করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে একটা কথা তাহার মনে বেশ পরিষ্কারভাবেই জাগিতেছিল যে, মেয়ে দুইটাকে তাঁহাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া এখন তাহাকে ঝাড়া হাত পা হইতে হইবে। সেই উদ্দেশেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দুইদিন পরে হরিশ সেদিন সকাল বেলায় আপনার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, শুভ পহিলা বৈশাখের উগ্র-রৌদ্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে নয়টা কি দশটা বাজিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন অন্য লোক কেহই ছিল না। বিশেষ অধিবেশনের সম্ভাবনা না থাকিলে এরূপ সময়ে বড় একটা কেহ আসিত না। তবে প্রতিদিন বেলা একটা হইতে পাঁচটা অবধি চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিদিনই গুল্‌জার থাকিত, হরিশের সমবয়সী অনেকগুলি লোক তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে পাশা খেলিত এবং যাহাদের খেলিবার সৌভাগ্য হইত না, তাহারা পরের কুৎসা করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিত।

হরিশ কিন্তু আজ এই অসময়েই খেলো হুঁকায় টান দিতে দিতে বারম্বার কাহার আশাপথ চাহিতে ছিলেন। তাঁহার প্রতীক্ষা বিফল হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সদয় শশব্যস্তে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিশের নিকটবর্ত্তী হইয়াই তিনি বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মশায়, আমায় ডেকেছেন ?"

হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া ভাল করিয়া আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া হরিশ বলিলেন,—"বোস, একটু দরকারে ডেকেছি।"

তাঁহার এই শান্ত ব্যবহারে সদয়ের কিন্তু অন্তরাত্মাশুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিল। দিনরাত পাতা হরিশের চ্যাটাইখানার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন,—"কেন বলুন দেখি চক্রবর্ত্তী মশায় ?"

"তোমার মেয়ের বয়েস ত' বারো উত্তীর্ণ হ'তে চ'ল্ল। তার বিয়ের কি ক'র্‌ছ, তাই জিগেস্ কর্‌বার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি, এত বড় মেয়ে আমাদের পাড়াগাঁয়ে ঘরে রেখে আজ অবধি কেউ সমাজে সচল থাক্‌তে পারে নি। তবে তুমি না কি বড় গরীব, সেই জন্যেই এতদিন অবধি কোন রকমে আমি মুখ থাব্‌ড়ী দিয়ে তোমায় চালিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আর ত' পারি না। আমার একার কথায় ত' হবে না, গ্রামের আর পাঁচজন মাতব্বর এই কালই আমার কাছে এই কথা তুলে তোমায় একঘ'রে ক'র্‌বার কথা ব'ল্‌ছিলেন। অনেক কষ্টে আমি তাঁদের নিরস্ত ক'রেছি। আমি ব'ল্লুম,—সদয় যে রকম গরীব, আর তার মেয়েটীও যে রকম ডাগর হ'য়ে উঠেছে, তাতে আমাদেরই দেখে শুনে চেষ্টা চরিত্র ক'রে, মেয়েটাকে পাত্রস্থ ক'রে দেবার ভার নিতে হবে, তা না হ'লে সদয়ের সে শক্তি কোথায়?"

চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিয়া সরল সদয়ের মন কৃতজ্ঞতায় উছলিয়া উঠিল। বিনীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"আপনারা পাঁচজনে গরীব ব'লে আমায় স্নেহের চোখে দেখেন ব'লেই না আমি এতদিন অবধি এখানে ভিটে-কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌তে পেরেছি—তা না হ'লে, অনেক আগেই আমায় মাগ্ আর মেয়ের হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ত—সে কথা কি আমিই জানি না—না বুঝি না?"

বাধা দিয়া হরিশ বলিল,—"এ ত পাড়া-প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হে, এতে আর আমাদের মহত্বটা কি আছে বল না? তা থাক্ সে কথা, এখন তোমার মেয়ের বিয়ের কি করা যায়, সেই কথারই একটা মীমাংসা ক'রে ফেলা যাক্।"

"আপনার বিশেষ অনুগ্রহ বই কি চক্রবর্ত্তী মশায়। তা যাই হোক্

আপনাদের আর কষ্ট দেবার কোন দরকার দেখি না, ভগবানই গরীবের ভরসা—তিনিই আমার রমার বিয়ের যোগাড় ক'রে দিয়েছেন।"

"ও, হ'য়ে গেছে তা' হ'লে। সে ত' অতি সুখের কথা! কোথায় ঠিক হ'ল? কবে বিয়ের দিন?"

"এই গাঁয়ের ভেতরই ঠিক হ'য়েছে, ৫ই বিয়ে, মাঝে আর চার্‌টী দিন আছে।"

"বটে! বটে! তা ভাল! গাঁয়ের মধ্যেই ঠিক হ'য়েছে যে, সেটা তোমার পক্ষেও বিশেষ সুবিধের কথা, ঐ একটী মেয়ে তোমার, কাছে-পিঠে হ'লে তবু সর্ব্বদা খবরটা আস্‌টা পাবে। তা কার সঙ্গে ঠিক হ'ল?"

"আজ্ঞে নলিনবাবুর ছেলে অনুপের সঙ্গে। আমার রমার যে এত সুখ অদৃষ্টে আছে, তা আমি কোন দিন মনে ক'র্‌তে পারিনি। তবে কি জানেন চক্রবর্ত্তী মশায়, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিন্‌টে জিনিষ আজ অবধি মানুষ আপনার আয়ত্তে আন্‌তে পারেনি, তাই এমন অসম্ভবও সম্ভব হ'তে চ'লেছে, যার কর্ম্ম সেই করাবে, আমি আর ভেবে কি ক'র্‌ব?—তা না হ'লে এখনও আমার ভয় হ'চ্ছে, এত সুখ বোধ হয় আমার রমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে না। নলিনবাবু না কি নিজে যেচে কথা দিয়ে রেখেছিলেন, তাই আজ একটী হত্তুকী দক্ষিণে দিয়ে মেয়েকে এমন ঘরে এমন বরে সম্প্রদান কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি। তা না হ'লে সুদয় মুখুজ্যের মত ভিখিরীর এমন কি সামর্থ্য যে, অমন ঘরে মেয়ে দেবার স্পর্দ্ধা ক'র্‌বে। নলিনবাবুর স্ত্রীও চমৎকার লোক, সেই যে কবে স্বামী তাঁর একটী হত্তুকী দক্ষিণে নিয়ে রমার সঙ্গে অনুপের বিয়ে দিতে ব'লে গেছ্‌লেন, আজও তিনি সেই কথাটী ঠিক মনে ক'রে রেখেছেন—আমার

কাছ থেকে একটা আধ্‌লা অবধি চাইলেন না, ব'ল্লেন, কর্ত্তা যা ব'লে গেছেন, ঠিক সেই-মতই কাজ হবে।"

সদয় আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তন্ময় হইয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া হরিশ কি মনে করিতেছেন—না করিতেছেন সে সব কোন কিছুই তাঁহার দেখিবার অবকাশ ছিল না। অবশেষে তাঁহার সে উচ্ছ্বাস শেষ হইলে যখন তিনি হরিশের দিকে চাহিলেন, তখন হরিশের মুখের ভাব দেখিয়া, বক্ষ তাঁহার একটা অজানা ভয়ে দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

হরিশের মুখখানা সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"দেখ সদয়, এ সম্বন্ধটা ঠিক কর্‌বার আগে আমাদের একবার জানিয়ে গেলে, আজ আর এত বিভ্রাট্‌ ঘট্‌ত না। এ বিয়ে ত' হ'তে পারে না। তা' যাক্‌, এই বেলা জান্‌তে পেরেছি, সেই ঢের—অন্য একটা ব্যবস্থা এখনও অনায়াসে ক'রে ফেল্‌তে পারা যায়।"

সভয়ে সদয় প্রশ্ন করিল,—"কিন্তু কেন চক্রবর্ত্তী মশায়? অমন ঘর..."

"হ্যাঁ, ঘরটা বাঞ্ছনীয় বটে! তবে তাই বা বলি কি ক'রে ধর না? নলিন চিরটা কাল বিদেশে কাটিয়েছে—শুন্‌তে পাই, হিঁদুর অখাদ্য অনেক কিছুই সে খেয়েছিল। তা যাক্‌গে মরুকগে, সে যখন মরেই গেছে, তখন আর মিছে তার কথা তুলে কোন লাভ নেই। তবে একমাত্র গুণ যে, লোকটা অনেক পয়সা রেখে গেছে, ও-ঘরে মেয়ে প'ড়্‌লে তোমার মেয়ের গায়ে দু'খানা সোনা-দানা প'ড়্‌বে—একমাত্র এই হিসেবেই যা' বাঞ্ছনীয় ব'ল্‌তে পার। তা' না হ'লে অনুপ ছোক্‌রা নিজে মোটেই ভাল না, দেখনি ওর বাপের শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে যায়নি, তারপর মাথা পিছু পাঁচ টাকা ক'রে দক্ষিণে দিয়ে তবে কাজ উদ্ধার করায়!"

সদয় সে সময়ের সকল কথাই জানিতেন ; কিন্তু সে কথার প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া অনর্থক আর সে কথার উত্থাপন না করিয়া শুধু প্রশ্ন করিলেন,—"অনুপ ত' তিনটে পাশ ক'রেছে চক্রবর্ত্তী মশায়..."

হাসিয়া হরিশ তাঁহার অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন,—"আরে কি পাগল দেখ দেখি! মানুষ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করার মত মুখস্থ বিদ্যে খাতায় উগ্‌রে দিয়ে দুটো পাশ ক'র্‌লেই তার সব দোষ খ'ণ্ডে যায় ?—এমন কথা তোমায় কে ব'ল্লে ?"

থতমত খাইয়া সদয় বলিলেন,—"তবে ?"

"অনুপ পাশ ক'রেছে বটে, কিন্তু শেখেনি কিছু। আর তা ছাড়া, বুদ্ধি-শুদ্ধি স্বভাব চরিত্রও তার ভাল নয়।"

"এ কথা ব'ল্‌ছেন কেন চক্রবর্ত্তী-মশায় ?"

"ব'ল্‌ছি যে তার কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই।"

অধিকতর কৌতূহলী হইয়া সদয় বলিলেন,—"তবু সে-টা যে কি, তা কি শুন্‌তে পাই না ?"

"তা অবশ্যই ব'ল্‌তে পার। তুমি যখন তাকে মেয়ে দিতে উদ্যত হ'য়েছ, তখন সব কথাই তোমার জান্‌বার অধিকার আছে বই কি !"

সদয় উৎসুকভাবে হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরিশ বলিতে লাগিলেন,—"সম্প্রতি শ্যাম ঘোষের বিধবা মেয়েটা বেরিয়ে গেছ্‌ল, তা বোধ হয় তুমি জান ? শ্যাম আবার তাকে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনে। তার নাকি বড় অসুখ ক'রেছিল। অনুপ ত' গ্রামে এসেই শ্যামের বাড়ী দিনরাত্তির আড্ডা গাড়্‌লে, বাড়ীতে শুধু সে দুবেলা দুটী খেতে আস্‌ত, তা না হ'লে অষ্টপ্রহরই সে শ্যামের

বাড়ী—লোকে ব'ল্লে, আহা অনুপের কি উঁচু মন, দিনরাত্তির সমান ক'রে প্রাণপণে বিনির চিকিৎসা ক'র্‌ছে। জান্‌তুম না ত' আগে, কাজেই আমিও তাই মনে ক'র্‌লুম বুঝি সত্যি! তার দিন-দুয়েক পরে ঐ পথ দিয়েই আমি একটু কাজে যাচ্ছিলুম, তাই ভাব্‌লুম, যাই একবার শ্যামের মেয়েটা কেমন আছে দেখি! ও মশায়, গিয়ে দেখি, বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে মেয়েটা ঠায় একদৃষ্টে চেয়ে হাস্‌ছে, আর অনুপ তার একখানা হাত আপনার কোলের ভেতর টেনে নিয়ে তেম্‌নি হেসে হেসে, চুপি চুপি কি ব'ল্‌ছে। একবার দেখেই ব্যাপারখানা আমি বুঝে নিলুম। সেখানে তখন আর জনপ্রাণীও ছিল না। আরে আমাদের তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, চালাকী ক'রে এখন আর আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া চলে? শিকারী বেরালের গোঁফ্ দেখ্‌লেই যে আমরা চিন্‌তে পারি!"—বলিয়া আপনার রসিকতায় তিনি আপনিই হাসিতে লাগিলেন।

অন্য কেহ অনুপের বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধের কথা সদয়ের নিকট বলিলে, তিনি তাহা কোনমতেই সহ্য ত' করিতেনই না, উপরন্তু হয়ত বা কাণে আঙুল দিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থানও করিতেন। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সদয়ের পক্ষে এ দুইটার কোনটা করাই সম্ভবপর হইল না। তাহার কারণ, চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামের মোড়ল ও সমাজের শিরোমণি এবং সর্ব্বোপরি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা অবিবাহিতা থাকার জন্য সদয় তাঁহার সম্পূর্ণ মুঠার মধ্যে! কাজেই শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না;—স্তব্ধ হইয়াই তিনি বসিয়া রহিলেন। হরিশকে গ্রামের সকলেই চিনিত, তাঁহার কথার পনেরো আনা তিন পয়সা বাদ দিয়া যে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, কিন্তু তথাপি সকলকেই শুনিতে হইত, শুধু শোনা নহে, মানিতেও হইত।

সদয়ের উত্তরের প্রতীক্ষায় দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হরিশ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"তারপর অনুপের জাত-বিচারও যে মোটে নেই, সে খবরও পেলুম। এই কালই ও গাঁয়ের নিতাই—সেই যে হে, বিধুর ভাই নিতাই!—সে এসেছিল আমার কাছে বেড়াতে। এসে দু-চার কথার পরই ব'ল্লে,—'চক্কবর্ত্তী খুড়ো, তোমাদের গাঁয়ে অনুপ না ঐ গোছের কি নাম, একটা নতুন ছোঁড়া কে এসেছে ব'ল্‌তে পারেন?' আমি বল্লুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনুপই তার নাম বটে। কেন কি ক'রেছে সে?' নিতাই ব'ল্লে,—'শুন্‌লুম সে নাকি বামুনের ছেলে, কিন্তু তার আচার ব্যাভার দেখে বামুন ব'লে ত' মনেই হয় না!' আমি একটু আশ্চয্যি হ'য়ে গেলুম। জিগেস ক'র্‌লুম,—'কেন বল দেখি?' নিতাই ব'ল্লে,—'আজ দিন চেরেক হ'ল আমাদের গাঁয়ের বছিরুদ্দির ছেলের ব্যামো হ'য়েছিল, তাতেই সে ছোক্‌রা একদিন রাত্তির বেলা সেখানে গেছ্‌ল। গিয়ে ছেলেটাকে দেখে শুনে ওষুদ্-বিষুদ্ দিয়ে ব'ল্লে, বছির তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে চ'লে এসেছি, জলটুকু অবধি খাইনি, এক ঘটি জল দাও ত' খাই। বছির তার মুখের দিকে খানিকটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে ব'ল্লে দাদাবাবু, আমরা হ'লাম মোছলমান, আর আপনি হাঁদু—বেরাহ্মণ, আমার ছোঁয়া জল আপনাকে কেমন ক'রে দি? ছোঁড়া হো হো ক'রে হেসে ব'ল্লে, এও কি আবার একটা কথা বছির? তুমিও মানুষ আমিও মানুষ, তবে তোমার ছোঁয়া জলটুকু খেতে আমার দোষটা কি? গলায় দুগাছা সুতো থাক্‌লেই কি সে অম্‌নি বড় হ'য়ে গেল? বছির ত' মহা খুসী! তখনই এক ঘটি জল এনে দিলে। আর ছোঁড়ার প্রবৃত্তিকেও বলিহারী যাই—ঢক্ ঢক্ ক'রে সে সেই জল খেলে গা!' নিতায়ের কথাটা আমি প্রথমে বিশ্বাসই ক'র্‌তে পারি নি,

তাই বল্লুম,—'আরে দূর পাগল, তাই কখনও হয়?' নিতাই ত' মহা ক্ষেপা! ব'ল্লে,—'আমি কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছি চক্রবর্ত্তী খুড়ো?' আমি বল্লুম,—'কেউ হয় ত মিছে ক'রে তোমায় এ কথা ব'লেছে।' সে ব'ল্লে,—আরে না মশায়, আমি সেখানে নিজে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে সব দেখেছি। বছিরের ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে আমি তখন তাকে দেখ্‌তে গেছ্‌লুম—আমার চোখের ওপরই এই সব কাণ্ড হ'ল।" একথার পর ত' আর প্রতিবাদ করা চলে না—এ যে চোখে দেখা লোকের কথা!"

সদয় অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। হরিশের এই অতি আগ্রহ-ভরে অনুপের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার উদ্যম দেখিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মানসিক ভয় এতদিনে সত্য হইয়াছে, রমার কপাল ভাঙিয়াছে—অনুপের সহিত তাহার বিবাহ হইবার আশা সুদূরপরাহত। কথাটা মনে করিতে গিয়া একটা বাষ্প যেন তাল পাকাইয়া তাঁহার কণ্ঠ-রোধ করিবার উপক্রম করিল। এতবড় একটা সুখের আশার মূলচ্ছেদ করিতে হইলে কাহার না অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে?

এবারেও সদয় কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া হরিশ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"তারপর ধর এ সব কথাগুলো যদি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নাও আনা যায়, তা হ'লেও ত' অনুপের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় না সদয়?"

সদয় শুধু তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোন কথা বলিলেন না।

"কেন হয়ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমরা হ'লে নিকষ কুলীন আর নলীনরা তিনপুরুষে ভঙ্গ। এমন ক'রে

কুল্‌টা যে তুমি ভাসিয়ে দেবে ব'ল্লেই আমরা পাঁচজনে দিতে দেব, তা মনেও ক'রনা সদয়!"

এবার যে ক্ষীণ আশাটুকু সদয়ের মনের এক কোণে লুকাইয়া ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এতদিন ধরিয়া কল্পনায় তিনি কন্যার যে সুখ-সৌভাগ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা তাসের প্রাসাদের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলার সহিত মিশিয়া গেল। আজ তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে চির-দরিদ্র তাঁহাকে কন্যাদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মাথায় লইয়াই ক্ষেপা-কুকুরের মত ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে হইবে।

কতকটা কাঁদ-কাঁদ হইয়াই সদয় বলিলেন,—"কিন্তু চক্কত্তী মশায়, আমি যে অনেক দূর এগিয়ে প'ড়েছি, পাকা দেখা, এমন কি গায়ে হলুদ অবধি হ'য়ে গেছে।"

হরিশ এ সকল কথা সমস্তই জানিতেন, কিন্তু তথাপি কথাটা তিনি যেন এই প্রথম জানিতে পারিলেন, এম্‌নি ভাবটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"বল কি হে, এই এত কাণ্ড ক'রে ফেলেছ আর আমাদের একটা কথাও বলনি?"

"কি ক'র্‌ব চক্কত্তী মশায়, অনুপের মা বড্ড তাড়াতাড়ি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ব'ল্লেন ছেলে তার খাম-খেয়ালী, অনেক কষ্টে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী ক'রেছেন তাঁকে, কিন্তু দেরী ক'র্‌লে হয় ত' মত বদ্‌লে যাবে তার। সেটা হবার আগেই একটা বাঁধা-বাঁধির ভেতর তাকে এনে ফেলা দরকার।"

"ওঃ, কতদূর চালবাজ মেয়েমানুষ দেখেছ? জানে কিনা, যে ঐ বিয়ে হওয়া শক্ত, তাই জনপ্রাণীকেও না জানিয়ে সব পাকা-পাকী ক'রে

ফেলেছে! তা পাকা-দেখা না হয় হ'ল, কিন্তু গায়ে হলুদ হ'ল কবে এরি মধ্যে?"

"সেই একদিনেই!"

"বটে!"—বলিয়া হরিশ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বিনীত অনুরোধের ভঙ্গীতে সদয় বলিলেন,—"তাই আমি ব'ল্‌ছিলুম কি চক্কত্তী মশায়, যে আমি বড় গরীব, আমার জাত মেরে বা সমাজে একঘরে ক'রে রাখ্‌বেন না। আপনি বরং সমাজ থেকে আমার একটা দণ্ড দিন, আমি ভিটেটুকু বন্ধক দিয়ে কোনমতে সে দণ্ড সহ্য ক'র্‌ব, কিন্তু বিয়েটা যেমন হ'য়ে যাচ্ছে যাক্!"

সঘন মস্তক আন্দোলন করিয়া হরিশ বলিল,—"বাপ্‌রে! এমন কাজ কি আমি ক'র্‌তে পারি সদয়! ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে সমাজে ত' তোমায় পতিত হ'য়ে থাক্‌তেই হবে, তার ত' রদ্ হবার কোন উপায়ই নেই। আমরা পাঁচজন গ্রামে থাক্‌তে তোমায় এমন অন্যায় কাজ ক'র্‌তেই বা দেব কেন।"

"তা হ'লে কি আমায় সমাজে পতিত করাই আপনাদের উদ্দেশ্য চক্কত্তী মশায়!"

"আরে রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! হরিশ চক্রবর্ত্তী বেঁচে থাক্‌তে তোমায় একঘরে করে কোন ব্যাটা বেটার এমন কাঁদের ওপর দুটো মাথা আছে? তা নয়, তবে একটা কথা, একটু ভাব্‌নার আছে বটে!"

সভয়ে সদয় প্রশ্ন করিলেন,—"কি?"

"ভাব্‌নার কথা এই যে, এই এই বোশেখই তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।"

"তার সঙ্গে আরও বেশী ভাব্‌নার একটা কথা আছে চক্কত্তী মশায়, সেটাও ভুল্‌লে চল্‌বে না।"

"আবার কি ?"

"যে মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্য আমার মোটেই নেই, এখানে বিয়ে হ'লে আমার একটী আধ্লাও লাগ্‌ত না।"

"ওঃ, সে কথা পরে ভাবা যাবে। ঘোড়া হ'লে কি চাবুকের জন্যে আট্‌কায় ?"

"কিন্তু চক্কত্তী মশায় আমার ত' মনে হয়, আজকালের দিনে টাকাটাই আদত ব্যাপার—যার টাকা আছে, পাত্তরেরও তার অভাব হয় না।"

"না হে না, যা বলি শোন, ওসব কথা পরে ভাব্‌লেও চল্‌বে। এখন পাত্তরের ভাবনাটাই সব আগে। ও-পাড়ায় ঐ বিনোদ চাটুয্যের ছেলে সত্য র'য়েছে, বেশ ছেলে, কিন্তু তোমার ত' ও-রকম পাত্তর হ'লে হবে না—তোমারই পাল্‌টী নিকষ কুলীন চাই !"

"কেন যে আপনি কুল কুল ক'রে অত ব্যস্ত হচ্ছেন, তা' ত' আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না চক্কত্তি মশায়। রমাই যখন আমার একমাত্র সন্তান, তখন যে ঘরে প'ড়্‌লে মেয়েটার ভাত কাপড়ের অভাব হবে না, সেইখানেই বা বিয়ে দিলুম !"

"কি সর্ব্বনাশ ! বল কি সদয় ? বাপ-পিতোমো থেকে যে কুলের গৌরব ক'রে আস্‌ছ, সেটাকে আজ মেয়ের সুখ দেখ্‌তে গিয়ে, এমনি ক'রে এক কথায় জলাঞ্জলি দেবে ? তাতে যে তোমার কতবড় পাপ হবে, সেটা বুঝ্‌ছ না !"

হরিশ যাহাই বলুন, সদয়ের কিন্তু অনুপকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও হস্তে কন্যা দান করিতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। নলিনবাবুর কাছে তিনি বাক্‌দত্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাহার উপর পাত্রও সুপুরুষ বিদ্বান্ সঙ্গতিপন্ন। এরূপ সম্বন্ধ কোন কন্যার পিতা প্রাণ ধরিয়া ত্যাগ করিতে পারেন ?

"পাপের জন্যে আমার কোন চিন্তাই নেই, শুধু আপনি অনুমতি ক'রলেই আমি রমার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হ'তে পারি।"

"না না সদয়, এমন অন্যায় অনুরোধ ক'রো না, তা' আমি কোন দিন রাখ্‌তেও পার্‌ব না, তা' তোমায় আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি। যাক্‌, এখন তা' হ'লে সব আগে আমাদের পাত্তর খুঁজ্‌তে হবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কে ভাল? হুঁ! ঠিক্‌ হ'য়েছে। দু'খানা গ্রামের পরই মন্মথ ব'লে একটী কুলীনের ছেলে আছে। আমি তাকে খুব চিনি। সে তোমাদের পাল্‌টী ঘরও বটে—সবই ভাল! তুমি এক কাজ কর, বাড়ী গিয়ে নেয়ে খেয়ে তৈরী হ'য়ে এস; আমিও ইতিমধ্যে তৈরী হ'য়ে নি। তারপর দুর্গা ব'লে আজই বেরিয়ে প'ড়ে সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে আসা যাবে। যাও, আর দেরী নয়!"

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সদয় বাটী ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর রন্ধন-শালার সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন,—"কি গো তোমার রান্না-বান্না হ'ল?"

রন্ধন করিতে করিতেই তাঁহার পত্নী বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ'য়েছে।"

"তবে আমায় ভাত দাও।"

"এত সকাল সকাল যে আজ?"

গম্ভীরমুখে সদয় বলিলেন,—"কাজ আছে।"

রমার জননী আর কোন কথা না বলিয়া স্বামীর জন্য ভাত বাড়িয়া আনিলেন। রমা আসন ও জল দিয়া পান সাজিতে চলিয়া গেল।

পাখা-খানা লইয়া আসিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে সহসা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, সহসা তাঁহার কোন অসুখ করিল না ত'?

উৎকণ্ঠিত হইয়া রমার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, কোন অসুখ-বিসুখ ক'রেছে নাকি তোমার ?"

"কই না !"—বলিয়া বিস্মিত সদয় পত্নীর দিকে চাহিলেন।

"তবে তোমার মুখখানা অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে ?"

ব্যাপারটা সদয় বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু নিজে যে ব্যথায় কাতর হইয়াছিলেন, এত সত্বর পত্নী ও কন্যাকেও সেই ব্যথায় ব্যথিত করিয়া তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; সেই জন্যই কোন কথা প্রকাশ না করিয়া তিনি বলিলেন,—"ও কিছু নয়।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রমার মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাও যাবে না কি গা ?"

"হ্যাঁ !"—বলিয়া সদয় আহার করিতে লাগিলেন।

"কোথায় ?"

"যমের বাড়ী !"

হরিশ সদয়কে লইয়া যে পল্লীগ্রামে বেলা প্রায় সাড়ে চারিটার সময় উপস্থিত হইলেন, সে গ্রামের অবস্থা দেখিয়াই সদয়ের সমস্ত হৃদয় যেন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিল। তাহার পর হরিশ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়া বদ্ধ সীমানার মধ্যে এক অর্দ্ধ-ভগ্ন চালাঘর দেখাইয়া বলিলেন যে, ঐটীই তাঁহার ভাবী জামতা মন্মথর বাড়ী ; তখন সদয় সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। হরিশ কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। সদয় কোনমতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"এই যার বাড়ী ঘরের শ্রী, দেখে শুনে বাপ হ'য়ে আমি তার হাতে মেয়ে দি কেমন ক'রে চক্কত্তি মশায় ?"

"ভাঙা ঘর দেখে মনে ক'রনা মন্মথর পয়সা নেই, শুধু চোর ছেঁচড়ের ভয়ে ও অমন গরীবের মতন থাকে, দু'চারটে কথা কইলেই বুঝ্তে পারবে, ছোক্রাটী টাকার থলের ওপর ব'সে আছে একেবারে !"—বলিয়া সদয়ের উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন,—"মন্মথ ! ওহে মন্মথ ! মন্মথ বাড়ী আছ হ্যা ?"

ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—"কে ?"—এবং তাহার মিনিটখানেক পরেই একজন বৃদ্ধ আসিয়া ছেঁচাবেড়ার সংলগ্ন দ্বার খুলিয়া মুখখানি বাহির করিয়া আগন্তুকদের মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই দরজাটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া সহাস্যমুখে বলিল,—"ও চক্কত্তি মশায় ! আসুন, আসুন, আস্তে আজ্ঞা হোক্ !"

হরিশ সদয়কে,—"এস হে সদয় !"—বলিয়া বাটীর মধ্যে পদার্পণ

করিলেন। সদয় বাটীর ভিতর ঢুকিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, চতুর্দ্দিকে আগাছা জন্মাইয়া এমনি বন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মধ্যে বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকটা দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেই সদয় নিম্নকণ্ঠে হরিশকে প্রশ্ন করিলেন,—

"ইনি মন্মথর বাপ বুঝি ?"

"না না, ঐ মন্মথ !"

"আপনি যে ব'ল্লেন, ছোক্‌রা ?"

"তা' নয় ত' কি ? ওর আর কতই বা বয়েস হ'য়েছে ?"

সদয় মুহূর্ত্ত মাত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া পুনরায় সেইরূপ নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, —"খুড়ো, আমি রমাকে ঐ ঘাটের মড়ার হাতে কিছুতেই তুলে দিতে পার্‌ব না—তা'তে যদি তা'কে আজন্ম আইবড় থাক্‌তে হয় সেও ভাল।"

"পাগলামী ক'র না সদয়!"—বলিয়া একপ্রকার টানিয়াই হরিশ তাঁহাকে দাওয়ার উপর তুলিলেন। মন্মথ ততক্ষণে একখানি শত-ছিন্ন মাদুর আনিয়া অতিথিদ্বয়ের বসিবার জন্য দাওয়ার উপর পাতিয়া দিয়াছিল। হরিশ তাহার নিমন্ত্রণের অপেক্ষামাত্র না করিয়া নিজে বসিয়া পড়িয়া সদয়কেও বসাইলেন। তাহার পর স্বয়ংই কাজের কথা আরম্ভ করিলেন,—"বোস হে মন্মথ, একটু কাজের কথা আছে তোমার সঙ্গে !"

মন্মথ এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—"কি বলুন দেখি ?"

"এই ভদ্দর লোকের একটী বয়স্থা কন্যা আছে। এ হ'ল গে ঠিক তোমাদেরই পাল্‌টী ঘর ফুলের মুকুটী, নিকষ কুলীন। তোমায় এই ভদ্দর লোককে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।"

সদয় এমনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন যে, হরিশের কথার পোষকতা বা প্রতিবাদ কোন কিছুই তাঁহার করিবার শক্তি ছিল না।

হাসিয়া মন্মথ বলিল,—"তা'তে আর আমার আপত্তি কি চক্কত্তি মশায়? কুলীনের ছেলে আমি, নব্বুইটার জায়গায় না হয় একানব্বুই-টাই বিয়ে ক'র্‌লুম। কিন্তু পাওনা-থোওনার ব্যবস্থাটা কি রকম আগে জানা দরকার!"

"টাকাকড়ি যে সদয় বিশেষ কিছু দিতে পার্‌বে, সে আশা বড় একটা নেই—বেচারা বড় গরীব। তবে মেয়েটী খাসা সুন্দরী।"

"সুন্দরীই হোক্ আর কুচ্ছিতই হোক্, তা'তে ত' বড় একটা কিছু এসে যাচ্ছে না—রূপ দেখে পাগল হবার ত' আর বয়েসও নেই কি না। তবে আসল কথাটা কি জানেন, এতগুলো বিয়ে ক'রেছি, কিন্তু সাতশ'র কমে কোথাও থেকে নিই-নি!"

হরিশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"না না, সাতশ' সদয় কোথায় পাবে। ব'ল্লুম ত' তোমায়, বেচারা বড় গরীব, তোমার শরণাপন্ন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রে বেচারার জাত রক্ষে কর এই আমার অনুরোধ!"

"মরুক্‌গে, আপনি যখন অত ক'রে ব'ল্‌ছেন, তখন না হয় এবার আমি পাঁচশ' নিয়েই ভদ্দর লোকের জাত রক্ষে ক'র্‌ব, আর কি হবে ব'লুন না?"

"না না, আর একটু বিবেচনা কর......"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া যুক্তকরে মন্মথ বলিল,—"মাপ ক'র্‌বেন, চক্কত্তি মশায় এর কম হ'লে আমি আর কোনমতেই পারি না। শুধু আপনি ব'ল্লেন ব'লেই এক কথায় এই দু-দু'শো টাকা ছেড়ে দিলুম। ভেবে দেখুন, এতে কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন কি না, তা' বুঝে অন্য কথা হবে।"

হরিশ একটু চিন্তার ভাণ করিয়া বলিলেন,—"এর কমে যখন তুমি পারবে না ব'লছ, তখন কাজেই ম'রে ম'রেও ওকে এই টাকাটা যোগাড় ক'র্‌তে হবে বই কি !"

এতক্ষণ পরে সদয় কথা কহিলেন, বলিলেন,—"দোহাই চক্কত্তি মশায়, আমার যথাসর্ব্বস্ব তার সঙ্গে আমাকে বেচ্‌লেও অত টাকার যোগাড় হবে না !"

বিরক্ত-মুখে হরিশ বলিলেন,—"চুপ কর না বাপু, সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হবে না, আমরা পাঁচজন গাঁয়ের মাতব্বর সে সবের ঠিক ক'রে দেব।"—তাহার পর মন্মথর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তা হ'লে ঐ পাঁচ-শ টাকাই বিয়ের রাত্তিরে পাবে তুমি, কিন্তু আমাদের একটু তাড়া-তাড়ি আছে।"

পরম নিশ্চিন্তভাবে মন্মথ বলিল.—"কি রকম ?"

"অর্থাৎ আমরা চাই এই ৫ই বোশেখেই বিয়েটা হ'য়ে যাওয়া চাই !"

"আজ কি মাসের ক'তারিখ হ'ল।"

"আজ বোশেখ মাসের পয়লা, আজকের দিন ত' ছেড়েই দাও, মাঝে আর তিনটী দিন আছে।"

"ওঃ ! তা হ'লে এই বিয়ে হয় কি ক'রে ?"

"যেমন ক'রে হোক্ হ'তেই হবে। ব্যাপারটা কি জান, সদয় আগে এক জায়গায় সম্বন্ধ পাকা ক'রে ফেলেছিল, তারা ৫ই বিয়ের দিন ঠিক ক'রেছিল, কিন্তু নানা কারণে সে সম্বন্ধ ভেঙে যায়, কাজেই ৫ই বিয়ে না হ'লে সদয়ের জাত বাঁচান দায় হবে।"

আপত্তির স্বরে মন্মথ বলিল,—"কিন্তু তিন দিনের মধ্যে বিয়ের জোগাড় করা......"

হাসিয়া হরিশ বলিলেন,—“এ ত’ আর তোমার কাছে নতুন কিছু নয় হে। একটু চেষ্টা ক’র্‌লেই হ’য়ে যাবে। তা’ ছাড়া বিয়ের আগে ত’ আর পাত্তর-পক্ষে যোগাড় বিশেষ কিছুই ক’র্‌তে হবে না, যা কর্‌বার সে ত’ বিয়ের পর!”

“হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু কি জানেন, তবু ত’ একটা বিয়ে বটে, কিছু না হ’লেও……”

“নাও নাও বাবাজী, আর আপত্তি কোরো না। কোনমতে সেরে নাও না। যাক্ তা’ হ’লে এই কথারই ঠিক রইল? আমরা তা’হ’লে তোমাদের পক্ষ থেকে আশীর্ব্বাদ গায়ে হলুদ কবে আশা ক’র্‌ব? পাত্র আশীর্ব্বাদ আজই আমরা গোধূলি-লগ্নে সেরে যাচ্ছি।”

“বেশ, তা’হ’লে কালই আমার খুড়তুত ভাই গিয়ে মেয়ে আশীর্ব্বাদ ক’রে আস্‌বে। আর এর মধ্যে গায়ে হলুদের দিন একান্ত না পাওয়া যায়, বিয়ের দিনই গায়ে হলুদ হবে।”

এই কথাই স্থির হইয়া গেল। হরিশ এখন হইতেই মন্মথকে বাবাজী সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন্মথ যে বয়সে তাঁহার অপেক্ষাও বছর দশেকের বড়, সেটা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। হরিশ স্বয়ং ত’ আশীর্ব্বাদ করিলেনই, উপরন্তু সদয়ের হাত ধরিয়া এক রকম জোর করিয়াই তিনি পাত্র আশীর্ব্বাদ করাইয়া লইলেন।

তাহার পর উভয়ে সেই দীর্ঘ মেঠো পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। পথে আসিতে আসিতে হরিশ বলিলেন,—“মন্মথ বাবাজীর বয়েস্ তুমি কত হবে মনে কর?”

“পঁচাত্তরের ত’ কম নয়!”

"দূর! দূর! পাগল না কি? আমার বয়েস যাট বছর আর মন্মথর বয়েস হোল কি না পঁচাত্তর?"

"মাথার চুলগুলো ত' সবই সাদা হ'য়ে গেছে, তার ওপর কতগুলো দাঁত প'ড়ে গেছে দেখেছেন?"

"ও, এই জন্যে বুঝি তুমি মনে ক'রেছ যে, ওর বয়েস পঁচাত্তর বছর? আরে না—না, চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, পেটের ব্যামোয়—বয়েসে নয়। বয়েস ওর হদ্দ বছর চল্লিশেক হবে বড় জোর—এর চেয়ে এক মাসও বেশী নয়।"

সদয় মনে মনে বলিলেন,—"চল্লিশ ওর হাঁটুর বয়েস।"—প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তা' হ'লে ত' আরই ভাল, একেই ত' ঐ ঘাটের মড়ার মতন চেহারা, তার ওপর আবার পেট-রোগা। বিয়ের পর একটা মাসও কাটবে কিনা সন্দেহ, মেয়ে আমার বিধবা হবে। না চক্কত্তী মশায়, আমায় সমাজে পতিত হ'তে হয়, সেও স্বীকার, আমি ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না, অনুপের হাতেই রমাকে সঁপে দেব।"

"কি পাগলের মত ব'কৃছ সদয়? এতবড় কুলীন এ জেলার মধ্যে আছে? কত পুণ্যের কাজ এ? বিধবা হওয়ার কথা ব'লছ? তোমার মেয়ের বরাতে যদি বৈধব্য-যোগ বিধাতা-পুরুষ লিখে থাকেন, তা' হ'লে সাজোয়ান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেও সে লেখার নড়-চড় হবে না। তার সাক্ষী দেখ আমার মেয়ে মাধবী। নন্দ—আমার জামাইকে ত' তুমি দেখেছিলে? এই এতখানি গতর! কিন্তু আট্‌কাতে পার্‌লুম কি? তিনটী দিনের জ্বরে টপ্‌ ক'রে ম'রে গেল।"

কথাটা সদয়ের মনে কতকটা সান্ত্বনা ফিরাইয়া দিল—"সত্যই ত' আজ অবধি কে কবে বিধিলিপি খণ্ডন করিতে পারিয়াছে যে, তিনি

রমার কথা ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছেন? রমার যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে মন্মথর মত পারের যাত্রীকেই সে দীর্ঘকাল ভোগ-দখল করিতে পারিবে।"

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া হরিশ বলিলেন,—"একটা কথা মনে রেখো সদয়, এ বিয়ের আর কাউকে বল আর নাই বল অনুপদের মা-বেটাকে বলা চাই-ই, শুধু ব'ল্লে হবে না, যাতে তারা আসে—তা' তার জন্যে যদি পায়েও ধ'র্‌তে হয়, তাও স্বীকার—তাও তোমায় ক'র্‌তে হবে।"

কোন উত্তর না দিয়াই সদয় চলিয়া যায় দেখিয়া হরিশ বলিলেন,—"কথাটা মনে থাকে যেন, তা' না হ'লে গ্রামের কোন লোকের কাছে সাহায্য পাবে না, মনে থাকে যেন।"—বলিয়া তিনি আপনার বাড়ীর দিকে বাঁকিলেন।

সদয় বাড়ী আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ বাহিরে থাকিয়া অন্তরে তাঁহার যেটুকু বা সান্ত্বনা ছিল, এখন কন্যাকে দেখিয়া তাহাও নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গিয়া শুধুই বুকভরা হাহাকার অন্তরে তাঁহার জাগিয়া উঠিল। আর কোনমতে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শিশুর মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রমার জননী ঘরে আসিয়া স্বামীর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধির মত একপার্শ্বে বহুক্ষণ অবধি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সদয় ততক্ষণে বেশ খানিকটা কাঁদিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া চাহিতেই সম্মুখে পত্নীকে দেখিয়া বলিলেন,—"এই যে গিন্নি আজ যা বাপ হ'য়ে আমি ক'রে এলুম, তার চেয়ে রমাকে হাত পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিলেও ও সুখে ম'র্‌তে পার্‌ত!"—বলিতে বলিতে বাঁধ-ভাঙা নদীর জল-স্রোতের

মত আবার তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। এইবার রমার মা স্বামীর নিকটে আসিয়া তাঁহার অশ্রুমোচন করিয়া দিলেন, তাহার পর বহুক্ষণ সান্ত্বনা দিবার পর সদয় সকাল হইতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সকল কথা পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। সকল কথা শুনিয়া রমার মাতার চরণ-নিম্ন হইতে বসুন্ধরা যেন সরিয়া গেল, তিনি মাটির উপর বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রমাও আপনার বিবাহের কথা কতক কতক শুনিল। কিন্তু পাছে কন্যা শুনিতে পায়, এই ভয়ে সদয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সে সকল কথা বুঝিতে পারিল না। তবে এইটুকু বুঝিল যে, অনুপের সহিত তাহার বিবাহ হইবে না এবং অপর যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছে, সে তাহার পিতামাতার একেবারেই মনের মতন নহে।

সে রাত্রি স্বামী-স্ত্রী মুখো-মুখী বসিয়া কাঁদিয়াই কাটাইয়া দিলেন। সকালে হাত মুখ ধুইয়া সদয়ের ভাবনা হইল, কেমন করিয়া তিনি নীরদাকে গিয়া এই সংবাদ দিবেন এবং তাহার পর আবার কোন্ মুখে সপুত্র তাঁহাকে বিবাহে আসিয়া নিমন্ত্রণ খাইবার কথা বলিবেন?

চিন্তাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মীমাংসা আর তাহার হইয়া উঠিল না। দেখিতে দেখিতে বেলাও অনেকটা হইয়া গেল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় একজন অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া সদয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে সদয় মুখুয্যের বাড়ী কোন্‌টা ব'ল্‌তে পারেন?"

অপরিচিত লোক দেখিয়া সদয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিচয় লইয়া বুঝিলেন, মন্মথর তরফ হইতে সে কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে

আসিয়াছে। শবদাহ করিবার সময় লোকের যেরূপ মনের অবস্থা হয়, ঠিক সেইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়াই সদয় কোন মতে এই নিদারুণ অভিসম্পাতের মতই আশীর্ব্বাদের কাজটা সারিয়া লইলেন। লোকটা বাড়ীর বাহির হইবামাত্র অন্তররুদ্ধ যাতনায় অস্থির হইয়া সদয়ও বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ সত্য সত্যই তাঁহার রমার সর্ব্বনাশের পথ চির-স্নেহময় পিতা হইয়াও তিনি নিজ হস্তেই প্রশস্ত করিয়া দিলেন. এই কথাটাই বিষাক্ত তীরের ফলার মত বারম্বার বিদ্ধ হইয়া অন্তর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল। সেই আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। স্নানাহারের কথা তাঁহার মনেই রহিল না।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সদয় বরাবর হরিশের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। হরিশ তখন সবেমাত্র আহারটা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া তামাকটা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সদয় আসিয়া গভীর অবসাদ-ভরে তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলেন।

"ব্যাপার কি হে সদয়? এমন সময় যে?"

"মন্মথর লোক এসে ত' মেয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল, কিন্তু আদত জিনিষ টাকা এখন পাই কোথায়?"

"ওহে সে জন্তে তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? তোমার ভদ্রাসন ত' রয়েছে, বাঁধা দিলে যে কেউ তোমায় পাঁচ শ' টাকা ধার দেবে; আমার হাত এখন একেবারেই খালি, তা' না হ'লে এই সামান্ত টাকাটা আমি নিজেই তোমায় ধার দিতুম!"—বলিয়া তিনি জোরে জোরে হুঁকা টানিতে লাগিলেন। কথাটা কিন্তু মোটেই সত্য নহে, পরন্তু সদয়ের ভদ্রাসন বাঁধা রাখিয়া এখন পাঁচশত টাকা দিলে কোন্‌দিন সে জমিটুকু ও তাহার

উপরিস্থ অতিজীর্ণ ঘরটুকু বিক্রয় করিয়া দুই শত টাকাও উসুল হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, এই জন্যই এই নিছক মিথ্যা-কথাটা বলিলেন।

নানা কথার পর ক্রমে সদয় যখন উঠিলেন, তখন হরিশ বলিলেন,—"কাল তোমায় যে কথা ব'ল্লুম, সেই কাজটী আজই ক'রে ফেল, তা হ'লেই জান্‌বে টাকার কিনারা তোমার আপনি হ'য়ে যাবে।"

বেলা প্রায় দুইটার সময় বাড়ী ফিরিয়া সদয় স্নান করিয়া আহারে বসিলেন, কিন্তু কিছুমাত্রও আহার করিতে পারিলেন না। চিন্তা-বিষে হৃদয় যাহার জর্জ্জরিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার কোথা হইতে থাকিবে?

কোনমতে আহারের ভাণ শেষ করিয়া তিনি শয্যায় আশ্রয় লইলেন, এবং যতক্ষণ অবধি দিনের আলোর কণামাত্রও অবশিষ্ট রহিল, ততক্ষণ উঠিলেন না। সদয় স্থির করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনমতে গা ঢাকিয়া তিনি নীরদার নিকট যাইয়া চক্রবর্ত্তীর কথামত কার্য্য করিয়া আসিবেন।

সঙ্কল্পমত সন্ধ্যার সময়ই তিনি অনুপদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে অনুপ বা কিরণ তখন বাড়ী ছিল না। অনুপ দেশ-হিতকর কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিল এবং কিরণ এই বিবাহেরই কি কতকগুলা জিনিষ কিনিবার জন্য ভিন্নগ্রামের হাটে গিয়াছিল, তখনও ফিরে নাই।

সদয় বরাবর অন্দরের দ্বারে গিয়া ডাকিলেন,—"বৌদি!"

নীরদা বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"কে, ঠাকুর-পো? দাঁড়াও একটা আলো নিয়ে আসি।"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সদয় বলিলেন,—"আলোয় আর কাজ নেই

বৌ-দি, আমি যে কথা ব'ল্‌তে এসেছি, অন্ধকারই তার পক্ষে সকলের চেয়ে উপযুক্ত জিনিষ !"

সদয়ের কথার স্বর এবং কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া গমনোদ্যতা নীরদা বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া সদয় বলিলেন,—"বৌ-দি আপনাদের পায়ে আমার রমাকে ফেলে দিতে পার্‌লে তার জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলেই সেটা হ'ল ব'লে বুঝ্‌তুম, কিন্তু তা আর কোন মতেই হবার নয়।"

নীরদা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

সদয় তখন অকপটচিত্তে হরিশ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। বলিলেন না শুধু নিমন্ত্রণ করিবার কথাটা।

সমস্ত কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী নীরদার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বারম্বার পরাজিত হরিশ এইবার আড়াই চালে মাৎ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধাক্কার প্রথম বেগটা সম্বরণ করিতে নীরদার অনেকটা সময় লাগিল। তাহার পর কোনমতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"বেশ !"—বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে ফিরিতে উদ্যত হইবামাত্র সদয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আর একটা কথা বৌদি !"

তাঁহার অশ্রু-সজল কণ্ঠস্বর শুনিয়া নীরদার মনটা একটু নরম হইল ; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন,—"কি ?"

"বিয়ের দিন দয়া ক'রে আপনি অনুপকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে যদি পায়ের ধূলো......"

অন্ধকারে রায়-বাঘিনীর মত নীরদার চোখ দুইটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন,—"যাও !"

ভয়ে সদয় দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে পড়িল, এটা না হইলে চক্রবর্ত্তীর শত্রুতার হাত হইতে কোনমতেই উদ্ধার পাওয়া যাইবে না, এবং একটা পয়সারও সংস্থান হইবে না। কথাটা মনে হইতেই তিনি ছুটিয়া গিয়া নীরদার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-জলে এমনি ভাবে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন যে, শেষ অবধি নীরদার কাঠিন্য রহিল না, এবং সপুত্র তিনি যাইতেও স্বীকৃত হইলেন।

সদয় চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই কিরণ জিনিষ পত্র লইয়া দিদির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"এই নাও দিদি, তোমার সব জিনিষই পাওয়া গেছে।"

"ঐ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দে!"

"ব্যাপার কি দিদি?"

"বিয়ে হবে না আর কি?"

"বিয়ে হবে না? কে ব'ল্লে?"

"সদয় নিজেই ব'লে গেল।"

"আর কি ব'ল্লে?"

"বের দিন অনুপের আর আমার নেমন্তন্ন ক'রে গেল।"

"লোকটার সাহসও বলিহারী! বেশ ক'রে দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছ ত' তাকে?"

"না।"—বলিয়া নীরদা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

কিরণ স্থাণুর ন্যায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

[১৩]

অনুপ জননীর নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিল,—"মা, তুমি আমায় অনুমতি দাও, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি, কেমন ক'রে হরিশ আমার জিনিষ আর একজনের মুখে তুলে দেয়।"

দৃঢ়স্বরে নীরদা বলিলেন,—"আমি তোকে এ অনুমতি দিলুম না অনুপ!"

রুদ্ধ অভিমানে অনুপ সে স্থান হইতে বাহিরের ঘরে আসিল। সেখানে কিরণ বসিয়া এই সকল কথাই ভাবিতেছিল। অনুপকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"দিদির মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

অনুপ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কি যে মাথামুণ্ড ভাবিতে লাগিল, তাহা সেই জানে।

বিবাহের দিন বৈকালে অনুপ যথানিয়মে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে নীরদা ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ আর কোথাও যাস্‌নি অনুপ, সদয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে, সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

এক টিন পেট্রলের মধ্যে এককণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে তাহা যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, জননীর কথায় অনুপের সমস্ত অন্তরটা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তেমনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু জননীর নিকট এ বিদ্রোহ-ভাব প্রকাশ করিবার অনুপের শক্তি ছিল না। কাজেই মুখ ফিরাইয়া অনুপ বলিল,—"আমি যাব না মা!"

কতবড় অপমানের ব্যথায় পুত্র যে তাঁহার আজ জননীর কথাও ঠেলিতে উদ্যত হইয়াছে, নীরদা তাহা বুঝিলেন; কিন্তু সদয়কে তিনি যে

কথা দিয়াছেন, তাহারও একটা মূল্য আছে, সুতরাং পুত্রের হৃদয়-ভাবের প্রতি নীরদা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আমি সদয়কে কথা দিয়েছি অনুপ!"

"মামাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও মা, আমি আর যাব না।"

"না অনুপ, তোকেও যেতে হবে!"—নীরদার স্বরের মধ্যে যে দৃঢ়তা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, অনুপের নিকট তাহার অর্থ এত পরিষ্কার যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। বাহিরে যাইবার পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া সে সদর-ঘরে গিয়া উপবেশন করিল।

যথাসময়ে নীরদা সপুত্র সদয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সদয় তখন বাড়ী ছিলেন না। রমার মা মহা-সমাদরে নীরদাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর কোনমতে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল,—"দিদি, আমরা চিরদিনই তোমাদের আশ্রিত, তুমি দেখে শুনে না ক'র্‌লে, রমার শ্রাদ্ধ কোনমতেই আমরা শেষ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ব না।"

আজ নীরদা রমার মার কথা শুনিয়া আপনার তীব্র অপমানের কথাও ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই অসহায় দরিদ্র-দম্পতি কতবড় পীড়নে পীড়িত হইয়া এমন কথা বলিতেছে!

শান্তনার স্বরে নীরদা বলিলেন,—"ছি বউ, এমন একটা শুভকর্ম্মের দিনে অমন অশুভ কথা মনে এনে তোমার রমার অকল্যাণ ক'র না।"

"রমার আবার কল্যাণ অকল্যাণ দিদি! একটু পরে পাত্তর এলে দেখ্‌তে পাবে, সে যমের বাড়ী যাবার জন্যে এক পা বাড়িয়ে র'য়েছে, কখন্ যে চ'লে যাবে, তা কেউ ব'ল্‌তে পারে না, কিন্তু তবু আমাদের এই সর্ব্বনাশটা সে না ক'রেও ছাড়্‌বে না।"

সদয় তখন টাকার চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন। হরিশ যদিও তাঁহাকে আজ এই তিন চারি দিন ধরিয়া ক্রমাগতই স্তোক দিয়া আসিতে-ছিলেন যে, টাকার জন্য তাঁহার কোন ভাবনাই নাই; গ্রামের মধ্যে পাঁচজন মাতব্বর যখন রহিয়াছেন, তখন যেমন করিয়া হয় এই টাকাটার সংস্থান তাঁহারা করিয়া দিবেনই! শেষমুহূর্ত্ত অবধি কিন্তু তাঁহার স্তোক দেওয়াই সার হইল, কাজের কাজ কিছুই হইল না। বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় যখন সদয় আসিয়া বলিলেন,—"টাকা কই চক্কত্তী মশায়, আর যে সময় নেই?"

হতাশভাবে হরিশ বলিলেন,—"কি ক'র্‌ব বল? চেষ্টার ত' ত্রুটী ক'র্‌লুম না আমরা, কিন্তু আজ অবধি এক কপর্দ্দকও জুটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লুম না।"

সদয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"তবে এখন উপায়?"

"চল একবার অন্নদা পোদ্দারের কাছে গিয়ে দেখি!"—বলিয়া হরিশ খড়ম ছাড়িয়া চটিজুতা পরিলেন এবং চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া সদয়কে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অন্নদা পোদ্দার প্রথমটা ত' কোন মতেই সদয়ের কথায় কর্ণপাত করিতে চাহিল না, অবশেষে হরিশের অনেক বলা-কহার ফলে সে সদয়ের বাস্তু-ভিটা মায় তৈজসপত্রাদি-সমেত বন্ধক রাখিয়া সর্ব্বসমেত মোট তিন-শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। হরিশ মধ্যস্থতা করিয়া তাহাই করাইয়া দিলেন।

তিনশতখানি টাকা লইয়া পথে আসিয়া হরিশকে সদয় বলিলেন,—"তারপর আর দুশো চক্কত্তী মশায়?"

"আপাততঃ ত' আর দুশো পাবার কোন উপায় দেখি না, তবে

ভবিষ্যতে চাঁদা তুলে হয় ত' এ টাকাটা আমরা জোগাড় ক'রে নিতে পার্‌ব।"

"তা' হ'লে আজকের বিয়ের কি হবে ? মন্মথ ত' স্পষ্টই ব'লেছে, পাঁচ শ'র কমে সে কোন মতেই বিয়ে ক'র্‌বে না।"

"সে জন্যে অত ভাবনার দরকার নেই, আমরা পাঁচজনে ব'লে ক'য়ে তাকে বুঝিয়ে দেব যে, মাসখানেকের ভেতরেই বাকী দুশো টাকা তার আমরা শোধ ক'রে দেব।"

এই পাঁচ জনের উপর সদয়ের আর কিছুমাত্রও আস্থা ছিল না, তাহার কারণ মন্মথর সহিত যখন রমার বিবাহ-সম্বন্ধ হরিশ পাকা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সদয়কে এই পাঁচ জনের কথা বলিয়াই ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় পাঁচজন ত' দূরের কথা, একজনও তাঁহাকে সাহায্য করিতে কিছুমাত্রও অগ্রসর হয় নাই! আজ সদয় পার্থিব যাহা কিছু সমস্ত বন্ধক দিয়াও যে দুইশত টাকার সংস্থান করিতে পারিলেন না, হরিশ যে সেই দুইশত টাকা গ্রামবাসীর নিকট হইতে চাঁদা সাধিয়া কোন দিন তুলিয়া দিতে পারিবেন, সদয় এ দুরাশাটাকে একেবারেই মনের মধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবারও তাঁহার সাধ্য ছিল না; তাহার কারণ, হরিশের উপরই তখন রমার বিবাহ তাঁহার জাতিরক্ষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে-ছিল। সদয়ের মনে একমাত্র ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল যে, হরিশের কথায় যদি কোনরূপে আশ্বস্ত হইয়া মন্মথ বিবাহ করে, তবেই তাঁহার রক্ষা!

ঠিক সন্ধ্যার সময়ই যে হরিশ, সদয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিয়া আসিবেন,

বারম্বার সে আশ্বাস দিয়া হরিশ তখনকার মত বাড়ী চলিয়া গেলেন। সদয় বাড়ীতে আসিয়া টাকাগুলা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। হরিশের কথায় তাঁহার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল বটে, কিন্তু তিনি আজ আর কোনমতেই এই ক্ষীণ আশাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আজ তাঁহার সহসা যে কাজ করিবার উৎসাহ আসিয়াছিল, কোন দিন যে তাঁহাতে সে উৎসাহের স্ফুরণ হইতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মনে তাঁহার একটা দৃঢ়-সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক রমার বিবাহ আজ শেষ করিতেই হইবে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে বক্রী দুই শত টাকার সংস্থান না করিলে কোনমতেই চলিবে না। এই কথাটা মনে হওয়াতেই টাকার সন্ধানে তিনি পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে বাহির হইয়া কিন্তু অন্তরের উৎসাহ তাঁহার অর্দ্ধেক নিভিয়া গেল—কে এই টাকা শুধু-হাতে তাঁহাকে ধার দিবে—কাহার নিকট তিনি হাত পাতিতে যাইবেন?

বহুক্ষণ মনে মনে তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে জমিদারের নিকট হইতে এই টাকাটা সাহায্য প্রার্থনা করাই তাঁহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। সেই উদ্দেশে জমিদার-বাটীই তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা অবধি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার আশা সফল হইল না। জমিদার স্পষ্ট করিয়াই তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও দেশের জমিদার হিসাবে এ টাকা তাঁহার দান বা অন্ততঃ পক্ষে ঋণ দেওয়াও খুবই উচিত ছিল, তথাপি তিনি তাহা এখন কোনমতেই করিতে পারিতেছেন না, এই জন্য যে, একে ত' এটা মহা দুর্ব্বৎসর—প্রজারা ভাগ করিয়া খাজনা পত্র দেয় নাই, তাহার উপর আজ দিনদশেক পূর্ব্বে মাহ চৈত্রের লাটের

খাজনা মিটাইতে তাঁহাকে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইতে হইয়াছে! কাজেই নিরুপায় সদয় যেমন রিক্ত-হস্তে আসিয়াছিলেন, তেমনি রিক্ত-হস্তেই ফিরিতে বাধ্য হইলেন। বাহিরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল।

হরিশ, সদয়কে আর যখন যতই মিথ্যাকথা ব'লুন না কেন, সেদিন সন্ধ্যার সময় সদয়ের বাড়ী আসিয়া নিজে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া যে স্তোক দিয়াছিলেন, সেটার এক চুলও নড়-চড় হয় নাই, বরং সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া পাড়ার যুবকদের সাহায্যে আসর প্রস্তুত, বাতির যোগাড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজগুলা করিয়া ফেলিলেন।

অনুপ সদয়ের বাড়ী পদার্পণ করিতেই সম্মুখে হরিশকে দেখিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু ঠিক শিকারী বিড়ালের মতই এক লম্ফে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া হরিশ এমনি ঐকান্তিক আত্মীয়তা-ভরে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন যে, অনুপের নিজেরই বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। যেন কোন দিন অনুপদের সহিত মনে মনেও হরিশের কোন আকচ্ ছিল না, এমনি যত্ন ও আত্মীয়তা তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতি বিস্ময়ের ভাবটা অন্তর্হিত হইলে, অনুপ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, হরিশের এই আত্মীয়তার অন্তরালে এমন একটা কিছু শত্রুতা প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা তাহার মত বালকের কল্পনা করিবারও শক্তি নাই। শত্রু যদি সোজাভাবে শত্রুতা-সাধন করে, তবে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশী কষ্ট হয় না; কিন্তু যে শত্রু মুখে মিত্রতার ভাব প্রকাশ করিয়া অন্তরে বিষ লুকাইয়া রাখে, তাহার সহিত প্রতি-

বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারা বড় কঠিন। সেই জন্যই অনুপ মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

অধিকক্ষণ কিন্তু হরিশ অনুপের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন না, তাহার কারণ বর এবং বরযাত্রীরা এই সময় 'আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া অনুপস্থিত সদয়ের স্থান অধিকার করিয়া হরিশকেই তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে হইল, এবং "ওরে তামাক দে!"—"ও হরি, পান নিয়ে আয় বাবা!"—ইত্যাদি রবে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে হইল। এই সময় সদয়ও বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রি আটটার সময় বিবাহ। তখন সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল। পুরোহিত হাঁক পাড়িলেন,—"লগ্ন হ'য়ে এল প্রায়! পাত্র নিয়ে এস।"

মন্মথ তখন একটা থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। সদয় আসিয়া তাহাকে গা তুলিতে বলিলেন। হবু শ্বশুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মন্মথ হুঁকাটা তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী আর একজনের হাতে দিয়া বলিল—"ঐ যে আমার দাদা রয়েছেন!"—বলিয়া সে, সেই দুই দিন পূর্ব্বে যে অতি বৃদ্ধ লোকটা রমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল।

সদয় এবার যুক্তকরে তাহাকে বলিলেন,—"লগ্ন হ'য়ে এল, আপনি যদি অনুমতি করেন, তা' হ'লে পাত্র তুলি..."

ব্যস্ত হইয়া মন্মথর দাদা নবীন বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য!"—বলিতে বলিতে থেলো হুঁকাটা হাতে লইয়া তিনি নিজেও উঠিয়া পড়িলেন, এবং 'সদয়, হরিশ প্রভৃতি যখন পাত্র লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন, তখন তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বর অন্তঃপুরে আসিলে নীরদা তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, মানুষ আপনার কন্যার অবধারিত বৈধব্যের কথা জানিয়া শুনিয়া এমন পাত্রে কন্যাদান করে কি করিয়া? কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার দেখিবার অবকাশ হইল না, তাহার কারণ রমার মা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার উপর ভাণ্ডারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভাণ্ডারে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মঙ্গলাচারের জন্য বরকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া পুরোহিত শালগ্রাম-শীলার আবরণ উন্মোচন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন্মথ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"একটু সবুর করুন পুরুত-মশায়! দাদা, দানের টাকাটা আগে গুণে দেখে নাও ত'!"

কথাটা সদয়ের কাণে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। নবীন বলিল,—"কই গো, দানের টাকা কই?"

"এই যে নিন্ না!"—বলিয়া এক থালা টাকা-সমেত থালাখানা নবীনের দিকে আগাইয়া দিলেন। নবীন কুড়িটী করিয়া টাকা থাক্ দিয়া সাজাইয়া বার-দুই-তিন গুণিয়া দেখিল। তাহার পর মন্মথর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওহে এ ত দেখ্ছি তিনশ' টাকা—তুমি যে ব'ল্লে পাঁচশ'?"

মন্মথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল,—"সে কি?"

"এই যে দেখ না!"—বলিয়া পাঁচটা পাঁচটা থাকের উপর হাত দিয়া নবীন বলিল,—"এই একশ', এই হোল তোমার দুশো আর এই একশ'! এই ত' তোমার তিনশ' বই ভজ্‌ছে না।"

এই সময় হরিশ ভিড়ের মধ্য হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"কি হে বাবাজী কি হোল?"

মন্মথ চটিয়া বলিল,—"এ কি রকম অভদ্রতা মশায়, আপনাদের ব'লে দিলুম, পাঁচ শ' খানি টাকার কমে বিয়ে হবে না, তবে আর টাকা কই ?"

দিব্য সপ্রতিভ-ভাবেই হরিশ বলিল,—"হ্যাঁ হ্যাঁ সে ত' বটেই! তবে ব্যাপারটা কি জান বাবাজী, সদয়েরও বিশেষ দোষ নেই, মাঝে ত' মাত্তর দুটী দিন ছিল কি না, তার ওপরে ও যে-রকম গরীব, তাতে কোন মতেই এই দুদিনে ও তিনশোর বেশী জোটপাট ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না।"

মন্মথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"তা হ'লে ত' বিয়েও হয় না।"

বাধা দিয়া হরিশ বলিলেন,—"আহা বাবাজী ওঠ কেন? আমার কথাটাই আগে শোন। বিয়ের পর এক মাসের মধ্যেই তোমার এই বাকী দু'শ টাকা সদয় শোধ দিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ, সব শালাই দেয়! ও সব আমার ঢের জানা আছে। বিয়ে হ'য়ে গেলে ছাঁদ্‌লাতলায় লাথি, সে কি আর আমি জানি না। এই বয়েসে নবব্‌ইটা বিয়ে ক'রেছি—সব কিছুই আমার জানা আছে। আগে টাকা নিয়ে আসুন, তারপর বিয়ে হবে।"

"বাইরে আবার কিসের গোলমাল রে?"—বলিয়া হরিশ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। সদয় একপার্শ্বে হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহার চেতনা ছিল না বলিলেই চলে। সহসা যেন তিনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"লগ্নভ্রষ্ট হয়—আর দেরী করা চলে না।"

মন্মথ সক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ধেত্তেরি, তোর লগ্নের গুষ্টির——" এবং তাহার পর যাহা বলিলেন, তাহাতে আশে পাশে দুই

চারিজন রমণী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেস্থান হইতে পলাইতে পথ পাইলেন না, এবং পাড়ার দুই চারিজন ছোক্‌রাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল।

উপবাস-ক্লিষ্টা রমার মা আর সহ্য করিতে না পারিয়া যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

গোলমাল শুনিয়া নীরদা ভাণ্ডারের তালা বন্ধ করিয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্যাপার শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"ব'স্‌তে বল্‌ ঐ ঘাটের মড়াকে, দুশো টাকা আমি দিচ্ছি!"—বলিয়া তিনি পুত্রের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। অনুপকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া যত সত্বর সম্ভব দুইশত টাকা আনিবার জন্য অনুপকে আদেশ করিলেন। অনুপ ছুটিয়া চলিল।

কথাটা হরিশের কাণেও পৌঁছিয়াছিল। ছুটিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া মন্মথকে বলিলেন,—"আর গোল কেন বাবাজী, ব'সে পড়, লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়!"

মন্মথ কিন্তু ক্ষেপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,—"কি? এত অপমানের পরও এখানে আমি বিয়ে ক'র্‌ব ভেবেছেন আপনারা? কোথাকার কে একটা মাগী কিনা আমার মুখের ওপর ঘাটের মড়া ব'লে গেল?"

ছোক্‌রার দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বয়স্ক ব্যক্তি বলিল,—"যে ব'লেছে, সে বড় যে-সে মাগী নয়, তুমি তার পায়ের ধূলোরও উপযুক্ত নও!"

দুর্জ্জয় ক্রোধে ও অপমানে মন্মথ লাফাইতে লাফাইতে বলিল,—

"তোমাদের টাকা দিচ্ছে, তোমাদের কাছে ও মাগী পীর-প্যাগম্বর হ'তে পারে, তা ব'লে আমি ওর কি তোয়াক্কা রাখি ?"

ব্যস্ত হইয়া হরিশ বলিয়া উঠিলেন,—"বটেই ত' বটেই ত', কে এ কথা ব'ল্লে ?"

নীরদা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। দৃপ্ত-ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আমি ব'লেছি। ঘাটের মড়াকে ঘাটের মড়া ব'ল্লে দোষটা কি হ'য়েছে শুনি ?"

হরিশ তাঁহার চির শত্রুকে আজ সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। নীরদার দুই চোখ দিয়া যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছিল। হরিশ সে অনলবর্ষী দৃষ্টির সম্মুখে মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিলেন না। রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত নত-মস্তকে তিনি ভিন্ন দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মন্মথ নবীনের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দাদা, ওঠ !"

নবীন নীরদাকে দেখিয়া কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, সে থতমত খাইয়া বলিল,—"বিয়েটা ক'রে গেলেই ভাল হ'ত না ?"

মন্মথ সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"রামচন্দ্র ! ক্ষেপেছ তুমি দাদা ? যে জায়গায় মাগী কর্ত্তা, সেখানে বিয়ে ক'র্‌তে আছে ?"

নীরদা ততক্ষণে সরিয়া গিয়াছিলেন। নবীন একবার সতর্ক-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"তবে চল। কিন্তু ব্যাপার যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে পিট বাঁচিয়ে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে নিরাপদে ঘরে ফির্‌তে পার্‌লে বাঁচি।"

বর ও বর-যাত্রীগণ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কেহ তাহাদের কিছুমাত্র বাধাও দিল না বা থাকিবার জন্যও অনুরোধ করিল না। কন্যা-

যাত্রীগণ আসরে দাঁড়াইয়া গুল্‌তন করিতে লাগিল। হরিশকে কিন্তু আর দেখা গেল না।

সকলে চলিয়া গেলে সদয়ের যেন সংজ্ঞালাভ হইল, ঘর খালি দেখিয়া তাঁহার প্রথমটা বিস্ময় বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরই দারুণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় সকল ঘটনা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি স্খলিতপদে টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন,—"বৌ-দি?"

নীরদা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সদয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল আর্ত্তনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"বৌ-দি আমার মান-ইজ্জত-জাত সব যায়!"

এই সময় অনুপ টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া,—"মা!"—বলিয়া ডাকিয়াই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

নীরদা বলিলেন,—"এই তোমার বাকী দু'শ টাকা এসেছে, এর বেশী আর আমি কি দেব ঠাকুরপো?"

"টাকার আর দরকার কি বৌ-দি? সে রক্তপায়ী বাদুড় ত' বিদেয় হ'য়েছে, কিন্তু এখন আমার জাত রক্ষে যাতে হয়, তা' আপনাকে ক'র্‌তেই হবে। আপনি ছাড়া গাঁয়ে মানুষ নেই—দেরী ক'র্‌লে হবে না, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।"

অনুপের দিকে নীরদা অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। অনুপ মায়ের মনের কথা বুঝিল, বুঝিয়া মস্তক নত করিল।

নীরদা বলিলেন,—"ওঠ সদয়-ঠাকুরপো, অনুপ ঐ দাঁড়িয়ে আছে, নিয়ে যাও!"

সদয় যেন নব-জীবন লাভ করিলেন। অনুপ মাতার হাতে সিন্দুকের চাবি ও টাকা দিয়া কাপড় ছাড়িয়া পিঁড়ির উপর গিয়া উপবেশন করিল।

পাড়ার রমণীরা ঘন ঘন শঙ্খ-নিনাদ করিয়া উঠিল। সেই মঙ্গল-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা-যাত্রীরা বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিল। মুহূর্ত্তে যেন যাদুকরের কুহক-দণ্ড-স্পর্শে সেই নিরানন্দ পুরী বিবাহ-বাটীর উপযুক্ত আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

শুভাচার সমাপ্ত হইলে ছাঁদলাতলায় রমণীগণের সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিবার পর যখন শুভ-দৃষ্টির শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগত হইল, তখন সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যদিয়া যে দুইটী প্রাণের প্রকৃত বিনিময় হইয়া গেল, জগত তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারিল না। তাহার পর যথারীতি বিবাহ-কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সদয় পূর্ণানন্দে সমাগত ব্যক্তি-বৃন্দের আহারের যোগাড়ে মননিবেশ করিলেন!

[১৪]

এতবড় পরাজয় হরিশের জীবনে আজ প্রথম। সেই জন্যই অনুপের বিবাহের পর-দিনটাতেও তিনি কেমন যেন মূহ্যমান হইয়া রহিয়াছিলেন। সেদিনও দ্বিপ্রহরে তাঁহার বাড়ীতে যথারীতি মজলিস্ বসিয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহাদের সহিত অন্যান্য দিনের মত মিশিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার সময়ও অন্যান্য যাঁহারা আসেন, তাঁহারাই আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিতও তিনি ভাল করিয়া মিশিতে পারিলেন না। সারাদিন ধরিয়া তিনি কেবলই চিন্তা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া নীরদার মত দুর্জ্জয় শত্রুর শেষ করিবেন? সকলে চলিয়া গেলেও ছিলামের পর ছিলাম তামাক পুড়াইয়াও তিনি কোন কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া তিনি হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আহার করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া নিত্যকার মত ডাকিলেন,—"মাধবী!"

"যাই বাবা!"—বলিয়া অন্যান্য দিনের মত আজ তাঁহার ডাকে কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। পুনরায় ডাকিলেন,—"মাধবী!"

এবারেও কেহ সাড়া দিল না।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া তিনি কণ্ঠস্বর ঈষৎ উঁচু করিয়া ডাকিলেন,—"শ্যামা!"

শ্যামা তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটা চোর যেন তাহার পা ধরিয়া টানিতে আসিতেছে;—সে বলিয়া উঠিল,—"দূর হ' যমরা!"

হরিশ পুনরায় ডাকিলেন,—"শ্যামা, ও শ্যামা!"

এবার শ্যামার ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গা? বাবু?"

"হ্যাঁ, মাধবী কোথা গেল?"

"কেন রান্না-ঘরেই ত' ছিল, তবে বোধ হয় ঘুমিয়ে প'ড়েছে! দেখ্‌ছি।"—বলিয়া সে উঠিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, বাহির হইতে শৃঙ্খল দিয়া দ্বার রুদ্ধ।

"ওমা, দোরে ত' ছেকল্! তবে বুঝি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে!"—বলিয়া সে মাধবীর শয়নকক্ষে তাহাকে ডাকিতে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"কই বাবু, ঘরেও ত' কেউ নেই?"

"সে কোথায়, তুই জানিস্ না?"

"তা' কি ক'রে জান্‌ব? সন্ধ্যের পর আমার হাতে কোন কাজ ছিল না, দিদিমণি পুকুর-ঘাটে কাপড় কাচ্‌তে যাচ্ছে দেখে জিগেস্ কর্‌লুম, দাঁড়াব? দিদিমণি ব'ল্লে,—না। কাজেই আমি একটু শুলুম, তারপর কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি, আপনি ডাক্‌তে তবে ঘুম ভাঙ্‌ল।"

আশ্চর্য্য হইয়া হরিশ বলিলেন,—"সে কি? তবে সে গেল কোথায়?"—বলিয়া একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া তিনখানা ঘরই তিনি স্বয়ং দেখিয়া আসিলেন। কিন্তু মাধবীকে কোথাও পাওয়া গেল না। খিড়কীর দরজার নিকট আসিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা রহিয়াছে। মাধবী ঘাটে গিয়াছে মনে করিয়া সেই স্থান হইতেই তিনি বার-দু'য়েক ডাকিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়া শব্দ পাইলেন না।

আকাশে তখন চতুর্দ্দশীর চন্দ্র হাসিতেছিল। সমস্ত বাগানটা আলো ছায়ার মিলিত প্রতিবিম্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। হরিশ শ্যামাকে

সঙ্গে লইয়া ঘাটে আসিলেন, কিন্তু সেখানেও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অদূরে পায়খানা। হরিশ শ্যামাকে আলোটা লইয়া পায়খানার ভিতরটা দেখিয়া আসিতে বলিলেন। শ্যামা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সেখানেও কেহ নাই। হরিশের সন্দেহ ধীরে ধীরে প্রতীতিতে পরিণত হইল। মাথার মধ্যে তাঁহার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

ক্ষিপ্তের মত চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলেন। এত স্নেহ ভালবাসার এই পরিণাম? মানুষের হৃদয় কি এতই দুর্ব্বল? মাধবী আজ এমনি করিয়া তাঁহার গর্ব্বোন্নত শির ধূলির সহিত মিশাইয়া দিয়া চলিয়া গেল? ইহাতে তাহার পিতার অন্তরটা যে কিরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা সে একবারের জন্যও ভাবিয়া দেখিল না? হা রে মানুষ! জগতে রিপুগুলাই কি এত প্রবল?

এই সময় সদর দরজা ঠেলিয়া কে বাহির হইতে ডাকিল,—"খুড়ো চক্রবর্ত্তী খুড়ো!"

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া হরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?"

"আমি অনুপ! একবার বাইরে আসুন ত'! একটা আলো নিয়ে আস্‌বেন।"

চণ্ডীমণ্ডপের কেরোসিনের ডিবাটা তুলিয়া লইয়া হরিশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে অনুপ এবং তাহার পশ্চাতে ভিন্নগ্রামের দুইজন মুসলমান কি একটা মানুষের মত কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হরিশ বাহির হইতেই অনুপ বলিল,—"দেখুন ত' এ মেয়েটী কে?"—সে মুসলমানদ্বয়কে যুবতীকে নামাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিল।

হাতের আলোক যুবতীর মুখে পড়িতেই হরিশ শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মাধবী!"

"চেনেন একে? কে এ?"

"আমার মেয়ে মাধবী! তুমি একে কোথায় পেলে অনুপ?"—স্বর তাঁহার এমনি নীরস ও কঠিন যে অনুপ তাহা হরিশের স্বর বলিয়া মনেই করিতে পারিল না।

"ইয়াকুবের বাড়ী থেকে রুগী দেখে ফির্‌ছিলুম, এমন সময় চাঁদের আলোয় ঐ ঝোপটার কাছে অস্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম যে, এই মেয়েটী অজ্ঞান হ'য়ে মরার মত প'ড়ে রয়েছে, আর কে একটা কালোপানা লোক, ঠিক বাঘ যেমন শিকার মেরে তার কাছে থাবা-পেতে ব'সে থাকে, তেমনি ক'রে মেয়েটীর পাশে ব'সে আছে। আমি 'কে রে?' ব'লে চেঁচাতেই লোকটা দৌড়ে পালাল। তখন আমরা তিনজনে গিয়ে মেয়েটীকে তুলে নিয়ে এলুম। লোকটাকে আর দেখ্‌তে পেলুম না।"

হরিশ এ কথার একটী বর্ণও বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার দুই চোখ দিয়া যেন অনল ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল,—"চমৎকার গল্প তৈরী ক'রেছ, কিন্তু, হরিশ চক্রবর্ত্তীকে এত সহজে ভোলাতে পার্‌বে না অনুপ! মনে থাকে যেন যে ইচ্ছে ক'রে কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়েছ—এর শোধ আমি কড়ায়-গণ্ডায় নেব। হরিশ চক্রবর্ত্তী এবার তোমায় অল্পে ছাড়্‌বে না!"

হরিশের কথা শুনিয়া অনুপ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুপের সন্দেহ হইল, হরিশ সহসা পাগল হইয়া গেল না কি! শীঘ্রই আত্ম-সম্বরণ করিয়া অনুপ বলিল,—"বেশ ত' আমি ত' আর গাঁ ছেড়ে রাতারাতি পালাচ্ছি না, যা কর্‌বার কাল সকালে

ক'র্‌বেন, এখন যাতে আপনার মেয়ের মূর্চ্ছা ভাঙে তার ব্যবস্থা করুন।"

"আমার ঘরে অন্যায়ের প্রশ্রয় কোনদিন নেই। আমার মেয়ে হ'লেও ও যখন ধর্ম্ম খুইয়েছে, তখন আর আমার বাড়ীতে ওর জায়গা হবে না, ওকে তোমরা যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পার।"—বলিয়া তিনি বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

অনুপ কতক্ষণ অবধি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান্ যে এই লোকটাকে কি ধাতু দিয়া গড়িয়াছিলেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; তবে এটা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, হরিশের দেহের মধ্যে হৃদয় বলিয়া একটা জিনিষ একেবারেই নাই! অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া অনুপ মুসলমানদ্বয়কে ইঙ্গিতে মাধবীকে তুলিতে বলিল। তাহার পর সেই দুইজন লোকের সাহায্যে তাহাকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া একেবারে জননীর সম্মুখে নামাইল।

বিস্মিতা নীরদা প্রশ্ন করিলেন,—"এ কিরে অনুপ?"

অনুপ জননীর নিকট সংক্ষেপে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া উপসংহারে বলিল,—"লোকটা মানুষ ত' নয়ই—পিশাচেরও অধম।"

নীরদা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধবীর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চেষ্টার পর তাঁহার শ্রম সফল হইল—মাধবী ধীরে ধীরে চোখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?"

নীরদা সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—"এই যে মা তুমি অনুপদের বাড়ীতে। আমি অনুপের মা।"

কিয়ৎক্ষণ অবধি মাধবী তাঁহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল,—"আমার কি হ'য়েছে?...ও, মনে প'ড়েছে!"—তাহার পর

অনুপের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িতেই মাথায় কাপড় দিবার জন্য বস্ত্রাঞ্চল খুঁজিতে লাগিল।

নীরদা তাহার মনোভাব বুঝিয়া অনুপকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার কি হ'য়েছিল মনে আছে মাধবী? আস্তে আস্তে আমার কাছে ব'ল্‌তে পার্‌বে?"

মাধবী বলিল,—"মনে প'ড়েছে, কিন্তু সে কথা ব'ল্‌তে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

অনেকক্ষণ অবধি বুঝাইয়া সুঝাইয়া নীরদা যাহা জানিতে পারিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, সেদিন মাধবীর কাপড় কাচিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ভিজা কাপড়ে পুকুরঘাট হইতে উঠিয়া যেমন বাড়ী আসিবে, অমনি কে একটা লোক ঝোপের পাশ হইতে বাহির হইয়া সবলে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর তাহারই ভিজা কাপড়ের কতকাংশ তাহার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে পথের নিকট একটা ঝোপের মধ্যে আনিয়া ফেলিল এবং যদিও সে প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল, তথাপি সে পাশবিক বল-প্রয়োগ করিয়া তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিল। ইহার পরই সে জ্ঞান হারায়, কাজেই অতঃপর কি হইল তাহা সে বলিতে পারে না।

নীরদা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"সে লোকটার মুখ কি তুমি একবারও দেখ্‌তে পাওনি?"

মাধবী বলিল,—"ঝোপের মধ্যে যখন আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'র্‌ছিলুম, সেই সময় একবার গাছগুলো ফাঁক হ'য়ে যাওয়ায় চাঁদের আলো তার মুখে ক্ষণিকের জন্যে এসে প'ড়েছিল। সেই সময়

আমি তার মুখখানা দেখ্‌তে পেয়েছিলুম—সে মুখ পিশাচের চেয়েও ভয়ানক! লোকটা খুব কালো।"

নীরদা তাহার সিক্ত বসন অপসৃত করিয়া একটা শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তাহার পর একবাটী গরম দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে আপনার শয্যায় শয়ন করাইয়া বলিলেন,—"একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর মা, তা হ'লেই অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌বে।"

নীরদা নিজে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মাধবীর শরীর ও মন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সুতরাং তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

সে নিদ্রিত হইলে, নীরদা অনুপের নিকট আসিয়া তাহাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলিয়া তাহার মাথার উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা, আজ তুই যে হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিস্, তাতে আমার মনে আনন্দের সীমা নেই। হরিশ যদি তোকে জেলও দেয়, তা হ'লেও আমার এই একটা মস্ত সান্ত্বনা থাক্‌বে যে, তুই সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে জেলে গেছিস্। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস, সে হাজার চেষ্টা ক'র্‌লেও তোর কোন অনিষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না। ওপরে একজন আছেন, যিনি সবার সব কিছু দেখ্‌ছেন—তাঁর কাছে অবিচার হবার কোন সম্ভাবনা নেই।"

সকালে উঠিয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিতেই অনুপ দেখিতে পাইল, পুলিশের দারোগা সদলবলে সেখানে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। অনুপ ঘরে প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল,—"হরিশ বাবুর কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করার অপরাধে আমি সম্রাটের নামে আপনাকে গ্রেপ্তার কর্‌লুম, আপনার কিছু বল্‌বার থাকে ত' বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। কিন্তু তার আগেই আমি আপনাকে

সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, এখন যা কিছু ব'ল্‌বেন, সমস্তই আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে ব্যবহার হবে।"

ক্ষোভে ও ঘৃণায় তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সে বলিল,—"দারোগা-সাহেব, আমার যা বল্‌বার আছে, আদালতে গিয়েই তা ব'ল্‌ব, এখন আপনার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিন্!"

কিরণ সেই সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে উদ্যত হইবামাত্র অনুপ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—'মামাবাবু, দয়া ক'রে এখন মাকে কোন কথা ব'ল্‌বেন না। আমি চাই না যে আমার মা এইখানে বেরিয়ে আসেন। আমি চ'লে যাবার পর আপনার যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌বেন।"

দারোগা অনুপের হাতে হাতকড়া ইতিপূর্ব্বেই পরাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে একজন কনেষ্টবল আসিয়া তাহার কোমরে একটা দড়ি বাঁধিল এবং তাহার দুই প্রান্ত দুইজন কনেষ্টবলে ধরিয়া দারোগা-বাবুর নেতৃত্বে অনুপকে থানায় লইয়া গেল।

দারোগা-বাবু বিপুল উৎসাহভরে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া আসামীকে জেলার আদালতে চালান দিল। তাহার এ উৎসাহের বিশেষ কারণও ছিল—হরিশের নিকট হইতে এজন্য সে অনেকগুলি টাকা খাইয়াছিল।

অনুপকে লইয়া যাইবার পরই কিরণ ছুটিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া বলিল,—"দিদি, অনুপকে যে তারা ধ'রে নিয়ে গেল!"

আশ্চর্য্য হইয়া নীরদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধ'রে নিয়ে গেল? কারা রে?"

"পুলিশের লোক !"—বলিয়া সে কেমন করিয়া তাহারা তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়াছিল এবং তাহার উপর আবার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া দুইজন চৌকিদারে মিলিয়া তাহাকে লইয়া গেল, সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

নীরদা সমস্ত কথা শুনিয়াও পুত্রের জন্য কিছুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না, তবে বেশ একটু চিন্তিত হইলেন বটে।

কিরণ দেশে থাকিয়া তাহাদের দেশের ছোট আদালতে ওকালতী করিত। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে কি করিতে হইবে না হইবে, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। নীরদাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল,—"অত ভাবছ কি দিদি, এখুনি আমাদের অনুপকে জামিনে খালাস ক'রে আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।"

নীরদা বলিলেন,—"অনুপের জন্যে আমার একটুও ভয় বা ভাবনা নেই—সে ভাল কাজ ক'রে জেলে যেতে ব'সেছে, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কখনই তা হবে না, এ আমি বেশ জানি, তবে এখন যা কর্‌বার কর্‌বার তা তুমি আমার চেয়ে ভালই জান, সুতরাং আমার মতামতের অপেক্ষা না ক'রে তুমিই একাএক সব ক'র্‌তে পার।"

অনুমতি পাইয়া কিরণ তৎক্ষণাৎ থানায় ছুটিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। হরিশের নিকট মোটা টাকা দক্ষিণা লইয়া সে অচল হইয়া বসিয়াছিল, কোনমতেই জামিনের কথায় কর্ণপাত করিল না, বলিল,—"আমার এতে কোন হাতই নেই মশায়, আদালতে গিয়ে চেষ্টা করুন্‌গে যদি হয়।"

নিরাশ হইয়া কিরণ অগত্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া পুনরায় আদালতে দৌড়িল। সে আদালতে গিয়া

সন্ধান লইয়া জানিল, অনুপকে লইয়া কনেষ্টবলদ্বয় তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার পর অনুপ আসিয়া পৌঁছিল। কিরণ তৎক্ষণাৎ তাহার জামিনে মুক্তির প্রার্থনা করিয়া হাকিমের নিকট আবেদন করিল এবং যাহাতে শীঘ্র মুক্তির আদেশ বাহির হয়, সেজন্য হাকিমের মুহুরীকে দক্ষিণা দিতেও ভুল্‌ল না। ফলে অনুপ আদালতে পৌঁছিবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দুই হাজার টাকার জামিনে মুক্তিলাভ করিল।

কিরণের তখনও কাজ শেষ হয় নাই। অনুপকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধান করিয়া আদালতের সকলের অপেক্ষা নামজাদা উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আপনাদের তরফে নিযুক্ত করিয়া অনুপকে দিয়া সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিল। তাহার পর কবে মকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে, সন্ধান লইয়া সে অনুপসহ রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাটী ফিরিয়া আসিল।

পাঁচদিন পরে অনুপের মাম্‌লার দিন পড়িয়াছিল। এ কয়টা দিন কিরণের একেবারেই অবসর রহিল না। সাক্ষী ঠিক করিতে সে সারাদিন এত ব্যস্ত থাকিত যে, স্নানাহারের অবসর থাকিত না।

মাধবীও সকল কথাই শুনিয়াছিল। একদিন সে নীরদাকে বলিল,—"মা, যদি দরকার হয়, আমিও স্বাক্ষ্য দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি জান্‌বেন।"

নীরদা বলিলেন,—"না মা, সে দরকার বোধ হয় হবে না।"

সেদিন বেলা দুইটার সময় কিরণ আহার করিতে বসিলে নীরদা যখন তাহাকে মাধবীর কথা বলিলেন, তখন সোৎসাহে কিরণ বলিল,—"দিদি, তা' যদি হয়, তা' হ'লে অনুপের নির্দোষীতা প্রমাণের জন্যে, আর কিছু-মাত্রও বেগ পেতে হয় না।"

নীরদা প্রথমটা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, কিন্তু কিরণ যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে গ্রামের অধিকাংশ লোক হরিশের হইয়া সাক্ষ্য দিতে যাইবে এবং তাহাদের তরফের সাক্ষ্যমাত্র দুইজন—ইয়াকুব এবং তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রহিম, সুতরাং এক্ষেত্রে মাধবীর সাক্ষ্য অপরিহার্য্য; তখন তিনি সম্মত না হইয়া পারিলেন না।

ইহার দুইদিন পরেই আদালতে মাম্‌লা উঠিল। কিরণ মিথ্যা বলে নাই, গ্রামের বহুলোক হরিশের পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

বাদীর পক্ষের উকীল মাম্‌লার স্থূল বিবরণ বুঝাইয়া দিবার পর হরিশ স্বয়ং এবং তাঁহার সাক্ষীগণ এই এজাহার দিলেন যে, অনুপের সহিত হরিশের মন-কষাকষি অনুপের পিতার আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বারম্বার অবমানিত হইয়া অনুপ শেষে এই ঘৃণ্য উপায়ে তাঁহার উপর মনের ঝাল মিটাইয়াছে।

অনুপ এবং তাহার মুসলমান সাক্ষীদ্বয় প্রকৃত ঘটনাই ব্যক্ত করিল এবং ঘটনার দিন বেলা প্রায় পাঁচটা হইতে যে অনুপ ইয়াকুবের বাড়ী ছিল, তাহাও বলিল।

এই দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে অনুপের তরফের উকীল বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার আর একটী মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দী নিলেই আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আমার মক্কেল নির্দ্দোষ—মাম্‌লা শুধু সাজান, সত্য এতে মোটে নেই।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবী আসিয়া সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াইল। যথারীতি হলপ প্রভৃতি করার পর সে বলিল,—"আমার রক্ষাকর্ত্তা বিনাদোষে জেলে যেতে বসেছেন দেখে, কুলনারী

হ'য়েও আজ আমায় আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হ'য়েছে।"—অতঃপর সে প্রকৃত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদালতে হাকিমের সম্মুখে তাহা অকপটে প্রকাশ করিল। হরিশের পক্ষের উকীল তাহাকে জেরা করিল,—"যে তোমার ওপর অত্যাচার ক'রেছিল, আসামীই যে সেই লোক নয়, তা' তুমি কি ক'রে চিন্‌তে পার্‌লে ?"

মাধবী নীরদার নিকট যাহা বলিয়াছিল, এখানেও তাহাই বলিল। ব্যাপারটা বুঝিতে হাকিমের বাকী রহিল না। বাদীর উকীলকে থামাইয়া দিয়া তিনি রায় লিখিতে বসিলেন। রায় দু-কলম—অল্পক্ষণের মধ্যেই রায় প্রকাশ হইল—"মামলা মিথ্যা, আসামী নির্দ্দোষ। সে ইচ্ছা করিলে হরিশের নামে মানহানির দাবী দিয়া নালিশ করিতে পারে।"

হরিশ এই সময় সকলের অলক্ষিতে যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। তাহার পর হইতে আর কোনদিন তাঁহাকে গ্রামে দেখা যায় নাই।

মাধবী নীরদার স্নেহের কোলেই আশ্রয় পাইল। অনুপ ফিরিয়া আসিলে জননী সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"বলিনি অনুপ, যে ওপরে একজন আছেন যিনি সব দেখ্‌ছেন—সব শুন্‌ছেন! তাঁর রাজ্যে এতটুকু অবিচার হবার যো নেই। আজ এই দুঃখের আগুনে পুড়ে সত্যি সত্যিই তুই দেশের একজন নেতা হবার উপযুক্ত হ'য়েছিস্। দেখিস্, এর পর থেকে লোকে তোকেই গাঁয়ের মোড়ল ব'লে মান্‌বে!"

হাসিয়া অনুপ বলিল,—"সে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ত' আমি এ কাজে নাবিনি মা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেশের লোকের চোখের জল মুছিয়ে তাদেরই আপনার একজন হ'তে পারি!"

"সে আশীর্ব্বাদ আমি ত' ক'র্‌ছিই, ভগবানও ক'র্‌বেন, আর আমার আশীর্ব্বাদের চেয়ে তা'তেই, প্রকৃত কাজের কাজ হবে!"

অনুপ ভূমিষ্ঠ হইয়া জননীকে প্রণাম করিল।

—o—

সম্পূর্ণ